শ্রীশ্রী আদি শঙ্করাচার্য
বিবেক চূড়ামণি
মূল শ্লোক
ও
বঙ্গানুবাদ সহিত সরল ব্যাখ্যা
বঙ্গানুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
নারায়ণানন্দ তীর্থ

শ্রীশ্রীআদি শঙ্করাচার্য বিরচিত-

বিবেক-চূড়ামণিঃ

[মূলশ্লোক ও বঙ্গানুবাদ সহিত সরল ব্যাখ্যা]

বঙ্গানুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
নারায়ণানন্দতীর্থ

প্রকাশক—
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটী
৩১, এজরা ম্যানসনস্, ১০, গভর্ণমেণ্ট প্লেস (ইষ্ট)
কলিকাতা-৭০০০৬৯ ফোন : ২৩-১২১১

প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটী
(পাবলিকেশন ডিভিসন)
৩১, এজরা ম্যানসনস, ১০ গভর্ণমেণ্ট প্লেস (ইষ্ট)
কলিকাতা-৭০০০৬৯, ফোন : ২৩-১২১১
২। M/s. Globe Library (P) Ltd.,
2, Shyama Charan Dey Street,
Calcutta-700073, Phone : 34-3660
৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম—বিভিন্ন কেন্দ্র

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী, ১৩৭৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৮৯

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রক—
পলি প্রিণ্ট,
১১৭/১, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র যখন বিভিন্ন অবৈদিক ধর্মের প্রচণ্ড প্রতাপে
ও প্রচারে স্মরণাতীতকাল হইতে ঋষি-প্রবর্তিত বৈদিক সনাতনধর্ম
লুপ্তপ্রায়, তখন যিনি আবির্ভূত হইয়া ঐ আসন্ন বিপদ হইতে
বৈদিক সনাতনধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরম-
পূজ্যপাদ শিবাবতার ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ত্যাগমূর্তি
যোগেশ্বর অনন্তশ্রী-বিভূষিত আদি জগদ্গুরু
ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিরচিত 'বিবেক-
চূড়ামণিঃ' বঙ্গানুবাদ সহিত সরল
ব্যাখ্যা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার
ন্যায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ
তাঁ হা কে ই পরম
শ্রদ্ধা ও ভক্তির
সহিত অর্পিত
হইল।
ইতি

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১৩৭৭
১৪ই জানুয়ারী. ১৯৭১
বারাণসী।

দীন
বঙ্গানুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
নারায়ণানন্দতীর্থ

ভূমিকা[১]

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে অদ্বৈতের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও যিনি স্বকীয় অতিমানব বুদ্ধি ও সাধনার বলে অদ্বৈতবাদকে মানববুদ্ধির গোচর করিয়াছিলেন সেই শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করভগবৎপাদাচার্যের নিকট অদ্বৈতামোদী ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে এবং স্বীয় ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতি ও প্রার্থনা জানাইবে।

আচার্য শঙ্করের বিরাট ব্যক্তিত্বের যথাযথ অধ্যয়ন সম্ভব নহে, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাধ্য হইয়া উঠে নাই। প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য অদ্বৈত বেদান্তের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যারূপে শঙ্করের কীর্তি চিরদিন ঘোষণা করিবে। তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্য উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদে এক অপূর্ব হৃদয়গ্রাহিতা আনিয়া দিয়াছিল যাহার ফলে অদ্বৈতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রচার হইয়াছিল। এবং কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা আর দ্বারকা হইতে পুরী পর্যন্ত ভারতের গৃহে গৃহে "আমি সেই ব্রহ্মবস্তু" এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করিয়াছিল।

কিন্তু আচার্য শঙ্কর এইখানেই বিরত হন নাই। পরম কারুণিক শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তকে সরল ও সরস করিবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় ও সহজ-বোধ্য কতিপয় গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 'বিবেক চূড়ামণি' তাহাদের অন্যতম শাঙ্কর বেদান্তের একখানি উপাদেয় সারসংগ্রহ গ্রন্থ। সরস ও পারমার্থিক উপদেশের এরূপ সঙ্গম সচরাচর দেখা যায় না। সেই কারণেই জিজ্ঞাসু অদ্বৈতামোদী পাঠকগণের এই গ্রন্থখানি অতিশয় প্রিয়বস্তু। তাঁহারা ইহার আবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠাসহকারে করিয়া থাকেন। এ পর্যন্ত এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, ইংরাজীতেও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন ও প্রীতিসম্পাদন করিয়াছে ও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার একাধিক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত

১। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়, এম এ, মহোদয় কর্তৃক লিখিত।

হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান সময়ে সেইগুলি একেবারে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালী পাঠক ও সাধকের এই সঙ্কট দূর করিবার মানসে শ্রীমন্নারায়ণানন্দ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থরত্নের বঙ্গানুবাদ সহিত একখানি সুলভ সংস্করণ প্রচারের সংকল্প করেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে স্বল্পকালমধ্যে সেই সংকল্প পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবশ্যক যোগ্যতা তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তিনি ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার দ্বারা বিবেকচূড়ামণির ব্রহ্মজ্ঞান গ্রহণের ও প্রচারের সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করিয়াছেন। অনুবাদখানি সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য করিবার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রমও করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলে আজ আচার্য শঙ্কর বিরচিত 'বিবেকচূড়ামণি'র একখানি সহজবোধ্য ও আস্বাদনযোগ্য বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সুলভ হইল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ইহার জন্য তৎসকাশে চিরঋণী থাকিবেন এবং এবম্বিধ ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রদ্ধাবান অদ্বৈতামোদীর অদ্বৈতরসচর্বণা সহজসাধ্য করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা জানাইবেন। ইতি

বারাণসী।　　　　　　শ্রীসত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রাক্-কথন

গত অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বের কথা। তখন আমরা কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। তরুণাবস্থার প্রথম দিকে পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' নামক গ্রন্থখানি খুবই মনোযোগের সহিত পাঠ করি। তখন বালক শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়ি। যখন পাঠ করিলাম তিনি গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে নর্মদা নদীর তটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই স্থানে সমাধিমগ্ন গুরু গোবিন্দপাদ যোগ্য শিষ্যকে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগের গূহ্য রহস্য দান করিবার মানসে দীর্ঘকাল যাবৎ পর্বতের গুহার মধ্যে যোগ্য শিষ্যের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। নর্মদা নদী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল সেই সময় পরম যোগী বালক শঙ্কর নদীর প্রচণ্ড জলধারা এক কুম্ভ মধ্যে ধারণ করাতে উপস্থিত বৃদ্ধ বৃদ্ধ তপস্বিগণ বুঝিতে পারিলেন এই বালক সাধারণ বালক নহে। ইনি যোগবিভূতিতে এবং জ্ঞানে স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বরের তুল্য। বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে যে তিনি অতি বৃদ্ধ ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া অধিক বয়স্ক মুমুক্ষু পণ্ডিত ও সাধকগণ দলে দলে যখন তাঁহার আশ্রয় লইতে লাগিলেন, তখন মনে স্থির ধারণা হইল শাস্ত্র যথার্থ ই বলিয়াছেন—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥
(দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্রম্)

বড় বিস্ময়ের বিষয় যে বটতরুতলে উপবিষ্ট শিষ্যগণ বয়সে বৃদ্ধ এবং গুরু যুবা। গুরুর মৌন অবস্থিতির দ্বারাই শিষ্যদের সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

ত্যাগমূর্তি জ্ঞানবৃদ্ধ বালক সন্ন্যাসী প্রতীক হইতে চলিতেছেন প্রত্যক্ষে, মূর্তি হইতে ব্যাপ্তিতে, সম্পর্ক হইতে বিরাট বন্ধনহীনতায় এবং অল্প হইতে ভূমাতে। তখন স্বভাব হইতে মনে জাগিল জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ অনুভবই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং ইহাই শঙ্কর অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি। এই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধের জন্য বেদান্ত-বিচার প্রয়োজন। ইহার প্রধান সহায়ক উপনিষদের অনুশীলন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থখানি পাঠের ফলে জানি না কোন অচিন্তনীয় শক্তির তীব্র প্রভাবে সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী বেদান্তী সন্ন্যাসী ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের শ্রীচরণে মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। অলক্ষিতে জীবনের আদর্শরূপে তাঁহাকে মনে প্রাণে বরণ করিয়া লইলাম। তখনকার অপরিপক্ক কোমল মনের উপর অদ্বৈতবাদের যে প্রভাবের বীজ পড়িয়াছিল তাহাই ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া কালে পরবর্তী জীবনের উপর বিস্তার লাভ করে।

ছাত্র-জীবনে আমরা চারিজন ছাত্র সপ্তাহে এক দিন মিলিত হইয়া জগদ্-গুরু শিবাবতার পরমত্যাগী জ্ঞানভাস্কর শ্রীশঙ্করাচার্যের জীবনী এবং তাঁহার জীবনাদর্শ লইয়া আলোচনা করিতাম। এই চারিজনের মধ্যে ভাগ্যবান্ তিনজন স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বর্তমানে উচ্চপদাধিকারীর পদে কৃতিত্বের সহিত আরূঢ় থাকিয়া বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আর এক জন পথের ভিক্ষুক সাজিয়া প্রারব্ধ শেষ করিতেছে। ইহাকেই বলে ভাগ্যের বিচিত্র অচিন্তনীয় গতি।

জীবনের গতিধারা অবগত হইয়া একজন অতিশয় ধর্মাপরায়ণা মহিলা অযাচিতভাবে ঈশাদি নয়খানি উপনিষদ্ এবং শ্রী আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত 'বিবেক-চূড়ামণি'র হিন্দী অনুবাদ সহ মূলগ্রন্থখানি দান করেন। ইহা পাঠ করিয়া মনে হইল ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া হিন্দীভাষা ও সংস্কৃতভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী ত্যাগবৈরাগ্য সম্পন্ন মুমুক্ষু সাধক সাধিকাদের হস্তে প্রদান করিতে পারিলে হয়তো তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদাদি গ্রন্থ যেমন ধর্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য পঠনীয় পুস্তক, তেমনি বিবেক-চূড়ামণিও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞান উদ্দীপক গ্রন্থ। ইহা মুক্তি অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে স্বাধ্যায়ের পুস্তক হওয়া উচিত। জীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্য উদয় না হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশা সুদূরপরাহত।

মদীয় বাল্য-বন্ধু এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, মহোদয়ের সহিত একদিন এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। তিনি ইহার বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য আমাকে বলেন। তাঁহার আন্তরিক উৎসাহের বশবর্তী হইয়া বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করি। যথাসময়ে কার্য সমাপ্ত করিয়া ইহার

পাণ্ডুলিপি অকৃত্রিম সুহৃদ্বর সত্যাংশুমোহনকে দেখিতে দেই। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অতি মূল্যবান সময় দান করিয়া অনুবাদটি দেখেন এবং আবশ্যক মত স্থানে স্থানে কিছু সংশোধন করিয়া ইহা একরকম প্রকাশের উপযোগী করিয়া দেন। পুস্তকাকারে অনুবাদটি যাহাতে প্রকাশিত হয় সেই জন্য তিনি আগ্রহও প্রকাশ করেন। আলোচ্য বিষয়-বস্তুটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য স্থানে স্থানে একটু ব্যাখাও করিতে হইয়াছে। উহা বন্ধনীর [ ] মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

এই দুর্দিনে কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে পুস্তক-মুদ্রণ অসম্ভব কার্য ইহা বিচার করিয়া, এই বিষয় হইতে মনকে উদ্বেগশূন্য করা বতীত অন্য আর কোন উপায়ও ছিল না। মনে করিলাম এই ভাবে কিছু সময় বেদান্ত মনন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ভগবান্ আমার উপকারই করিয়াছেন। বেদান্ত বিচার করা সন্ন্যাসীর পক্ষে সাধনার অঙ্গ বলা হইয়াছে। "তাবদ্ বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্ বিশ্রান্তিম্ আত্মনি।" যতদিন পর্যন্ত আত্মাতে বিশ্রান্তি না হয়, তত দিন আত্ম-বিচার বা ব্রহ্ম-বিচার করিবে।

কিছু দিন এইভাবে অতীত হইবার পর একজন স্বেচ্ছায় ইহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন এবং ইহার মুদ্রণ-কার্য ও প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিন্তাশূন্য করেন। বেশ কিছু দিন পরে তিনি আমাকে জানান যে কার্যের ভার তিনি লইয়াছিলেন তাহা কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই, সেই জন্য তিনি বড়ই দুঃখিত। আমি মনে করিলাম বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ইহা বোধহয় শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। ইহা মনে করা ছাড়া উপায়ই বা আর কি ছিল? আমি ইহার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিত হইয়াছিলাম।

বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ করিবার সময় আমি গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীমুনিলালজীর হিন্দী অনুবাদকেই মুখ্য অবলম্বনরূপে গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে পণ্ডিত শ্রীমনোহরলাল শর্মা, এম, এ, মহোদয়ের বিবেক-চূড়ামণির হিন্দী অনুবাদের এবং ব্যাখ্যারও সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উপর্যুক্ত দুই সজ্জনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাল্য-সুহৃদ্ শ্রীসত্যাংশু মোহনের উৎসাহ না পাইলে এই অনুবাদ কার্যে কখনই আমি হস্তক্ষেপ করিতাম না। সেই জন্য তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ মঠের প্রধান সচিব এবং আমার ধর্মবন্ধু শ্রীবিনয় নারায়ণ যোগাচার্য মহোদয় তাঁহাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সাধুসম্বাদে'র জন্য আমার নিকট কিছু লেখা চান। তাঁহার অনুরোধে কয়েক বৎসর যাবৎ ধারাবাহিকরূপে আমার লেখা তাঁহাদের দিয়া আসার পর যখন আমি বার্ধক্য-নিবন্ধন লেখা বন্ধ করিতে চাই, তখন তাঁহারা লেখার জন্য আমাকে আবার অনুরোধ জানান। তখন আমি তাঁহাদের জানাই বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ করা আছে। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ধারাবাহিকরূপে 'সাধুসম্বাদে' প্রকাশ করিতে পারেন। সেই অবধি 'সাধুসম্বাদে' বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য প্রধান সচিব বর্তমানে ব্রহ্মলীন হংস স্বামী শ্যামানন্দ গিরিজীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি, এ. ; বি, টি. মহাশয় প্রুফ সংশোধনের কার্য গ্রহণ করিয়া আমাকে একটি গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

দীর্ঘকাল এইভাবে অতীত হইয়া গেল। বাটা কোম্পানির অবসর প্রাপ্ত সুযোগ্য সভাপতি (Chairman) সুপ্রসিদ্ধ আশ্রিতজনপালক শ্রীযুক্ত মতিলাল খৈতান মহাশয়ের পত্নী মাতৃগতপ্রাণা শ্রীমতী রাজবত্নী খৈতানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ে এবার (১৯৭১ খৃঃ বাংলা ১৩৭৮ সন) তাঁহাদের দেহরাদুনের নব নির্মিত প্রাসাদতুল্য ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে শারদীয় শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা রাজোচিত উপচারে এবং মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। পতি-পত্নী উভয়ের বিশেষ আগ্রহে এবং আন্তরিক আকর্ষণে পরমারাধ্যা বিশ্বজননী পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কৃপা করিয়া তাঁহার পুণ্য উপস্থিতির দ্বারা এই শুভকার্যটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মাতৃসন্তানগণ ভক্তবৎসলা শ্রীশ্রীমায়ের তীব্র আকর্ষণে এই মহান্ উৎসবে যোগদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিয়াছেন। এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর দুর্গোৎসব দর্শন করিবার সুযোগ অনেকেই বোধ হয় ইহার পূর্বে প্রাপ্ত হন নাই। অন্যান্য-বারের ন্যায় মায়ের অসীম কৃপায় আমারও এই পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। এবং খৈতান পরিবারের আতিথ্যে ও সমাদরে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর ত্রয়োদশীর দিন বেলা অনুমান দশঘটিকার সময় আমি আদি শঙ্করাচার্যের বিবেক চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ সহ সরল ব্যাখ্যার মুদ্রণকার্য কি ভাবে হইতে পারে ইহার আলোচনা শেষ করিয়া "কল্যাণবন" হইতে বিফল মনোরথে খৈতান মহোদয়ের অতিথিভবনে ফিরিতেছিলাম। অকস্মাৎ অযাচিতভাবে শ্রীমতিলাল খৈতান মহাশয় আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ? উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি আচার্য শ্রীশঙ্করের বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ করিয়াছি। তাহার মুদ্রণকার্য কিভাবে হইতে পারে এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুর সহিত দেখা করিতে "কল্যাণবনে" গিয়াছিলাম। সেই সময় আমার হাতে উহার পাণ্ডুলিপিখানি ছিল। উহা হইতে কিঞ্চিদংশ তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি স্বেচ্ছায় হঠাৎ বলিলেন "আমি ইহা ছাপাইয়া দিব, আপনি চিন্তা করিবেন না।"

উদার হৃদয় দানবীর শ্রীখৈতান মহাশয় মুমুক্ষুদের অতি আদরের বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গানুবাদ সহ সরল ব্যাখ্যা ছাপাইয়া না দিলে ইহা প্রকাশ করা আমার ন্যায় কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে অসাধ্যই নহে বরং অসম্ভবই ছিল। ইহার পশ্চাতে যে শ্রীভগবান্ শঙ্করের ইঙ্গিত রহিয়াছে ইহা কেহ বিশ্বাস না করিলেও আমি ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। এই ধর্মগ্রন্থ-খানির প্রকাশে যে হিন্দু-ধর্মপিপাসুদের পরম কল্যাণ সাধন হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। এই ধর্মকার্যের জন্য মুক্তি অভিলাষী সাধক সাধিকাগণ শ্রীখৈতান মহোদয়কে যে তাঁহাদের প্রাণঢালা আশীর্বাদ জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ধর্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্ম-মরণাদি মহৎ সংসার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখকমল হইতে যে সকল অমূল্য উপদেশামৃত ও বেদান্তবাক্যের গূঢ় রহস্য শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি তাহারই সূত্র অবলম্বনে বিবেক-চূড়ামণির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে করিবার প্রয়াস করিয়াছি যদি এই স্পষ্টীকরণের মধ্যে কোথায়ও কোন ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহা আমার বুঝিবার দোষেই হইয়াছে—মায়ের বলার মধ্যে কোন ত্রুটি নাই। অবশেষে পরমস্নেহময়ী

পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে দীন সন্তানের অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করিলাম। ইতি।
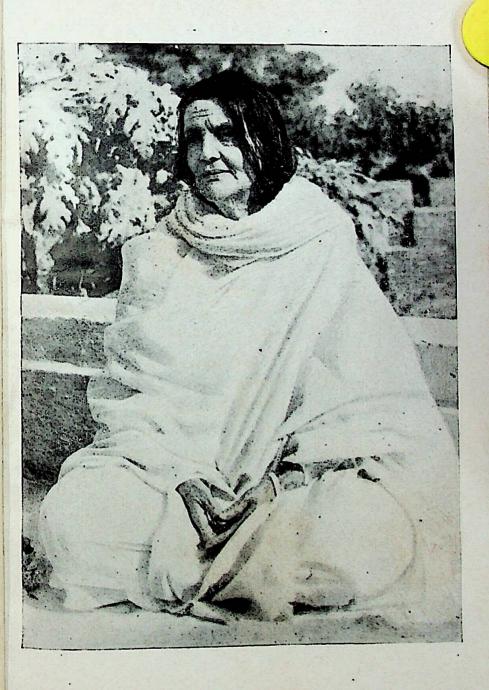
নারায়ণানন্দতীর্থ

শারদীয়া কোজাগরী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূর্ণিমা
৩রা অক্টোবর, ১৯৭১ খৃঃ
দেহরাদুন।

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদবিরচিত-

বিবেকচূড়ামণিঃ

মঙ্গলাচরণম্

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১॥

যিনি অজ্ঞেয় তথাপি সম্পূর্ণ বেদান্তের সিদ্ধান্তবাক্যদ্বারা যাঁহাকে জানা যাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ সদ্গুরু শ্রীমৎ স্বামী গোবিন্দপাদকে আমি প্রণাম করিতেছি।

[প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার অনুসারে গ্রন্থের রচনা বা প্রবচনের প্রারম্ভে গুরুকে অথবা ইষ্টকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করা হয়, যাহাতে নির্বিঘ্নে উহা সুসম্পন্ন হয়। শাস্ত্রের অনুশাসন সর্বত্র অদ্বৈতভাব রাখিবে, কিন্তু গুরুর সাথে নহে, 'অদ্বৈতং ভাবয়েন্নিত্যং নাদ্বৈতং গুরুণা সহ'।]

ব্রহ্মনিষ্ঠার মহত্ব—

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতকোটিজন্মসু কৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥ ২॥

জীবের প্রথমতঃ নরজন্ম দুর্লভ। তারপর পুরুষজন্মপ্রাপ্তি এবং তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি অতীব কঠিন। ব্রাহ্মণ হইয়াও বৈদিকধর্মের অনুগামী এবং বিদ্বান্ হওয়া সুকঠিন। এই সকল প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আত্মা এবং অনাত্মার বিবেক ও সম্যক্ অনুভব আরও দুষ্প্রাপ্য। ব্রহ্মাত্মভাবে স্থিতিরূপ মুক্তি কোটি কোটি জন্মে কৃত শুভকর্মের পরিপাক ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ৩॥

ভগবৎকৃপাই যে সকল প্রাপ্তির কারণ সেই মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হইবার ইচ্ছা এবং মহাপুরুষগণের সঙ্গ—এই তিনটি তো আরও দুর্লভ।

[ভক্তপ্রবর মহাত্মা গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' সৎসঙ্গের মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'বিনা সতসংগ বিবেক ন হোই। রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোই' ॥ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা বিনা সতের অর্থাৎ মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং মহাপুরুষগণের সঙ্গ বিনা বিবেক জীবনে উদয় হয় না। বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্ত হইবার ইচ্ছা মনে জাগে না। "বড়ো ভাগ মানুষ তন পাবা।" বহু ভাগ্যের ফলে মনুষ্য শরীর পাওয়া গিয়াছে।]

লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্মদুর্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যঃ স্বাত্মমুক্তৌ ন যততে মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ ॥ ৪ ॥

কোন প্রকারে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া এবং যে জন্মে শ্রুতির পরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া যায় সেই পুরুষজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় আত্মার মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। সে অসদ্ বস্তুতে আস্থা করিয়া আপনার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনাত্মবস্তুকে আত্ম-স্বীকার করিয়া ভববন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদি এই জন্মেই আত্মাকে না জানা যায় তাহা হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ" এই প্রকার কেনোপনিষদ্ বলিতেছেন।

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫ ॥

এই দুর্লভ মানবদেহ পাইয়া তাহাতে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহারা স্বার্থ-সাধনে প্রমাদ বা ভুল করে তাহাদের অপেক্ষা অধিক মূঢ় আর এই জগতে কে হইতে পারে?

[আত্মাকে না জানা বা ভগবান্‌কে না পাওয়াই জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি। একটা প্রচলিত কথা আছে 'স্বার্থসিদ্ধিতে তো কখন পশুও ভুল করে না।']

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনা বিমুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥ ৬ ॥

যগুপি কেহ শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করে, দেবতার যজন অর্থাৎ পূজা করে, নানা প্রকার শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, দেবতাদিগকে ভজনা করে, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতা বোধ না হয়, ততক্ষণ শত ব্রহ্মার পতন হইলেও মুক্তি হইতে পারে না।

[ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নতা বোধই হইল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ইহা লাভ না হইলে শত ব্রহ্মকল্পেও মুক্তি সম্ভব নহে। আত্মৈক্যবোধই হইল মুক্তি।]

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ ॥ ৭ ॥

ধনের দ্বারা অমৃতত্ব আশা করা যায় না। মুক্তির হেতু কর্ম নহে—ইহা শ্রুতিস্পষ্ট বলিতেছেন।

[ধন যদি শুভকর্মে অর্থাৎ দান, যজ্ঞ ইত্যাদিতে ব্যয় করা যায়, তাহা দ্বারা পুণ্য হয়, স্বর্গলাভ হয়। এবং বর্ণাশ্রমধর্মোচিত কর্ম যদি নিষ্কাম ভাবে কৃত হয়, তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সাক্ষাৎভাবে ইহারা অর্থাৎ ধন ও কর্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না। মুক্তির কারণ জীব ও ব্রহ্মের একতার অপরোক্ষ জ্ঞান। "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। কৈবল্যোপনিষদ্।]

জ্ঞানোপলব্ধির উপায়—

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥ ৮ ॥

এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাহ্য ভোগাদির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শরণ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার উপদেশ মত সমাহিত হইয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯ ॥

নিরন্তর সত্য বস্তু আত্মাকে দর্শনের বিষয় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্যে রাখিয়া এবং যোগারূঢ় হইয়া সংসারসাগরে নিমগ্ন মানব স্বীয় আত্মাকে আত্মার দ্বারা উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব
রিপুরাত্মনঃ ॥ [৬ । ৫]

আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু বা শত্রু। বৈষ্ণব সমাজে একটি সুন্দর কথা প্রচলিত আছে—

গুরুকৃপা কৃষ্ণকৃপা বৈষ্ণবকৃপা হইল।
আত্মকৃপা বিনা জীব ছারে খারে গেল ॥

মুক্ত হইবার ইচ্ছা নিজের না হইলে অপরে মুক্ত করিতে পারে না। নিজের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইলে, গুরু, ইষ্ট ও মহাপুরুষগণ তাঁহাদের কৃপার দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। প্রথমে মুক্ত হইবার বাসনা নিজের মনে জাগা প্রয়োজন। বন্ধনের দুঃখ অনুভব হইলে তো বন্ধন হইতে মুক্তির ইচ্ছা হইবে।

সংন্যস্য সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥

আত্মাভ্যাসতৎপর অর্থাৎ নিরন্তর আত্মবিচার পরায়ণ ধীর পণ্ডিতগণ সকল প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধন নিবৃত্তির জন্য যত্নবান হইবেন।

[সন্ন্যাস বা সর্বপ্রকার কর্মত্যাগই হইল সংসার সাগর পার হইবার ভেলা বা নৌকাস্বরূপ। কর্মত্যাগ বলিতে আচার্যপাদ এখানে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্মই লক্ষ্য করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন অহংকার, আসক্তি রহিত, ঈশ্বরার্থ এবং কর্মফলত্যাগবুদ্ধিতে কর্ম সবই কর্মসন্ন্যাস।]

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্যই, বস্তুর উপলব্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নহে। বস্তুসিদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞান কেবল বিচার দ্বারাই হইয়া থাকে। কোটি কোটি কর্মের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না।

[কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ এবং নিষ্কামকর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। বস্তূপলব্ধি বলিতে এখানে মুক্তিই বুঝিতে হইবে। মুক্তির জন্য বিচারই উপায়।]

সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্ত্যোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥

অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয়, উহা উত্তম বিচারের দ্বারা যে প্রকারে দূর হয় সেইরূপ সম্যক বিচারদ্বারা মহাসর্পরূপ যে মহাদুঃখ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

[এখানে জন্ম ও মরণই হইল মহাদুঃখ। জন্ম মরণরূপ মহা-দুঃখ হইতে চিরতরে নিষ্কৃতিই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহা আত্ম বা ব্রহ্মবিচার দ্বারাই হইয়া থাকে।]

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩ ॥

দেখা যায় কল্যাণপ্রদ যুক্তিসমূহদ্বারা বিচার করিলে সত্যবস্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্ম স্থির বা নিশ্চয় হয়। স্নান, দান অথবা শত প্রাণায়ামদ্বারা উহা সিদ্ধ হয় না।

[স্নান ও দানের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, প্রাণায়ামের দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি হয়, তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞান বিচারের দ্বারাই হইয়া থাকে।]

অধিকারিনিরূপণ—

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৪ ॥

বিশেষ অধিকারীই ফল-সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেশ, কালাদি উপায় অবশ্যই উহার সাহায্য করে।

[যোগ্য অধিকারী না হইলে দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারা ফললাভ সম্ভব নহে। দেশ, কাল প্রভৃতির যদি সংযোগ হয় তাহা হইলে ভালই, যদি না হয় তাহা হইলেও জ্ঞান উপার্জনে বাধা হয় না। আসল কথা হইল অধিকারী হওয়া। দেশ-কাল উহার সহায়কমাত্র।]

অতো বিচারঃ কর্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

অতএব ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ার সাগর শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আত্মতত্ত্বের বিষয় বিচার করা উচিত।

[এইভাবে বিচার করা—

১—আমি কে? আমি কি কর্তা-ভোক্তা, সুখী-দুঃখী, জননমরণধর্মা জীব?

২—এই জন্মমরণজরাব্যাধিদুঃখরূপ সংসার কি প্রকারে উৎপন্ন হইল?

৩—এই জগতের কর্তা কে? জীব না ঈশ্বর?

৪—এই জগতের উপাদান কারণ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।]

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ এবং তর্কবিতর্কে কুশল, উক্ত প্রকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত পুরুষই আত্মবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী।

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ ॥
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যোগ্যতা মতা ॥ ১৭ ॥

সদসদ্বিবেকী, বৈরাগ্যবান্, শমদমাদিষট্সম্পত্তিযুক্ত এবং মুমুক্ষুই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত।

[ষট্সম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। ব্রহ্মবেত্তা গুরু, দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সাধকের ভূত ভবিষ্যৎ এমন কি পূর্বজন্মের সংস্কার পর্যন্ত দেখিয়া ফেলেন। কোন অনধিকারী সাধক ব্রহ্মবেত্তা গুরুকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না।]

সাধনচতুষ্টয়—

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিদ্ধ্যতি ॥ ১৮ ॥

মননশীল ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসুর চারিটি সাধন [অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা] বলিয়াছেন। ঐ সকল যাঁহার মধ্যে বর্তমান তিনি সত্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। ঐ সমস্ত সাধন যাহার মধ্যে নাই সে আত্মাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥

পরিগণনায় প্রথম সাধন নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক। দ্বিতীয় সাধন লৌকিক এবং পারলৌকিক সুখভোগে বৈরাগ্য। তৃতীয় সাধন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্ সম্পত্তি, এবং চতুর্থ সাধন মুমুক্ষুতা। "ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা", এই নিশ্চয়কে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বলা হয়।

[নিত্য বা সত্যবস্তু ব্রহ্ম এবং অনিত্য বা মিথ্যাবস্তু জগৎ, ইহা নিশ্চয় করাকেই বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান কহে। যিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি মিথ্যা বস্তুর কামনা কি কখন করিতে পারেন? তিনি ইহা হইতে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য করিবেন।]

তদ্বৈরাগ্যং জুগুপ্সা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
দেহাদিব্রহ্মপর্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।

দর্শন ও শ্রবণাদিদ্বারা আপন দেহ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিত্য ভোগ্য-পদার্থাদিতে যে ঘৃণা তাহাকে "বৈরাগ্য" কহে।

বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ ॥ ২২ ॥
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।

বিষয়সমূহে বারংবার দোষদৃষ্টি করিতে করিতে তাহাতে আসক্তিশূন্য হইয়া চিত্তের আপন লক্ষ্যবস্তুতে স্থির হওয়াকে 'শম' কহে।

[গীতায়ও শ্রীভগবান্ "জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ দোষানুদর্শনম্" করিতে নির্দেশ করিতেছেন।]

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে ॥ ২৩ ॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ।
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা ॥ ২৪ ॥

কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়কে আপন আপন বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে স্থির করাকে 'দম' বলা হয়। বৃত্তির বাহ্য বিষয়াদিতে কোন প্রকার আশ্রয় না লওয়াই উত্তম 'উপরতি' বা বিশ্রাম।

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ ২৫॥

চিন্তা ও শোক রহিত হইয়া এবং কোন প্রকার প্রতীকার না করিয়া বা প্রতিশোধ না লইয়া সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করাকে 'তিতিক্ষা' কহে।

[প্রতীকার বা প্রতিশোধ লইবার শক্তি বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা না করা এবং সকল রকম দুঃখ সহ্য করাই 'তিতিক্ষা'।]

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
স শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥ ২৬॥

শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে সত্য বুদ্ধিকে সজ্জনগণ 'শ্রদ্ধা' কহিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধাদ্বারাই পরমপদার্থ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।]

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বথা।
তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥ ২৭॥

আপন বুদ্ধিকে সর্বপ্রকারে সব সময় শুদ্ধ ব্রহ্মেই স্থির রাখাকে 'সমাধান' কহে। চিত্তের ইচ্ছাপূর্তির নাম সমাধান নহে।

[তৈলধারাবৎ মনকে শুদ্ধব্রহ্মে সংলগ্ন রাখাই সমাধি বা সমাধান। শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা এই সব হইল সাধনা এবং সমাধান হইল উহার ফল। সাধনা ঠিক-ঠিক হইলে সিদ্ধি অচিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধনা যথাযথ রূপে করিবার জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজন। ইহার জন্য চাই শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে অবিচল বিশ্বাস। আমাদের সকল আস্তিক শাস্ত্রেই শ্রদ্ধার মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা।]

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮॥

অহঙ্কার হইতে দেহ পর্যন্ত যত অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধন আছে, উহাদিগকে স্ব স্বরূপের জ্ঞানের দ্বারা ত্যাগ করিবার ইচ্ছাই 'মুমুক্ষুতা'।

[মুমুক্ষুতা শব্দের অর্থ মুক্ত হইবার ইচ্ছা। অহংকার তত্ত্ব হইতে স্থূল শরীর

পর্যন্ত সবই আত্মার উপাধি। ঐ সকল উপাধি হইল বন্ধন। এই সকল উপাধিও কিন্তু অজ্ঞান কল্পিত। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাকে মুমুক্ষুতা কহে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় আপন স্বরূপের জ্ঞান।]

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্ ॥ ২৯॥

সেই মুমুক্ষুতা যদি মন্দ এবং মধ্যমও হয় তথাপি বৈরাগ্য এবং শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং শ্রীগুরুর কৃপায় উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফল উৎপন্ন করে।

[মুমুক্ষুতা তীব্র হইলে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, উহা অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসলে চাই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। জীবনে ঠিক-ঠিক ব্যাকুলতা আসিলে বস্তু প্রাপ্তির জন্য আর ভাবনা কি ?]

বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তিতে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা তীব্রভাবে বর্তমান তাঁহাতে শমদমাদি সার্থক ও সফল হয়।

[বৈরাগ্য হইল ষট্‌সম্পত্তির সাধন এবং ষট্‌সম্পত্তি হইল মুমুক্ষুতার কারণ।]

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবত্তত্র শমাদের্ভাসমাত্রতা ॥ ৩১ ॥

যে স্থানে বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষুত্ব মৃদু, সে স্থানে শমদমাদিও মরুভূমিতে জল-প্রতীতির ন্যায় আভাসমাত্রই মনে করিতে হইবে।

[যেমন প্রচণ্ড সূর্য কিরণের সংযোগে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণা-নদী প্রতীত হয়, কিন্তু উহাতে জল থাকে না এবং পিপাসিত এক ফোটা জলও প্রাপ্ত হয় না, তেমনি মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির শমদমাদি দ্বারা কোন বিশেষ ফল হয় না এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না।]

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।

মুক্তির কারণরূপ সামগ্রীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল ভক্তি। স্বীয় বাস্তবিক

স্বরূপের অনুসন্ধানকে 'ভক্তি' কহে। কেহ "স্বাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানই ভক্তি" এই প্রকার বলিয়া থাকেন।

[নারদ-ভক্তি-সূত্রে বলা হইয়াছে "সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা"। উহা অর্থাৎ ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম।]

গুরূপসত্তি এবং প্রশ্নবিধি—

উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
উপসীদেদ্ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্ বন্ধবিমোক্ষণম্ ।

উক্ত সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসুব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীগুরুর নিকট গমন করিবেন তাহাতে তাঁহার ভব-বন্ধন নিবৃত্ত হইবে।

[গীতায় শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক হইতে ৭২ শ্লোকের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।]

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহৈতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, কামনাশূন্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইন্ধনরহিত অর্থাৎ কাষ্ঠশূন্য অগ্নির ন্যায় শান্ত, অকারণ দয়াসিন্ধু, এবং শরণাগত সজ্জনদিগেয় বন্ধু অর্থাৎ হিতৈষী, এই প্রকার গুরুর বিনীত ও বিনয় সেবার দ্বারা ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিয়া, তিনি প্রসন্ন হইলে সমীপে যাইয়া আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় এইরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্ব্যাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ৩৭ ॥

হে শরণাগতবৎসল, করুণাসাগর প্রভো! আপনাকে প্রণাম। আমি সংসার-সাগরে পতিত; আপনি আপনার সরল ও অতিশয় করুণামৃতবর্ষিণী কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।

দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যং যদহং ন জানে॥ ৩৮॥

দুর্বার অর্থাৎ যাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া অতিশয় কঠিন সেই সংসার-দাবানলে [বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণজাত অরণ্য-দহনকারী অগ্নি] দগ্ধ এবং দুর্ভাগ্যরূপ প্রবল প্রভঞ্জনদ্বারা অত্যন্ত কম্পিত এবং ভীত,আমাকে—আপনার শরণাগতকে আপনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করুন ; কেননা এইসময় আমি আপনি ছাড়া অন্য কোন শরণাগতবৎসলকে জানি না। অর্থাৎ আমি আপনার অনন্য শরণাগত আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-
নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩৯॥

আপনি স্বয়ং ভয়ঙ্কর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অপরজন-দিগকেও বিনা কারণে ভবসিন্ধু হইতে ত্রাণ করিতেছেন। আপনি লোকহিত আচরণকরতঃ অতি শান্ত মহাপুরুষ ঋতুরাজ বসন্তের ন্যায় নিবাস করিতেছেন।

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎপর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ—
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥ ৪০॥

মহাত্মাগণের স্বভাব তাঁহারা স্বয়ংই অপরের শ্রমাপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সূর্যের প্রচণ্ড তেজের দ্বারা সন্তপ্ত পৃথিবীকে চন্দ্র তাঁহার অমৃত-কিরণ-সমূহের দ্বারা স্বয়ংই শান্ত বা শীতল করিয়া দেন। এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে।

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈঃ সিতৈ-
র্যুষ্মদ্বাক্কলশোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥ ৪১॥

হে প্রভো! প্রচণ্ড সংসার-দাবাগ্নির ভীষণ জ্বালাদ্বারা সন্তপ্ত এই দীন শরণাপন্নকে আপনি আপনার ব্রহ্মানন্দরসানুভবের দ্বারা পরমপবিত্র, সুশীতল, নির্মল এবং বাক্‌রূপী সুবর্ণকলশ হইতে নির্গত এবং শ্রবণসুখপ্রদ বচনামৃতদ্বার' সিঞ্চন করুন অর্থাৎ তাপ শান্ত করুন, শীতল করুন। এই জগতেই তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা আপনার একটিমাত্র ক্ষণের করুণাময় দৃষ্টিপথের পাত্র হইয়া আপনার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদিগকে আপনি দয়া করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন।

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎকৃপয়াব মাং ভোঃ
সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব॥ ৪২॥

আমি এই ভবসাগর হইতে কি প্রকারে পার হইব? আমার কি গতি হইবে? ভবসিন্ধু পারের উপায় কি?—এই সকল আমি কিছুই জানি না। হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার সংসাররূপ-দুঃখ বিনাশের প্রতিবিধান করুন।

[এইভাবে শিষ্য নিজের অসহায় স্থিতি গুরুর চরণে নিবেদন করিবেন।]

উপদেশ-বিধি—

তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং
সংসারদাবানলতাপতপ্তম্।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা
দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা॥ ৪৩॥

এই প্রকার আর্ত হইয়া প্রার্থনা করিতে দেখিয়া শরণাগত এবং সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত আপন শিষ্যকে মহাত্মা শ্রীগুরু করুণাময়ী দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া সহসা (অকস্মাৎ) তাহাকে অভয় প্রদান করিবেন।

বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীয়ুষে
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্যাৎ॥ ৪৪॥

শরণাগত মুমুক্ষু, আজ্ঞাপালনকারী, প্রশান্তচিত্ত, শমদমাদি ষট্-সম্পত্তিসম্পন্ন সাধু শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া এইভাবে তত্ত্বোপদেশ করিবেন।

[এই স্থানে গুরুর কর্তব্য বলা হইল। যদ্যপি ব্রহ্মবেত্তা মহাত্মা আপ্তকাম হইবার দরুন তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি লোক-সংগ্রহের জন্য অধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবেন। অধিকারীকে তত্ত্বোপদেশ করিলে ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষা হইয়া থাকে এবং গুরু শিষ্য পরম্পরা যথোচিতভাবে চলিতে থাকে। ধারা নষ্ট হয় না।]

শ্রীগুরুরুবাচ

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥ ৪৫॥

শ্রীগুরু বলিলেন—হে বিদ্বন্! তুমি ভয় করিও না, তোমার নাশ হইবে না। সংসার-সাগর হইতে ত্রাণের উপায় আছে। যে পথকে অবলম্বন করিয়া যতিগণ ইহাকে পার (অতিক্রম) করিয়াছেন, সেই মার্গ আমি তোমাকে নির্দেশ করিতেছি।

[ইহা কোন নূতন পথ নহে, ইহা পরীক্ষিত পথ। এই পথকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ববর্তী সাধকগণ গুরুর নির্দেশমত চলিয়া ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছেন, অতএব তুমিও এই পথ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সংসারসিন্ধু পার হইয়া যাইবে। ভয় করিও না।]

অস্ত্যুপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসরভয়নাশনঃ।
যেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৬॥

সংসারভয় বিনাশের এক অসাধারণ (মহান্) উপায় আছে, যাহা দ্বারা তুমি ভবসাগর পার করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে।

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৭॥

বেদান্ত-বাক্যের অর্থ বিচার করিলে উত্তম জ্ঞান হয়, যাহা হইতে সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক (সম্পূর্ণরূপে) নাশ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতুন্বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য
মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও যোগ ইহাদিগকে ভগবতী শ্রুতি মুমুক্ষুর মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু বলিতেছেন। যিনি এই সকলে স্থিতিলাভ করেন তাঁহার অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় অর্থাৎ তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব
হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্বিবেকোদিত-বোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥ ৪৯ ॥

তুমি স্বয়ং পরমাত্মা, তোমার যে অনাত্ম-বন্ধন ইহা অজ্ঞান প্রসূত এবং উহাতেই তোমার জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব উহার অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকদ্বারা উৎপন্ন বোধরূপ অগ্নি অজ্ঞানের কার্যরূপ সংসারকে মূল সহিত ভস্মীভূত করিয়া দিবে।

[ইহাকে সংক্ষেপে বলা যায়, সংসৃতি অর্থাৎ সংসার, ইহার কারণ অনাত্ম-বন্ধন, অনাত্মবন্ধনের কারণ অজ্ঞান, অজ্ঞান নিবৃত্তির উপায় পরমাত্মবোধ। এই পরমাত্মবোধ আত্মানাত্মার বিবেকদ্বারা হইয়া থাকে। অজ্ঞানের বন্ধন জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্তি হইতে পারে। প্রকাশের দ্বারাই অন্ধকার দূর হয়, অন্য কোন উপায়ে ইহা হইবার নহে।]

প্রশ্ন-নিরূপণ—

শিষ্য উবাচ

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্ প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
তদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ ॥ ৫০ ॥

শিষ্য বলিলেন—হে স্বামিন্! আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব।

[শিষ্যের প্রশ্নের বাণী ও সরলতার মধ্যে তাহার তীব্র মুমুক্ষুতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীগুরুর মুখ হইতে শ্রবণের বিশেষ মাহাত্ম্য। পুস্তক পড়িয়া যথার্থ জ্ঞান হয় না সত্য, তবে পরোক্ষ জ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে।]

কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ
কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা
তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

বন্ধন কি? ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার স্থিতি কি প্রকার? ইহা হইতে মুক্তি কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? অনাত্মা কি এবং পরমাত্মাই বা কি? এবং উহাদের বিবেক কেমন করিয়া হয়? আপনি কৃপা করিয়া এই সকল বলুন।

[শিষ্য এক সাথে সাতটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে। প্রকৃত মুমুক্ষুর এই জাতীয় প্রশ্নই স্বাভাবিক।]

শিষ্য-প্রশংসা—

শ্রীগুরুরুবাচ

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥

শ্রীগুরু বলিলেন—তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তোমার দ্বারা তোমার কুল পবিত্র হইয়া গেল; কারণ, তুমি অবিদ্যারূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ।

[একটি অতি প্রসিদ্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসচ্চিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

তাঁহার কুল পবিত্র হয়, জননীর মাতৃপদ সফল হয়, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয় যাঁহার চিত্ত পরব্রহ্মস্বরূপে অসীম-আনন্দ-সাগরে লীন হইয়া যায়। অতএব শিষ্য যে উত্তম অধিকারী তাহা গুরুর কথাতেই প্রমাণ হইতেছে।]

স্ব-প্রযত্নের প্রধানতা –

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥ ৫৩॥

পিতৃ-ঋণ পরিশোধ তো পুত্রাদির দ্বারাও হইয়া থাকে, কিন্তু ভববন্ধন হইতে মুক্তি আপনি (স্ব) ভিন্ন অপর কেহ দিতে পারে না।

[নিজের কল্পিত বন্ধন নিজেকেই পুরুষকার দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে। ইহা অপর কাহারও দ্বারা হইবার নহে।]

মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্যতে।
ক্ষুদাদিকৃতদুঃখং তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥ ৫৪॥

মস্তকোপরি রক্ষিত ভারের দুঃখ অপর কেহ দূর করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির দুঃখ স্বয়ং ব্যতীত অপর কেহ মিটাইতে সক্ষম নহে।

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্মণা॥ ৫৫॥

অথবা যে রোগী পথ্য ও ঔষধ সেবন করে সে আরোগ্যলাভ করে, ইহা দেখা যায়। অপর কেহ ঐ সকল করিলে কেহ রোগমুক্ত হয় না।

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা
স্বেনৈব বেদ্যং ননু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্॥ ৫৬॥

বিবেকী পুরুষ বস্তুর স্বরূপ স্বয়ং এবং আপন জ্ঞাননেত্রের দ্বারাই জ্ঞাত হয়েন, অন্য কোন পণ্ডিতের দ্বারা জানেন না। চন্দ্রের স্বরূপ-দর্শন নিজের চক্ষু-দ্বারাই করিতে হয়। অপরের নেত্রের দ্বারা কি কখন উহা জানা যাইতে পারে।

[পরমাত্মার সহিত স্বীয় অভিন্ন স্বরূপ আপন নির্মল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই দর্শন হয়, অপর কোন পণ্ডিতের নেত্রদ্বারা হয় না। ব্রহ্ম স্বয়ংবেদ্য বস্তু উহার অপরোক্ষ অনুভব নিজেকেই করিতে হয়। অপরের কথাদ্বারা কিংবা বুদ্ধিদ্বারা ঠিক ঠিক বোধ হয় না।]

অবিদ্যাকামকর্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৫৭॥

অবিদ্যা, কামনা ও কর্মাদিরূপ জালের বন্ধনকে স্বয়ং ব্যতীত অন্য কেহ শতকোটি কল্পেও ছেদন করিতে সক্ষম হয় কি ?

[ব্রহ্মার এক অহোরাত্র ৮৬৪ কোটি বৎসরে হইয়া থাকে। ইহাকে এক কল্পও বলা হয়। এই প্রকার শতকোটি কল্পেও অবিদ্যা, বাসনা ও কর্মাদির পাশ বা বন্ধন অপর কেহ ছেদন করিতে পারে না। নিজেকেই এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। সার কথা হইল—আত্ম-পুরুষার্থ ভিন্ন এই অজ্ঞানপাশ ভঞ্জন হইবার নহে।]

আত্মজ্ঞানের মহত্ত্ব—

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা ॥ ৫৮ ॥

মুক্তি না যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়, না সাংখ্য দ্বারা, না কর্মের দ্বারা আর না বিদ্যার দ্বারা। উহা কেবল ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার একতা জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে, অপর কোন প্রকারে হয় না।

[এখানে আচার্যপাদ বিদ্যা বলিতে সাধারণ লৌকিক বা অর্থকরী বিদ্যাকেই লক্ষ্য করিতেছেন, ব্রহ্মবিদ্যাকে নহে।]

বীণায়া রূপসৌন্দর্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥
বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ ৬০ ॥

যেমন বীণার রূপসৌন্দর্য ও তন্ত্রীবাদনের সুন্দর কৌশল মনুষ্যের মনোরঞ্জনেরই কারণ হইয়া থাকে, উহার দ্বারা কোন সাম্রাজ্যলাভ হয় না ; তদ্রূপ বিদ্বান্‌দিগের বাণীর কুশলতা, শব্দের ধারাবাহিকতা, শাস্ত্রব্যাখ্যার নিপুণতা এবং বিদ্বত্তা ভোগেরই হেতু হইতে পারে, মুক্তির নহে।

[ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন, "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।" মুক্তির জন্য অন্য কোন উপায় নাই।]

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥ ৬১ ॥

পরমতত্ত্ব যদি না জানা যায় তাহা হইলে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল বা ব্যর্থ এবং জ্ঞান হইলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল বা অনাবশ্যক।

[কারণ—পরমতত্ত্ব অর্থাৎ স্ব-স্বরূপকে জানা হইলে শাস্ত্রাধ্যয়নের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্যই এই সকলের আবশ্যকতা। পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের এখানে শাস্ত্রনিন্দার অভিপ্রায় নহে, তিনি ইহা বলিয়াছেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিলক্ষণতা জ্ঞাপন করিবার জন্য।]

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাত্তত্ত্বমাত্মনঃ॥ ৬২ ॥

শব্দজাল তো চিত্তকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষে বৃহৎ বন, সেইজন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার নিকট হইতে যত্নপূর্বক আত্মতত্ত্ব জানিয়া লওয়া কর্তব্য।

[কেবল শাস্ত্র জানিলেই কার্য সমাপ্তি হয় না, পথ দেখাইবার জন্য শ্রীগুরুর আবশ্যকতা আছে। যথার্থ তত্ত্ববোধ গুরুর উপদেশই হইয়া থাকে। সেই জন্য গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।' যিনি যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান পাওয়া যায়।]

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ॥ ৬৩ ॥

অজ্ঞানরূপ সর্পের দ্বারা যিনি দষ্ট বা দংশিত তাহার ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ঔষধ ব্যতীত বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র এবং ঔষধের দ্বারা কি লাভ হইবে?

[অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশেরই প্রয়োজন, অন্য কোন উপায়ে উহা অপসরণ করা সম্ভব নহে। ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। অতএব মুমুক্ষুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বতোভাবে যত্নবান্ হওয়া উচিত।]

অপরোক্ষানুভবের আবশ্যকতা—

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ ৬৪ ॥

ঔষধ না খাইয়া কেবল ঔষধ, ঔষধ (শব্দ) উচ্চারণ করিলে যেমন রোগ যায় না, তেমনি অপরোক্ষানুভব বা প্রত্যক্ষানুভব বিনা কেবল "আমি ব্রহ্ম", "আমি ব্রহ্ম" মুখে বলিলেই কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্॥ ৬৫ ॥

দৃশ্য-প্রপঞ্চ বিলয় বিনা এবং আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন কেবল বাহ্যশব্দের দ্বারা কি মানবের মুক্তি হইতে পারে? বাহ্যশব্দের ফল তো কেবল উচ্চারণ মাত্রই। উহাদ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না।

[একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে এই বিষয়টি সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে—

কুশলা ব্রহ্মবার্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তে হ্যজ্ঞানিতমা নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥

অপরোক্ষানুভূতিঃ ॥ ১৩৩ ॥

যে ব্রহ্মবিষয়ক বার্তায় কুশল, কিন্তু ব্রহ্মাকারাবৃত্তি হইতে রহিত এবং রাগ-যুক্ত বা আসক্ত সেই পুরুষ অজ্ঞানী হইয়া থাকে এবং বারবার মরে এবং জন্মায়।]

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৬॥

শত্রুদিগের বধ বিনা এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীমণ্ডলের ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি ভিন্ন, কেবল "আমি রাজা," "আমি রাজা" মুখে বলিলে কেহ কখনও রাজা হইয়া যায় না।

[রাজা হইতে হইলে শত্রুদিগের বধ এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীর ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অতএব শত্রুরূপ দৃশ্যের বিলয় বিনা এবং ঐশ্বর্যরূপ আত্ম-তত্ত্বের অপরোক্ষানুভব বিনা মুক্তি সিদ্ধ হয় না।]

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরিশিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতিং
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃশব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে
মায়াকার্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

(মাটির নীচে লুক্কায়িত ধন প্রাপ্তির জন্য যেমন) কোন বিশ্বস্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকা খনন ও কাঁকর পাথর অপসারণের আবশ্যকতা হয়—কেবল মুখের কথায় যেমন ধন বাহির হইয়া আসে না, ঠিক সেইরকম সকল মায়িক-প্রপঞ্চশূন্য নির্মল আত্মতত্ত্বও ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপদেশ এবং উহার মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল মুক্তির আড়ম্বরের দ্বারা উহা পাওয়া যায় না।

[শ্রুতি বলিতেছেন—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"। কেবল তর্কের দ্বারা ব্রহ্মাকার-বৃত্তি ত্রিকালেও প্রাপ্তি হয় না।]

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥

সেইজন্য রোগাদির মতন ভব-বন্ধনের নিবৃত্তির হেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বয়ং চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন-বিচার—

যস্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

তুমি যে আজ প্রশ্নোত্থাপন করিয়াছ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উহার প্রশংসা করেন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যদ্যপি উহা সূত্রাকারে অর্থাৎ সংক্ষেপে হইয়াছে, তথাপি উহা গম্ভীর অর্থযুক্ত এবং মুমুক্ষুগণের জানিবার বিষয় বা যোগ্য।

[প্রশ্ন-কর্তা যে উত্তম অধিকারী তাহা এই শ্লোকে দর্শিত হইল।]

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্যতে।
তদেতচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৭০ ॥

হে বিদ্বন্! আমি যাহা বলিতেছি তাহা তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে অচিরেই তুমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

[গুরু স্বয়ং যে উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইয়াছেন সেই শ্রবণ, মননাদি কথাই এত নিশ্চয়তার সহিত বলিতেছেন।]

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা
ন্যাসঃপ্রসক্তাখিলকর্মণাং ভৃশম্ ॥ ৭১ ॥

ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং সতত্ত্ব-
ধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বা-
নিহৈব নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

মুক্তির প্রথম হেতু অনিত্যবস্তুসমূহে অত্যন্ত বৈরাগ্য, ইহা শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে। তাহার পর শম অর্থাৎ মনঃসংযম, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা এবং সম্পূর্ণ আসক্তিযুক্ত কর্মের সর্বপ্রকারে ত্যাগ। তৎপশ্চাৎ মুক্তি অভিলাষী মুনি অর্থাৎ মননশীল সাধু ব্যক্তি শ্রবণ, মনন এবং চিরকাল নিত্য-নিরন্তর আত্মতত্ত্বের ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে সেই বিদ্বান্ পরম নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণসুখের অধিকারী হইবেন।

[সাধন কি ভাবে এবং কত কাল করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (পাতঞ্জল দর্শন। সমাধিপাদ—১৪।) বহুকাল ধরিয়া আদর সহকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টার ফলে অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।]

যদ্বোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মানাত্মবিবেচনম্।
তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মন্যবধারয় ॥ ৭৩ ॥

যে আত্মানাত্মবিবেক এখন তোমার জানা প্রয়োজন তাহা আমি বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর এবং চিত্তে অবধারণ কর।

[কেবল শ্রবণ করিলেই হইবে না উহা মনন করিয়া হৃদয়ে যত্নপূর্বক ধারণ করিতে হইবে।]

স্থূল শরীরের বর্ণন—

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্ম-
ত্বগাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-
রঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ ॥ ৭৪ ॥
অহংমমেতি প্রথিতং শরীরং
মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্যতে বুধৈঃ।
নভোনভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ
সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৫ ॥
পরস্পরাংশৈর্মিলিতানি ভূত্বা
স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।
মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি
শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ ॥ ৭৬ ॥

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, চর্ম ও ত্বক্—এই সপ্ত ধাতু হইতে নির্মিত চরণ, উরু, বক্ষস্থল, ভুজ, পীঠ ও মস্তকাদি অঙ্গোপাঙ্গযুক্ত "আমি এবং আমার" রূপ যে প্রসিদ্ধ মোহের আশ্রয়রূপ দেহ, উহাকে বিদ্বানেরা "স্থূল শরীর" কহেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর এই সকল সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান। ইহাদিগের অংশ পরস্পরের মিলন হইতে স্থূল হইয়া স্থূল শরীরের কারণ হইয়া থাকে। ইহাকে শাস্ত্রে "পঞ্চীকরণ" নামে অভিহিত করিয়াছে। এই সকলের তন্মাত্রাদি- (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ সূক্ষ্ম অমিশ্র ভূতপঞ্চক ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—পঞ্চভূতের এই গুণপঞ্চক। সাঙ্খ্যদর্শনে ইহাকে তন্মাত্র কহে।) সমূহ ভোক্তা জীবের সুখের জন্য শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হয়।

[পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চতন্মাত্রা এই প্রকার :—আকাশের তন্মাত্রা শব্দ, বায়ুর তন্মাত্রা স্পর্শ, অগ্নির তন্মাত্রা রূপ, জলের তন্মাত্রা রস এবং পৃথিবীর তন্মাত্রা গন্ধ। এই পঞ্চ তন্মাত্রাসমূহকে ক্রমশঃ শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করে।]

য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা
রাগোরুপাশেন সুদুর্দমেন।
আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ ঊর্ধ্বমুচ্চৈঃ
স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ॥ ৭৭॥

যে সকল মূঢ় এই সমস্ত বিষয়ে রাগ বা আসক্তিরূপ সুদৃঢ় এবং বিস্তৃত বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায় তাহারা আপন কর্মরূপ দূতের দ্বারা বেগে চালিত হইয়া অনেক উত্তমাধম যোনিসমূহে গমনাগমন করে।

[পুণ্য কর্মের প্রভাবে উচ্চ স্বর্গাদি লোকে এবং পাপ কর্মের ফল দুঃখ ভোগের জন্য নিম্ন লোকাদিতে গমন করে, কিন্তু গমনাগমন হইতে নিষ্কৃতি পায় না।]

বিষয়-নিন্দা—

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীন—
ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্॥ ৭৮॥

আপন আপন স্বভাব অনুসারে পঞ্চ বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে এক একটির দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া হরিণ, হস্তি, পতঙ্গ, মৎস্য, ও ভ্রমর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মানব একাধারে এই পঞ্চ বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে ?

[বিষয়ানুরাগী জীবের বিবেক হয় না, সেইজন্য বিষয় উহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। হরিণ শব্দের দ্বারা, হস্তি স্পর্শের দ্বারা, পতঙ্গ রূপের দ্বারা, মীন রসের দ্বারা এবং ভ্রমর গন্ধের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখন এক-একটি বিষয় এক-একটি জীবের অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, তাহা হইল পঞ্চ-বিষয়-সেবী মূঢ় মনুষ্যের কি গতি হইবে ?]

দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥

সর্বপ্রকার দোষের মধ্যে বিষয় কাল-সর্পের অর্থাৎ কেউটে সাপের বিষ হইতেও অধিক তীব্র। কেন না, বিষ তো কেবল ভক্ষণকারীকেই বিনষ্ট করে, কিন্তু বিষয় বিষ তো দর্শনকারীকেও ছাড়ে না।

[অপি শব্দের দ্বারা এখানে সর্বপ্রকার বিষয়কে বলা হইল]

বিষয়াশামহাপাশাদ্যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্‌শাস্ত্রবেদ্যপি ॥ ৮০ ॥

যে বিষয়সমূহের আশারূপ কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই কেবল মোক্ষের ভাগী হয়, অন্য কেহ ষড়্‌দর্শনের পণ্ডিত হইলেও হয় না।

[সার কথা হইল ষড়্‌দর্শনের অর্থাৎ ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত), সাঙ্খ্য ও যোগের পণ্ডিত হইয়াও যদি বিষয়সমূহের আশারূপ কঠিন বন্ধনে বদ্ধ হয় তাহা হইলে সে কখনও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার বিনা এবং অধ্যাত্মবিচার সম্পন্ন ব্যতীত স্বরূপে স্থিতি কোন প্রকারেই সম্ভব নহে।]

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিয়াতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
বিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ ॥ ৮১ ॥

সংসার-সাগর হইতে পার হইবার জন্য উদ্যত ক্ষণিক বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু-গণকে আশারূপ কুম্ভীর অতি বেগের সহিত মধ্য পথেই বাধা দিয়া গলা ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়।

[অত্যন্তবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, আপাত বা ক্ষণিক বৈরাগ্যবান্ নহে।]

বিষয়াখ্যগ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যুহবর্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

যিনি বৈরাগ্যরূপ খড়্গদ্বারা বিষয়বাসনারূপ কুম্ভীরকে হনন করিয়াছেন, তিনিই নির্বিঘ্নে ভবসমুদ্রের অপর পারে যাইতে পারেন।

[এই শ্লোকে আচার্য শ্রীশঙ্কর বৈরাগ্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বিষয় হইতে বৈরাগ্য না হইলে মুক্তি সুদূরপরাহত।]

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ
প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ বিদ্ধি।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮৩ ॥

মনে রাখিও—বিষয়রূপ ভীষণ পথের পথিকের মলিন বুদ্ধিকে পদে পদে মৃত্যু আক্রমণ করে। ইহাও যথার্থ বুঝা উচিত হিতৈষী, সজ্জন এবং গুরুর কথনানুসারে যিনি আত্মযোগ পথে গমন করেন সেই ব্যক্তির ফলসিদ্ধি হইয়াই থাকে।

[গুরূপদিষ্ট সাধনের দ্বারাই বাঞ্ছিত ফললাভ হয়, মনঃকল্পিত উপায়ে কখনও ফলসিদ্ধি হয় না।]

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জব—
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ ॥ ৮৪ ॥

যদি তোমার মুক্তির ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বিষয়কে বিষের মত দূর হইতেই ত্যাগ কর এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শম, দম, এই সকলকে অমৃতের ন্যায় নিত্য আদরপূর্বক সেবন কর।

দেহাসক্তির নিন্দা—

অনুক্ষণং যৎপরিহৃত্য কৃত্য-
মনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোঽয়মমুষ্য পোষণে
য সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি॥ ৮৫॥

যে অনাদি অবিদ্যাকৃত বন্ধনের পরিত্যাগরূপ স্বীয় কর্তব্য ত্যাগ করিয়া প্রতিক্ষণ এই অপরের ভোগ্যরূপ দেহের পোষণেই সর্বদা নিযুক্ত থাকে সে আপন এই প্রবৃত্তির দ্বারা নিজেই নিজের হনন করে।

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স ইচ্ছতি॥ ৮৬॥

যে আপন শরীরপোষণে রত থাকিয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে সে মনে করে কাষ্ঠবুদ্ধিতে কুম্ভীরকে ধরিয়া নদী পার হইয়া যাইব।

[কুম্ভীরকে আশ্রয় করিয়া যেমন নদী পার হওয়া যায় না তেমনি আপন শরীরপোষণে সদা যত্নবান্ থাকিয়া কেহ কখনও আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না।]

মোহ এব মহামৃত্যুর্মুমুক্ষোর্বপুরাদিষু।
মোহো বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি॥ ৮৭॥

দেহাদিতে মমতা রাখাই মুমুক্ষুগণের পক্ষে মহামৃত্যু। যে মোহকে পরাজিত করিয়াছে সেই মুক্তিপদের প্রকৃত অধিকারী।

[অনাত্ম শরীরে যে আত্মবুদ্ধি, ইহাই মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই যত অনর্থের বা বন্ধনের মূল কারণ।]

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮৮॥

দেহ, স্ত্রী এবং পুত্রাদিতে মমতারূপ মহামৃত্যুকে ত্যাগ কর; এই মোহকে জয় করিয়া মুনিজন ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্থূল শরীর—

ত্বঙ্‌মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।
পূর্ণমূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ॥ ৮৯॥

ত্বক্, মাংস, রক্ত, স্নায়ু (শিরা), মেদ, মজ্জা এবং অস্থিসমূহ এবং মলমূত্র-দ্বারা পরিপূর্ণ এই স্থূলদেহ অতিশয় নিন্দনীয়।

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্বকর্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।
অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ॥ ৯০॥

পঞ্চীকৃত স্থূলভূতসমূহ হইতে এবং পূর্ব-কর্মানুসারে উৎপন্ন এই শরীর আত্মার (জীবাত্মার) স্থূল ভোগায়তন অর্থাৎ ভোগের আধার। জাগ্রদবস্থাতে এই সকল স্থূল পদার্থের অনুভব হয়।

[মহর্ষি শ্রীপতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের একটি সূত্রে বলিয়াছেন, "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" সাধনপাদঃ ১৩। কর্মের বিপাক হইতে জাত, আয়ুঃ ও ভোগ হইয়া থাকে।]

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং
স্রক্‌চন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপাম্।
করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা
তস্মাৎ প্রশস্তির্বপুষোঽস্য জাগরে॥ ৯১॥

শরীরের সহিত আত্মার তদাত্মতা বা একতা হওয়ায় জীব মালা, চন্দন এবং বনিতাদি নানা প্রকার স্থূল পদার্থাদির বাহ্যেন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ করে। এইজন্য জাগ্রৎ-অবস্থাতে এই স্থূল দেহের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

[মালা, চন্দন ও বনিতা বা স্ত্রী বলাতে এখানে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু যথা ভোজন, বসন, ভূষণ, গাড়ী, বাগান ইত্যাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থাতে যেমন স্থূল দেহের প্রধানতা তেমনি স্বপ্নাবস্থায় বাসনাময়শরীর বা তৈজসশরীরের প্রধানতা হইয়া থাকে।]

সর্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনঃ॥ ৯২॥

যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবের সম্পূর্ণ বাহ্যজগতের প্রতীতি হয়, গৃহস্থের গৃহের তুল্য তাহাকেই স্থূলদেহ জানিও।

[জীবের সমস্ত জগতের আধার হইতেছে তাহার দেহ। যদি দেহ হইতে আত্মবুদ্ধি চলিয়া যায়, তাহা হইলে বাহ্যসংসারের নিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া

থাকে। আত্মীয়-স্বজন, জন্ম-মৃত্যু, জরাব্যাধি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রভৃতি সকলই এই স্থূলশরীরকে অবলম্বন করিয়া থাকে।]

স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্মাঃ
স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা বহুধা যমাঃ স্যুঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ॥ ৯৩॥

স্থূলদেহেরই জন্ম, জরা, মরণ ও স্থূলতা প্রভৃতি ধর্ম, বাল্যাদি নানা-প্রকার অবস্থা, বর্ণাশ্রমাদির নিমিত্ত বহু নিয়ম ও ইন্দ্রিয়সংযম, এবং পূজা, সম্মান ও অপমানাদি প্রভৃতি।

[এই স্থূল-দেহটাকে লইয়াই এই সব। উচ্চ আসনে বসান, গুণগান করা, এই সব বিশেষ ব্যবস্থা স্থূল-শরীরকেই করা হয়, আত্মাকে নহে। আত্মা এই সব হইতে অতীত, তাহার না আছে জন্ম, না আছে জরা, আর না আছে তাহার মৃত্যু। সে না স্থূল আর না সে কৃশ, তাহার কোন আকারই নাই। তাহার কোন বাল্যাদি অবস্থাও নাই, আর না সে কোন নিয়মাদির অধীন।

দশ ইন্দ্রিয়—

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষি
ঘ্রাণং চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদং গুদমপ্যুপস্থঃ
কর্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্মসু॥ ৯৪॥

কর্ণ, ত্বক্‌, নেত্র, নাসিকা এবং জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কেন না ইহাদিগের দ্বারা বিষয়সমূহের জ্ঞান হয়। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, কারণ ইহাদিগের স্বাভাবিক গতি কর্মের দিকে।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়—

নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনোধী-
রহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্তু সঙ্কল্পবিকল্পনাদিভি-
র্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্মতঃ॥ ৯৫॥

অত্রাভিমানাদহমিত্যহঙ্কৃতিঃ
স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্ ॥ ৯৬ ॥

আপন আপন বৃত্তির ভেদে অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চারি নামে কথিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প—বিকল্পের কারণ "মন", পদার্থের নিশ্চয় করণের হেতু "বুদ্ধি", "অহং-অহং" অর্থাৎ "আমি, আমি" এই প্রকার অভিমান হওয়ায় "অহংকার" এবং স্বার্থানুসন্ধানগুণের অর্থাৎ আপন ইষ্টচিন্তার হেতু "চিত্ত" নামে অভিহিত করা হয়।

[অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণাংশ মিলিয়া অন্তঃকরণের নির্মাণ হইয়া থাকে। অন্তঃ ইহার অর্থ ভিতর এবং করণের অর্থ জ্ঞানের সাধন। অতএব অন্তঃকরণের অর্থ হইল যাহাদ্বারা ভিতরের জ্ঞান হয়। অন্তঃকরণের পরিণামকে বৃত্তি কহে।]

পঞ্চপ্রাণ—

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্বিকৃতিভেদাৎসুবর্ণসলিলাদিবৎ ॥ ৯৭ ॥

আপন বিকারের দ্বারা অর্থাৎ আপন বিশিষ্টাকারের জন্য সুবর্ণই যেমন হার, কুণ্ডল, বলয়াদি এবং জলই বরফ, বাষ্পাদি হইয়া থাকে তেমনি এক প্রাণই বৃত্তির ভেদে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয়।

[এক প্রাণই বিভিন্ন কর্মের হেতু হইবার দরুন পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করে। প্রাণের কর্ম অন্ন-প্রবেশন, অপানের কর্ম মলমূত্রনিঃসারণ, ব্যানের কর্ম চক্ষুর নিমেষ প্রভৃতি, উদানের কর্ম কথা কহা এবং সমানের কর্ম অন্ন পরিপাক করা।]

সূক্ষ্ম শরীর—

বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ
প্রাণাদিপঞ্চাভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্মণী
পুর্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ ॥ ৯৮ ॥

বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ,

আকাশাদি পঞ্চ ভূত, বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম অর্থাৎ বাসনা এবং কর্ম ইহা পুর্য্যষ্টক বা সূক্ষ্ম-শরীর নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং
লিঙ্গং ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
সবাসনং কর্মফলানুভাবকং
স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ ॥ ৯৯ ॥

এই সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বাসনাযুক্ত হইয়া কর্মফলের অনুভব করে। স্বস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ ইহা আত্মার অনাদি উপাধি। [অমিশ্রিত ভূতগণকে এখানে "অপঞ্চীকৃত ভূতগণ" বলা হইয়াছে। বেদান্তে এই ভূতগণের মিশ্রণের একটা বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন—

	পৃথিবী	জল	অগ্নি	বায়ু	আকাশ		মোট
পৃথ্বীতত্ত্ব=	॥০	+৵০	+৵০	+৵০	+৵০	=	১৬ আনা
জলতত্ত্ব =	৵০	+॥০	+৵০	+৵০	+৵০	=	১৬ আনা
অগ্নিতত্ত্ব=	৵০	+৵০	+॥০	+৵০	+৵০	=	১৬ আনা
বায়ুতত্ত্ব =	৵০	+৵০	+৵০	+॥০	+৵০	=	১৬ আনা
আকাশতত্ত্ব=	৵০	+৵০	+৵০	+৵০	+॥০	=	১৬ আনা

স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা
স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।
স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ—
কালীননানাবিধবাসনাভিঃ।
কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে
যত্র স্বয়ংজ্যোতিরয়ং পরাত্মা ॥ ১০০ ॥

স্বপ্ন ইহার ভেদবোধক অবস্থা যাহাতে ইহা স্বয়ংই কেবল অবশিষ্টরূপে প্রতীয়মান বা ভাসিত হয়। কিন্তু স্বপ্নে ইহা স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা শুদ্ধ চেতনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতিভাসিত হয়। জাগ্রৎকালীন বুদ্ধি নানাপ্রকার বাসনার দ্বারা কর্তাদি ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই বিরাজ করে। এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা স্বয়ং স্ফুরিত থাকেন।

ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী
ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্মলেশৈঃ।
যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্মভি-
র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ॥ ১০১॥

বুদ্ধিই যাহার উপাধি এইরূপ সেই সর্ব-সাক্ষী-স্বরূপ, ঐ বুদ্ধিদ্বারা কৃত কিঞ্চিৎ মাত্র কর্মে লিপ্ত হয় না; কারণ উহা অসঙ্গ। অতএব সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা শুদ্ধ চৈতন্য উপাধিকৃত কর্মে কিছুমাত্র লিপ্ত হয়েন না।

সর্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।
বাস্যাদিকমিব তক্ষ্ণস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোঽয়ম্॥ ১০২॥

এই লিঙ্গদেহ চিদাত্মা পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যাপারের অর্থাৎ কর্মের করণ। যেমন সূত্রধরের (কাঠের মিস্ত্রীর) বাস্থ প্রভৃতি কাঠ কাটিবার যন্ত্র সকল। এইজন্য আত্মা অসঙ্গ। কাঠের মিস্ত্রীর অর্থাৎ ছুতারের বাটালি যেমন কাঠ কাটিয়াও নিজে অসঙ্গ থাকে তেমনি আত্মাও অসঙ্গ।

অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্মাঃ
সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।
বাধির্যমূকত্বমুখাস্তথৈব
শ্রোত্রাদিধর্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ॥ ১০৩॥

নেত্রের দোষমুক্ত অথবা নির্দোষ হইবার কারণ, অন্ধত্ব, মন্দ-দৃষ্টিশক্তি অথবা উত্তম-দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি নেত্রেরই ধর্ম; তদ্রূপ বধিরতা, মূকতা প্রভৃতিও শ্রোত্রাদিরই ধর্ম, সর্ব-সাক্ষী আত্মার ধর্ম নহে।

[আত্মা কখনও অন্ধ, বধির, মূক হয় না। এই সকল দোষ দেহেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সকল শরীরের ধর্ম, আত্মার নহে।]

প্রাণের ধর্ম -

উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎ-
প্রস্পন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
প্রাণস্য ধর্মাবশনাপিপাসে॥ ১০৪॥

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, বিজৃম্ভণ (হাই তোলা), ক্ষুৎ (হাঁচি), কম্পন এবং

লম্ফপ্রদান ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহকে তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ প্রাণাদিরই ধর্ম কহিয়া থাকেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণেরই ধর্ম, আত্মার নহে।

অহঙ্কার—

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মণি।
অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা ॥ ১০৫ ॥

শরীরের মধ্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ চিদাত্মার তেজ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ "আমিত্বের" অভিমান করতঃ স্থির থাকে।

[অর্থাৎ "আমিত্বের" অভিমান কর্তা অন্তঃকরণ আত্মা নহে। আত্মা তো সদাই নির্বিকার এবং অভিমানশূন্য।]

অহংকারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্নুতে ॥ ১০৬ ॥

ইহাকে অহঙ্কার বলিয়া জানিবে। ইহাই কর্তা, ভোক্তা এবং আমিত্বের অভিমান করে এবং ইহাই সত্ত্বাদি গুণের যোগে অবস্থাত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়।

[সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু জাগ্রদবস্থা, রজোগুণের প্রধানতায় স্বপ্নাবস্থা এবং তমোগুণের প্রবলতায় সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্যয়ে।
সুখং দুঃখং চ তদ্ধর্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥

বিষয়ের অনুকূলতায় ও প্রতিকূলতায় ইহাই সুখী এবং দুঃখী হয়। সুখ ও দুঃখ অহঙ্কারেরই ধর্ম; নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম নহে।

[বিষয় যখন ভাবের অনুকূল হয় তখন আমরা সুখ অনুভব করি এবং উহা যখন ভাবের প্রতিকূল হয় তখন আমরা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। ইহা অহংকারের ধর্ম আত্মার নহে।]

আত্মার আত্মার্থতা

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥ ১০৮ ॥

বিষয় স্বভাবতঃ নিজে প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্যই প্রিয় হইয়া থাকে; কেন না স্বভাবতঃ আত্মাই সকলের প্রিয়তম।

[এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ প্রদান করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।......"হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি জায়ার প্রিয় হন তাহা নহে, পত্নীর আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই যে পত্নী পতির প্রিয় হন তাহা নহে; পতির আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। ইত্যাদি—২।৪।৫]

তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন।
যৎসুষুপ্তৌ নির্বিষয়ে আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চ জাগ্রতি ॥ ১০৯ ॥

এই হেতু আত্মা সদা আনন্দস্বরূপ, ইহাতে কখনও দুঃখ নাই। এই কারণেই সুষুপ্তিতে বিষয়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও আনন্দের অনুভব হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য (ইতিহাস) ও অনুমান প্রমাণ বর্তমান।

[যদি আনন্দের হেতু বিষয় হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি অবস্থায়, যখন বিষয় এবং বিষয় গ্রহণকর্তা ও ইন্দ্রিয়বর্গের অভাব, তখন আনন্দ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু দেখা যায় সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইবার পর সকলেরই অনুভব হয় "আমি খুব আনন্দে ঘুমাইয়াছিলাম।" সুষুপ্তির আনন্দ অজ্ঞানাবৃত। যখন জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া যায়, সেই সময় সূর্যপ্রকাশবৎ অকথনীয় আনন্দ অনুভব হয়।]

মায়া-নিরূপণ—

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া
যয়া জগৎসর্বমিদং প্রসূয়তে ॥ ১১০ ॥

অব্যক্ত নামে বিদিতা ত্রিগুণাত্মিকা অনাদি অবিদ্যা পরমেশ্বরের যে পরাশক্তি উহাই মায়া। ইহা হইতে সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহার কার্য হইতেই ইহার অনুমান করেন।
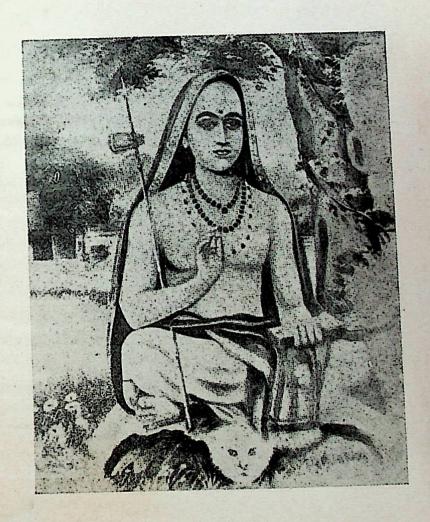
[এই জগৎ রচনা মায়া কি করিয়া করে এই সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। আমার সান্নিধ্যবশতঃ আমার দৈবী মায়া চরাচর জগতের রচনা করিয়া থাকে। ইহা না হইলে জড় প্রকৃতি কি করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবে ? জড়ের সৃজনশক্তি কোথায় ?]

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা নো
মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

ঐ মায়া সৎ নহে, অসৎও নহে এবং সদসৎ উভয়রূপও নহে ; উহা ভিন্ন নহে, অভিন্নও নহে এবং ভিন্নাভিন্ন উভয়রূপও নহে ; উহা অঙ্গসহিত নহে, অঙ্গরহিতও নহে এবং সাঙ্গানঙ্গ উভয়াত্মিকাও নহে। কিন্তু উহা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়রূপা বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহাকে বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

[যদ্যপি মায়া অনাদি তথাপি ইহা সান্ত অর্থাৎ অন্ত হয়।]

শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা
সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা
গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্যৈঃ ॥ ১১২ ॥

রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্প-ভ্রম থাকে না তদ্রূপ উহা অর্থাৎ মায়া শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। আপন আপন প্রসিদ্ধ কার্যের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ মায়ার তিন গুণ সর্বত্র সকলের সুবিদিত।

রজোগুণ—

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥ ১১৩ ॥

রজোগুণের ক্রিয়ারূপা বিক্ষেপশক্তি যাহা হইতে অনাদিকাল হইতে

সমস্ত ক্রিয়াদি হইয়া আসিতেছে এবং যাহা হইতে বিষয়ানুরাগাদি ও দুঃখাদি মনের বিকার সর্বদা উৎপন্ন হইতেছে।

কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাভ্যসূয়া-
হঙ্কারের্ষামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।
ধর্মা এতে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তি-
র্যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ (অহঙ্কার, দর্প), অসূয়া অর্থাৎ গুণে দোষ দৃষ্টি বা পরশ্রীকাতরতা, অভিমান, ঈর্ষা (দ্বেষ, হিংসা) এবং মাৎসর্য এই সকল ঘোর রজোগুণের ধর্ম। যাহা হইতে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই রজোগুণই জীবের বা মানবের বন্ধনের হেতু।

তমোগুণ—

এষা বৃত্তির্নাম তমোগুণস্য
শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে-
র্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ ॥ ১১৫ ॥

যাহার দ্বারা কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান না হইয়া অন্য প্রকারে প্রতীতি হয় তাহা হইল তমোগুণের আবরণশক্তি, তাহাই জীবের জন্ম-মরণরূপ সংসারের আদিকারণ এবং বিক্ষেপশক্তির প্রসারের হেতু অস্থিরতার বা চাঞ্চল্যের বিস্তারের হেতু।

[অজ্ঞানের দুইটি কার্য—আবরণ ও বিক্ষেপ। একটি হইল স্বরূপের আচ্ছাদন করা এবং সংসার সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টি হইল রজোগুণের দ্বারা উৎপন্ন কামক্রোধাদি ঘোর কার্যে জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া চঞ্চল করিয়া দেওয়া।]

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মার্থদৃগ্
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সম্বোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ ॥ ১১৬ ॥

তমোগুণের দ্বারা গ্রস্ত মনুষ্য অতি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, চতুর এবং শাস্ত্রের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থের জ্ঞাতা হইলেও, নানাভাবে বুঝাইলেও শাস্ত্রের প্রকৃত

তাৎপর্য বা মর্ম বুঝিতে পারে না। সে ভ্রমের দ্বারা আরোপিত পদার্থকেই সত্য বলিয়া মনে করে এবং উহারই আশ্রয় লইয়া থাকে। হায়! দুরন্ত তমোগুণের এই মহতী আবরণশক্তি বড়ই প্রবলা।

["মহতী আবরণশক্তি বড়ই প্রবলা" বলার উদ্দেশ্য ইহা প্রজ্ঞাবান্-পণ্ডিত-চতুর-অত্যন্তসূক্ষ্মার্থদৃক্‌কেও অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত বলিতে এখানে আচার্যপাদ শাস্ত্রপড়া ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছেন প্রকৃত জ্ঞানীকে নহে।]

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা-
সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং
বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥ ১১৭॥

এই আবরণশক্তির সংসর্গযুক্ত পুরুষকে অভাবনা, বিপরীতভাবনা, অসম্ভাবনা, এবং বিপ্রতিপত্তি—এই সকল তমোগুণের শক্তি রেহাই দেয় না অর্থাৎ ছাড়ে না। এবং বিক্ষেপশক্তি তাহাকে নিরন্তর সংশয়ে দোদুল্যমান রাখে।

["ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নাই" যাহা হইতে এইরূপ জ্ঞান হয় তাহাকে 'অভাবনা' বলে। "শরীরই আমি" হইল 'বিপরীতভাবনা'। "কোন বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ" 'অসম্ভাবনা' এবং "আছে কি নাই" এই প্রকার সংশয়কে 'বিপ্রতিপত্তি' কহে। প্রপঞ্চের ব্যবহার বা সাংসারিক ব্যবহার ইহাই মায়ার "বিক্ষেপশক্তি"। সত্যবস্তুকে আবৃত করিয়া মিথ্যাবস্তুকে লইয়া যে ব্যবহার তাহাই মায়ার "বিক্ষেপশক্তি"।]

অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা-
প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো নহি বেত্তি কিঞ্চি—
ন্নিদ্রালুবৎস্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥ ১১৮॥

অজ্ঞান, আলস্য, জড়তা, নিদ্রা, প্রমাদ (অনবধানতা, ভ্রান্তি), মূঢ়তাদি তমোগুণ। ইহাদ্বারাযুক্ত বা ইহার দ্বারা অধিকৃত পুরুষ কিছু বুঝিতে পারে না; সে নিদ্রালুর মতন বা স্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ অবস্থান করে।

সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইয়া রজোগুণ, তমোগুণ উভয়কে পরিত্যাগ করা

উচিৎ। রজোগুণের ধর্ম এবং তমোগুণের অজ্ঞানালস্যাদি ধর্ম বলিয়া এখন সত্ত্বগুণের ধর্ম গুরুদেব নিরূপণ করিতেছেন।

সত্ত্বগুণ—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবত্তথাপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯॥

সত্ত্বগুণ জলের মত শুদ্ধ, তথাপি রজঃ ও তমো গুণের সহিত মিলিত হইলে উহাই পুরুষের অর্থাৎ জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। ইহাতে আত্মবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্যের ন্যায় সমস্ত জড়পদার্থকে প্রকাশিত করে।

[শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্"। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।]

মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মা-
স্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০॥

অমানিত্বাদি, যমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা, দৈবীসম্পত্তি এবং অসতের ত্যাগ—এই সকল মিশ্র সত্ত্বগুণের ধর্ম।

[অমানিত্বাদি অর্থাৎ নিরভিমানতা, অদম্ভ, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, আচার্যের সেবা শুশ্রূষা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মবিনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, অনহংকার, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, রোগ প্রভৃতিতে দুঃখরূপ দোষ দেখা, অসক্তি, অভিষঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ আসক্তি ত্যাগ, প্রিয় ও অপ্রিয় মিলনে সর্বদা সমচিত্ত থাকা, ঈশ্বরে একত্বরূপ সমাধিযোগে অবিচলিত ভক্তি, সাধনার জন্য পবিত্র একান্ত দেশে অবস্থান, বিনয়ভাবরহিত সৎ সংস্কারশূন্য প্রাকৃত পুরুষগণে প্রীতির অভাব, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ, প্রয়োজন, ফলের পুনঃ পুনঃ বিচার, যম-নিয়মাদি, শ্রদ্ধা ভক্তি, মুমুক্ষুতা, দৈবী-সম্পত্তি এবং অসৎপদার্থের ত্যাগ—এই সকল মিশ্রিত সত্ত্বগুণের ধর্ম।

যম—অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ। পাতঞ্জলদর্শন—সাধনপাদ—৩০
নিয়ম—শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ঈশ্বরপ্রণিধানাদি। " " " —৩২]

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা।
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১॥

প্রসন্নতা, আত্মানুভব, পরমশান্তি, তৃপ্তি, আত্যন্তিক আনন্দ এবং পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ—এই সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম, যাহা দ্বারা মুমুক্ষু বা যাঁহারা মুক্তির ইচ্ছা করেন, এমন ব্যক্তি নিত্যানন্দরস প্রাপ্ত করিয়া থাকেন।

কারণ-শরীর—

অব্যক্তমেতৎ ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং
তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা
প্রলীনসর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২॥

এই প্রকারে তিন গুণের নিরূপণদ্বারা অব্যক্ত বা প্রকৃতির বর্ণন হইল। ইহাই আত্মার বা জীবের কারণ-শরীর। ইহার অভিব্যক্তির অবস্থা সুষুপ্তি, যাহাতে বুদ্ধির বৃত্তি সকল লীন হইয়া যায়।

সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তি-
বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ
কিঞ্চিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২৩॥

যখন সর্বপ্রকার প্রমা বা জ্ঞান শান্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধি বীজরূপে স্থির থাকে, তখন সুষুপ্তি-অবস্থা। এই অবস্থায় "আমি কিছু জানি না"—এই প্রকার প্রতীতি জগৎ প্রসিদ্ধ।

[সার কথা হইল সুষুপ্তিতে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। "আমি কিছু জানি না", ইহাও তো জানাই হইল। এই অজ্ঞানের জ্ঞানকে কে গ্রহণ করে? অজ্ঞানকে বীজাত্মারূপ-বুদ্ধিবৃত্তি সুষুপ্তিতে গ্রহণ করে। যদি

ইহা না হইত তাহা হইলে নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইবার পর আপন আপন অনুভব বলিতে সমর্থ হইত না।]

অনাত্ম-নিরূপণ—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ
সর্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলং চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্যন্তমিদং হ্যনাত্মা ॥ ১২৪ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও অহঙ্কারাদি সমস্ত বিকার, সুখাদি বিষয়, আকাশ প্রভৃতি ভূত সকল, অব্যক্ত বা প্রকৃতি পর্যন্ত নিখিল বিশ্ব—সবই অনাত্মা।

মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদি দেহপর্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মকং ত্বং বিদ্ধি মরুমরীচিকাকল্পম্ ॥ ১২৫ ॥

মায়া এবং মায়ার কার্য মহত্তত্ত্ব হইতে দেহপর্যন্ত সকলকে তুমি মরুমরীচিকার সমান অসৎ এবং অনাত্মা বলিয়া জান।

[সার কথা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর যাহা কিছু সবই অনাত্মা।]

আত্ম-নিরূপণ—

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১২৬ ॥

এখন আমি তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছি, যাহা জানিলে মনুষ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ ॥ ১২৭ ॥

অহং প্রত্যয়ের অর্থাৎ "আমি আছি" ইহার আধার-স্বরূপ কোন স্বয়ং নিত্য পদার্থ আছে, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও পঞ্চকোশাতীত।

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমমিত্যয়ম্ ॥ ১২৮ ॥

যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিন অবস্থাতে বুদ্ধি এবং উহার বৃত্তিসমূহের থাকা এবং না থাকার অবস্থাতে নিজেকে 'অহংভাবে' স্থিত জানে।

যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদিং ন তু যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২৯॥

যে স্বয়ং সকলকে দেখিতেছে; কিন্তু যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। যে বুদ্ধি ইত্যাদিকে প্রকাশিত করে, কিন্তু যাহাকে বুদ্ধ্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না।

[এই কথাই কেনোপনিষৎ বলিতেছেন "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি"। নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যাঁহার সহায়ে লোকে নয়নবৃত্তিসমূহকে অর্থাৎ দৃশ্যসমূহকে দেখে, তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। ১।৭]

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন।
আভারূপমিদং সর্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্॥ ১৩০॥

যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; কিন্তু যাঁহাকে কেহ ব্যাপ্ত করিতে পারে না এবং যাঁহার প্রকাশে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে।

[কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। ২।২।১৫। তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী প্রকাশিত হয়। তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।]

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব॥ ১৩১॥

যাঁহার সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা অর্থাৎ যাঁহার উপস্থিতিতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি প্রেরিতবৎ হইয়া আপন আপন বিষয়াদিতে বর্তমান থাকে।

অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্‌যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা॥ ১৩২॥

অহঙ্কার হইতে দেহপর্যন্ত এবং সুখাদি সমস্ত বিষয়, যে নিত্যজ্ঞান-স্বরূপের দ্বারা ঘটজ্ঞানের ন্যায় প্রতীত হয়। (তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জান।)

এষোহন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ১৩৩ ॥

ইহাই নিত্য অখণ্ডানন্দানুভবরূপ অন্তরাত্মা পুরাণপুরুষ, যাহা সদা একরূপ এবং বোধমাত্র এবং যাঁহার প্রেরণায় বাগাদি ইন্দ্রিয়নিচয় ও প্রাণ চালিত হয়। (তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে।)

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়া-
মব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ।
আকাশ উচ্চৈ রবিবৎ প্রকাশতে
স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩৪ ॥

এই সর্বাত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত অব্যক্তাকাশের মধ্যে এক পরমপ্রকাশময় আকাশ সূর্যের ন্যায় স্বীয় তেজের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎকে দেদীপ্যমান করিয়া অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশমান হইতেছে।

জ্ঞাতা মনোঽহঙ্কৃতিবিক্রিয়াণাং
দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্ ।
অয়োঽগ্নিবত্তাননুবর্তমানো
ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন ॥ ১৩৫ ॥

উহা মন ও অহঙ্কাররূপ বিকারসমূহকে এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির ক্রিয়াদিকে জানে কিন্তু স্বয়ং বিকারপ্রাপ্ত হয় না এবং ক্রিয়াদিও করে না। যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের উত্তাপ বা অগ্নি উহার সঙ্গে থাকিয়াও কিছু করে না এবং কোন প্রকার বিকারও প্রাপ্ত হয় না।

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্ধতে
ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।
বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্
ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরং স্বয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

উহা জন্মায় না, মরেও না, না বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না হ্রাস প্রাপ্ত হয় আর না

কোন প্রকার বিকারই উহার হয়। উহা নিত্য এবং এই শরীরের নাশ হইলেও উহার নাশ হয় না যেমন ঘটের নাশ হইলেও ঘটাকাশের নাশ হয় না।

[ব্রহ্ম যে ষড়্‌বিকার রহিত এই কথাই এখানে বলা হইল।]

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥ ১৩৭॥

প্রকৃতি এবং উহার বিকার হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ঐ নির্বিশেষ পরমাত্মা সৎ অসৎ সকলকে প্রকাশিত করিয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে অহংভাবে স্ফুরিত হইয়া বুদ্ধির সাক্ষীরূপে সাক্ষাৎ বিদ্যমান আছেন।

নিয়মিতমনসা ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৮॥

তুমি এই আত্মাকে সংযতচিত্ত হইয়া বিমলবুদ্ধিযোগে "ইহাই আমি"— এই প্রকার স্বীয় অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ অনুভব কর এবং এইরূপে জন্ম-মরণ তরঙ্গিত এই অপার সংসার-সাগরকে পারকরতঃ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইয়া কৃতার্থ হও।

[জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ অস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

জ্ঞানামৃতদ্বারা তৃপ্ত কৃতার্থ যোগীর কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। যদি ঐ যোগী মনে করে যে তাহার কোন কর্তব্য আছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে তত্ত্ববেত্তা নহে।]

অধ্যাস—

অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসম্পাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎসত্যনিত্যাত্মবুদ্ধ্যা
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তন্তুভিঃ কোষকৃদ্বৎ॥ ১৩৯॥

অনাত্মবস্তুতে "অহং" (আমি) এই আত্মবুদ্ধি হওয়াই জন্ম-মরণরূপ ক্লেশ প্রাপ্তির হেতু অজ্ঞান, যাহার দ্বারা জীব বা পুরুষ বন্ধন প্রাপ্ত হয়; এই অজ্ঞান হইতে জীব এই অসৎ শরীরকে সৎ মনে করে। ইহাতে আত্মবুদ্ধি হওয়ায় গুটিপোকা যেমন আপন তন্তুদ্বারা আপনার পোষণ করে তদ্রূপ এই শরীরকে বিষয়দ্বারা পোষণ, মার্জন এবং সংরক্ষণ করিয়া থাকে।

[গুটিপোকার নিজের বন্ধনের কারণ যেমন স্বীয় তন্তু, তেমনি জীবের বন্ধনের হেতু তাহার আপন শরীর। সার কথা হইল দেহে যে 'আত্মবুদ্ধি' বা 'আমিজ্ঞান' ইহাই হইল জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ।]

অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো নিপতিত সমাদাতুরধিক-
স্ততো যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে ॥ ১৪০ ॥

বিবেক না হইবার কারণ সর্পে যেমন রজ্জু-বুদ্ধি হইয়া থাকে, তেমনি মূঢ় ব্যক্তির তমোগুণের হেতু এক বস্তুতে অপরবস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহাদি যে অসৎ বস্তু তাহাতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকারের যাহার বুদ্ধি তাহাকেই অনর্থাদি—অর্থাৎ অমঙ্গলাদি, বিপদাদি আসিয়া আক্রমণ করে। অতএব হে সখে। শ্রবণ, কর, এই যে 'অসদ্‌গ্রাহ' অর্থাৎ অসত্যকে সত্য প্রতীতি, ইহাই বন্ধন।

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা
স্ফুরন্তমাত্মানমনন্তবৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা
তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বম্॥ ১৪১ ॥

অখণ্ড (পরিপূর্ণ), নিত্য (চিরস্থায়ী, অক্ষয়) এবং অদ্বয় (অদ্বিতীয়) বোধশক্তির দ্বারা স্ফুরিত বা প্রকাশিত হইয়া অখণ্ডৈশ্বর্যসম্পন্ন আত্মতত্ত্বকে এই তমোময়ী আবরণশক্তি এ প্রকারে ঢাকিয়া ফেলে যেমন সূর্যমণ্ডলকে রাহু আবরণ করে।

[সূর্যমণ্ডলকে একটা ছায়া আবরণ করিতে পারে না, আবরণ করে আমাদের দৃষ্টিকে, তদ্রূপ অনন্ত প্রকাশময় আত্মতত্ত্বকে তমোময়ী আবরণশক্তি ঢাকিতে পারে না, ঢাকিয়া ফেলে আমাদের দৃষ্টিকে। যেমন সূর্য-মণ্ডলকে

রাহু কিছু ক্ষণের জন্য ঢাকার মত করে, পরে সরিয়া গিয়া মুক্ত করিয়া দেয়, সেই প্রকার অজ্ঞানের দ্বারা কিছু ক্ষণের জন্য অনন্ত প্রকাশময় আত্মতত্ত্বকে ঢাকার মত করিয়া ফেলে, জ্ঞানের উদয়েই অজ্ঞানরূপ আচ্ছাদন চিরতরে পলায়ন করে।]

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
ননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি॥ ১৪২ ॥

অতি নির্মল তেজোময় আত্মতত্ত্ব তিরোভূত অর্থাৎ অদৃশ্য হইলে পুরুষ অনাত্ম দেহকেই মোহবশতঃ "আমি" বলিয়া মনে করে। তখন রজোগুণের বিক্ষেপ নামক অতি প্রবল শক্তি কাম-ক্রোধাদি স্বীয় বন্ধনকারী গুণের দ্বারা উহাকে ব্যথিত করে।

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতাত্মাবগমনো
ধিয়ো নানাবস্থাঃ স্বয়মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া।
অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ॥১৪৩॥

তখন ইহার নানা প্রকারের নীচ বা কুৎসিতগতি প্রদায়ক কুমতি জীবকে বিষয়রূপ বিষের দ্বারা পরিপূর্ণ এই অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে একবার নিমজ্জিত ও একবার তাহা হইতে উত্থিত করে এবং মহামোহরূপ কুম্ভীরের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া আত্মজ্ঞানের নাশ হইলে বুদ্ধির গুণের অভিমানী হইয়া উহার বিভিন্ন অবস্থার অভিনয় করিতে করিতে ভ্রমণ করে।

ভানুপ্রভাসাজ্জনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতিরাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্॥ ১৪৪ ॥

যেমন সূর্যের তেজদ্বারা উৎপন্ন মেঘসমূহ সূর্যকেই আচ্ছাদিত করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তেমনি আত্মা হইতে প্রকটিত অহংকার আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি—

কবলিতদিননাথে দুর্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো তথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ॥ ১৪৫॥

যেমন দুর্দিন সঘন মেঘমালার দ্বারা সূর্যদেব আচ্ছাদিত হইলে অতি ভয়ঙ্কর এবং শীতল বায়ু সকলকে ব্যথিত করে। তেমনি বুদ্ধি নিরন্তর তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে মূঢ় পুরুষকে তীব্র বিক্ষেপশক্তি নানা প্রকার দুঃখদ্বারা সন্তপ্ত করিয়া থাকে।

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্॥ ১৪৬॥

এই দুই অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিই পুরুষকে বন্ধন প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা মোহিত হইয়া পুরুষ দেহকে আত্মা মনে করিয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

[দেহকে আত্মা মনে করাই জীবের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল।]

বন্ধ-নিরূপণ—

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমো দেহাত্মধীরঙ্কুরো
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭॥

সংসাররূপ বৃক্ষের বীজ অজ্ঞান, দেহাত্মবুদ্ধি উহার অঙ্কুর, রাগ বা আসক্তি পত্র, কর্ম জল, শরীর স্তম্ভ বা কাণ্ড, প্রাণ শাখা, ইন্দ্রিয় সকল উপশাখা, বিষয় পুষ্প এবং নানা প্রকারের কর্ম হইতে উৎপন্ন দুঃখ ফল এবং জীবরূপ পক্ষীই উহার ভোক্তা।

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখ-
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥ ১৪৮॥

এই অজ্ঞানজনিত অনাত্মবন্ধকে স্বাভাবিক (স্বভাবস্থ প্রবর্ততে) অনাদি [কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না) ও অনন্ত (জ্ঞান বিনা ইহার অন্ত বা নাশ হয় না) বলা হইয়াছে। ইহাই জীবের জন্ম, মরণ, ব্যাধি ও জরাদি দুঃখের প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া দেয়।

আত্মানাত্মবিবেক—

নাস্ত্রৈর্ন শস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা
ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা
ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা ॥ ১৪৯ ॥

এই বন্ধন বিধাতার বিশুদ্ধ কৃপাধারা প্রাপ্ত বিবেক-বিজ্ঞান-রূপ শুভ্র সুন্দর-তীক্ষ্ণ-মহাখড়্গ বিনা অপর কোন অস্ত্র (বর্শা, বল্লম, সড়কি, তীর, বাণ প্রভৃতি যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহা অস্ত্র), শস্ত্র (অসি, খড়্গ, কৃপাণ, তরবারি প্রভৃতি যাহা হাতে করিয়া প্রহার করা যায় শস্ত্র) বায়ু, অগ্নি অথবা কোটি কোটি কর্মসমূহদ্বারা কাটা যায় না।

[এই বন্ধন অজ্ঞানমূলক হইবার কারণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে উহার নাশ সম্ভব। অন্ধকার যেমন প্রকাশদ্বারা দূর হয়, তেমনি অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারাই নাশ হইয়া থাকে।]

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্ম-
নিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং
তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ ॥ ১৫০ ॥

যাঁহার শ্রুতির প্রামাণ্য বাক্যে দৃঢ় নিশ্চয় বা বিশ্বাস আছে, তাঁহারই স্বধর্মে নিষ্ঠা হয় এবং উহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাঁহার পরমাত্মার জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানেই সংসাররূপ বৃক্ষের সমূলে নাশ হয়।

কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু বাপীস্থম্ ॥ ১৫১ ॥

আপন শক্তিদ্বারা উৎপন্ন শৈবালসমূহ (শেওলাসমূহ) দ্বারা আচ্ছাদিত

পুষ্করিণীর জল যেমন দেখা যায় না তদ্রূপ অন্নময়াদি পঞ্চ কোশের দ্বারা আবৃত আত্মা দৃষ্টিগোচর হয় না।

[গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ"। স্বীয় যোগমায়াদ্বারা আবৃত হইবার কারণ আমি সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হই না।]

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥ ১৫২ ॥

পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপ পরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ॥ ১৫৩ ॥

যেমন ঐ শৈবাল (শেওলা) পূর্ণরূপে অপসারিত হইলে মনুষ্যের তৃষ্ণারূপ তাপ দূরকারক এবং তৎকালেই পরম সুখপ্রদায়ক জল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে তেমনি পঞ্চকোশ দূরীভূত হইলে ঐ শুদ্ধ, নিত্যানন্দৈকরসস্বরূপ, অন্তর্যামী, স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা দীপ্তিমান হইতে থাকেন।

[পঞ্চকোশ অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সম্যক্ নিরাকরণ করা হইলে আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, যাহা হইতে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি এবং সর্বসুখ প্রাপ্তি হয়।]

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধনমুক্তয়ে বিদুষা।
তেনৈবানন্দী ভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্॥ ১৫৪ ॥

বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য বিদ্বান্ব্যক্তি আত্মা এবং অনাত্মার বিচার করিবেন। বিবেকের দ্বারা স্বয়ং নিজেকে সচ্চিদানন্দরূপ জানিয়া তিনি আনন্দিত হন।

মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ১৫৫ ॥

যে পুরুষ স্বীয় অসঙ্গ ও অক্রিয় প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে মুঞ্জঘাস হইতে ইষীকা বা শিষ পৃথক্ করার মতন দৃশ্যবর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং ঐ সকল দৃশ্যকে আত্মায় লয় করিয়া আত্মভাবে স্থিত থাকেন, তিনিই মুক্ত।

অন্নময় কোশ—

দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোশ-
শ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।
ত্বক্‌চর্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশি-
র্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ॥ ১৫৬॥

অন্ন হইতে উৎপন্ন এই দেহই অন্নময় কোশ ; যাহা অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে এবং উহার অভাবে বিনাশ হইয়া যায়। এই ত্বক্ চর্ম, মাংস, রুধির, অস্থি এবং মলাদিসমূহ কখন স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ আত্মা হইতে পারে না।

পূর্ব জনেরপি মৃতেরপি নায়মস্তি
জাতঃ ক্ষণং ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎপরিদৃশ্যমানঃ
স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা॥ ১৫৭॥

ইহা অর্থাৎ অন্নময় কোশ জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পশ্চাৎও থাকে না, প্রতিক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিক্ষণে নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থির-স্বভাব সম্পন্ন। ইহা অনেক তত্ত্বের সংঘাত বা সমষ্টি, জড় এবং ঘটের সমান দৃশ্য। অতএব ইহা ভাব ও বিকারের জ্ঞাতা নিজ আত্মা কি প্রকারে হইতে পারে ?

[ঘট ঘটকে দেখিতে পারে না, কারণ ঘট জড় পদার্থ। ঘটের দ্রষ্টা চেতন হওয়া আবশ্যক। অতএব অন্নময় কোশের ভাব ও বিকারের জ্ঞাতা দেহ হইতে পারে না। মূল শ্লোকে 'আত্মা' বলিতে এখানে দেহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।]

পাণিপাদাদিমান্দেহো নাত্মা ব্যঙ্গেঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ॥ ১৫৮॥

এই হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট শরীর আত্মা হইতে পারে না, কারণ উহার অঙ্গ-ভঙ্গ হইলেও শক্তির নাশ না হওয়ায় পুরুষ অর্থাৎ জীব জীবিত থাকে। ইহা ব্যতীত যে শরীর স্বয়ং অন্যের দ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত, সে কখনও শাসক বা নিয়ন্তা আত্মা হইতে পারে না।

[অতএব আত্মা শরীর হইতে পৃথক বস্তু।]

দেহতদ্ধর্মতৎকর্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
স্বত এব স্বতঃ সিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ ॥ ১৫৯ ॥

দেহ, উহার ধর্ম, উহার কর্ম এবং উহার অবস্থাদির সাক্ষী আত্মার উহা হইতে পৃথক্‌তা স্বয়ংই (স্বতঃ) সিদ্ধ।

[ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, ঘট হয় না। সেইরূপ শরীরের দ্রষ্টা সাক্ষী, শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, শরীর হয় না, কেন না শরীর জড় হইবার দরুন, শরীরের সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইতে পারে না। সাক্ষী সর্বদাই সাক্ষ্য হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নই হয়। এই তথ্য এত যুক্তিযুক্ত যে ইহাকে প্রমাণ করিতে অপর কিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই উহা স্বতঃসিদ্ধ।]

শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ ॥ ১৬০ ॥

অস্থি সকল মাংসদ্বারা আবৃত এবং মলপূর্ণ এই অতি কুৎসিত দেহ নিজ হইতে ভিন্ন আপন জ্ঞাতা স্বয়ং কি প্রকারে হইতে পারে ?

[এই সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে তুইটি অতি সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়—

আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥

আত্মা সর্ব প্রকাশক এবং নির্মল, দেহ তমোময়, ঐ তুইয়ের একতা দেখিবার মত আরবড় অজ্ঞান কি হইতে পারে ?

আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসলয়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং পবিত্র, দেহ মাংসময় এবং অপবিত্র, ঐ তুয়ের একতা দেখিবার মত আর বড় অজ্ঞান কি হইতে পারে ?]

ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশা-
বহং মতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো
নিজ স্বরূপং পরমার্থভূতম্ ॥ ১৬১ ॥

চর্ম, মাংস, মেদ, অস্থি ও মলরাশির সমষ্টি এই শরীরে মূঢ়জনই অহং-বুদ্ধি (আমিবুদ্ধি) করিয়া থাকে। বিচারশীল ব্যক্তি তো আপন পরমার্থ-স্বরূপকে ইহা হইতে অর্থাৎ অন্নময়কোশ হইতে পৃথক্‌ই জানেন।

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধি-
র্দেহে চ জীবে বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো
ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি ॥ ১৬২ ॥

জড় ব্যক্তিদের "আমিই দেহ বা দেহই আমি" এই প্রকার দেহে অহংবুদ্ধি হইয়া থাকে। বিদ্বান্ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল শাস্ত্র পড়িয়াছেন কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহারা "জীবাত্মাতে" অহংবুদ্ধি করেন। বিবেক-বিজ্ঞানযুক্ত মহাত্মাদের "আমি ব্রহ্ম"—সত্যস্বরূপ আত্মাতেই সদা এইরূপ দৃঢ় বুদ্ধি হয়।

অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে
ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশৌ।
সর্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে
কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬৩ ॥

অরে মূর্খ! এই ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি ও মলাদিসমূহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং সর্বাত্মা নির্বিকল্প ব্রহ্মেই আত্মভাব করিয়া পরমশান্তি লাভ কর।

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং
বিদ্বানহংতাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্তা-
প্যস্ত্বেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী ॥ ১৬৪ ॥

যে পর্যন্ত বিদ্বান্ অসৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন অহংভাব ত্যাগ না করেন, সে পর্যন্ত তিনি বেদান্ত-সিদ্ধান্তের পারদর্শী হইলেও তাঁহার মুক্তির কোন কথাই উঠিতে পারে না।

[সার কথা হইল ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্র পড়িলেই মুক্তি হয় না। জীব-ব্রহ্মের একতার অপরোক্ষানুভব বা সাক্ষাৎ অনুভব হওয়া প্রয়োজন।]

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
যৎস্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি-
জ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু ॥ ১৬৫ ॥

ছায়া, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন এবং মনের কল্পিত কোন শরীরে যেমন তোমার কখনও আত্মবুদ্ধি হয় না, তেমনি জীবিত শরীরেও কখন আত্মবুদ্ধি যেন না হয়।

[নিজের ছায়া দেখিয়া যেমন কেহ বলে না "আমি ছায়া" অথবা দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন কেহ বলে না "আমি প্রতিবিম্ব"। এই যুক্তিদ্বারা এই স্থূল শরীর দর্শন করিয়া বলা উচিৎ নহে যে "আমি স্থূল শরীর।"]

দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং
জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।
যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্না-
ত্ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা ॥ ১৬৬ ॥

যেহেতু দেহাত্ম-বুদ্ধিই অসদ্‌বুদ্ধি মানবের জন্মাদি দুঃখসমূহের উৎপত্তির হেতু ; অতএব তুমি যত্নপূর্বক উহা ত্যাগ কর। ঐ প্রকার বুদ্ধির পরিত্যাগে আর পুনর্জন্মের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

[দেহে আত্মবুদ্ধি হইবার জন্যই বারংবার দেহ ধারণ করিতে হয়, ঐ প্রকার বুদ্ধির পরিত্যাগে অহংবুদ্ধি হয়। ব্রহ্মে অহংভাব সুদৃঢ় হইলে আর জন্ম কোথায় ?]

প্রাণময় কোশ—

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং
প্রাণো ভবেৎপ্রাণময়স্তু কোশঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽন্নপূর্ণঃ
প্রবর্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা যুক্ত এই প্রাণই প্রাণময় কোশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; এই প্রাণময় কোশের সহিত যুক্ত হইয়া অন্নময় কোশ অন্নদ্বারা তৃপ্ত হইয়া সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো
গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্বহিরেষঃ।
যস্মাৎকিঞ্চিৎক্কাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ ॥ ১৬৮ ॥

প্রাণময় কোশ ও আত্মা নহে; ইহা বায়ুর বিকার। বায়ুর সমানই ইহা বাহিরে-ভিতরে গতিশীল এবং নিত্য পরতন্ত্র অর্থাৎ পরবশ। ইহা কখনও স্বীয় ইষ্ট-অনিষ্ট, আপন-পর কিছুই জানে না, কারণ ইহা স্বয়ং জড় বস্তু।

মনোময় কোশ—

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোশো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াং-
স্তৎপূর্বকোশমভিপূর্য বিজৃম্ভতে যঃ ॥ ১৬৯ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ এবং মনই 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বিকল্পের হেতু মনোময় কোশ। এই মনোময় কোশকে নামাদি ভেদ-কল্পনার বা স্ফুরণের দ্বারা জানা যায় এবং ইহা অতিশয় বলবান্ এবং পূর্ব-কোশদ্বয়কে অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোশ দুইটিকে ব্যাপিয়া আছে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ
প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-
র্মনোময়াগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্ ॥ ১৭০ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চ হোতাদের দ্বারা বিষয়রূপী ঘৃতের আহুতিসমূহের সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং নানা প্রকারের বাসনা সদৃশ ইন্ধনের যোগে প্রজ্বলিত এই মনোময় অগ্নি সম্পূর্ণ দৃশ্য-প্রপঞ্চকে দগ্ধ বা সন্তপ্ত করিতেছে।

[সার কথা হইল যখন ইন্দ্রিয়বর্গ বাসনারূপী ইন্ধনকে জ্বালাইয়া প্রকটিত মনোময় অগ্নিতে বিষয়কে আহুতি দেয় তখন এই সম্পূর্ণ বিশ্বসংসার সন্তপ্ত হয়।]

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে ॥ ১৭১ ॥

মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নামে অন্য কিছু নাই, মনই ভববন্ধনের একমাত্র হেতু অবিদ্যা। উহা নষ্ট হইলে সব কিছু নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার জাগরণে সব কিছুর প্রতীতি বা উপলব্ধি হইতে থাকে।

[এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। মনই মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ।]

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ-
স্তৎসর্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভনম্ ॥ ১৭২ ॥

যে অবস্থাতে পদার্থ বলিয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকে না, সেই স্বপ্নাবস্থাতে মনই স্বীয় শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণ ভোক্তা-ভোগ্যাদি প্রপঞ্চ রচনা করে। তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাতেও কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ নাই; অতএব এই সকলই মনের বিলাসমাত্র বলিয়া জানিবে।

[মন যেমন স্বপ্নে সৃষ্টি রচনা করে তেমনি জাগ্রতের সৃষ্টিও মনই রচনা করিতেছে। যেমন জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যা প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জাগ্রৎসৃষ্টিও অসত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাসিত হয়।]

সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎসকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি ॥ ১৭৩ ॥

সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় মন লীন হইয়া গেলে কিছুই যে থাকে না, ইহা সকলেরই জানা আছে। অতএব পুরুষের অর্থাৎ জীবের এই সংসার মনেরই কল্পনামাত্র; বস্তুতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

[বন্ধন এবং মুক্তি দুইই মনের কল্পনা।]

বায়ুনানীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে ॥ ১৭৪ ॥

মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারাই চালিত হইয়া আসে এবং পুনরায় উহার দ্বারাই চালিত হইয়া চলিয়া যায়, সেই প্রকার মনের কল্পনা হইতেই বন্ধন এবং মনের কল্পনা হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে।

[বাস্তবপক্ষে আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই, উহা সর্বদাই মুক্ত, "বন্ধ মোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ"। সার কথা হইল "মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। অতএব মনকে নাশ করিতে পারিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। বাসনার ক্ষয় না হইলে মনের নাশ হয় না।]

দেহাদিসর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্‌গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎসু বিধায় পশ্চা-
দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥ ১৭৫ ॥

এই মনই দেহাদি সব বিষয়সমূহে রাগ (আসক্তি) কল্পনা করিয়া পশুকে যেমন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে সেই প্রকার উহার দ্বারা অর্থাৎ রাগদ্বারা উত্তমরূপে পুরুষকে (জীবকে) বন্ধন করিয়া থাকে। পুনঃ বিষবৎ বিষয়ে বিরসতা মনই উৎপন্ন করিয়া জীবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

[মোট কথা বিষয়াসক্তিতেই বন্ধন এবং বিষয়-বিরক্তিতেই মোক্ষ।]

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তো-
র্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।
বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ-
র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্ ॥ ১৭৬ ॥

এইজন্য জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের বিধানে মনই একমাত্র কারণ। রজোগুণের দ্বারা এই মন মলিন হইয়া বন্ধনের হেতু হয় এবং মনই রজ-তম বিরহিত শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইয়া মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে।

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা-
চ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনো বিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষো—
স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥ ১৭৭ ॥

বিবেক-বৈরাগ্যাদি গুণের উৎকর্ষ নিবন্ধন মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির হেতু হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষুর (মুক্তিইচ্ছুকের) প্রথমে এই দুইটি অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

[জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুমুক্ষুকে শীঘ্র মুক্তির দিকে লইয়া যায়, এই কারণে সাধনপথে ইহাদের এত মহত্ত্ব।]

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭৮ ॥

মন নামে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র বিষয়রূপ বনে বিচরণ করে। যে সাধু মুমুক্ষু তিনি যেন কদাপি তথায় গমন না করেন।

[মুক্তি ইচ্ছুকের পক্ষে বিষয় বিষবৎ সর্বথা ত্যাজ্য।]

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্ ॥ ১৭৯ ॥

মনই সম্পূর্ণ স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে, শরীর, বর্ণ, আশ্রম, জাত্যাদি নানা প্রকার ভেদ এবং গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও ফলাদি ভোক্তার জন্য সদ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য
দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং
মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু ॥ ১৮০ ॥

এই অসঙ্গ চিদ্রূপ আত্মাকে মোহিত করিয়া এবং ইহাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি গুণের দ্বারা বাঁধিয়া, এই মনই ইহাকে "আমি" "আমার"ভাবে ভাবিত করিয়া আপন কর্ম এবং তাহার ফলভোগের জন্য নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে।

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতি-
রধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো
জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ॥ ১৮১॥

অধ্যাস-দোষে দূষিত পুরুষেরই জন্ম-মরণরূপ সংসার ভোগ হইয়া থাকে এবং এই অধ্যাসের বন্ধন পুরুষের অর্থাৎ জীবের দ্বারা কল্পিত। রজস্তমাদি-দোষযুক্ত অবিবেকী পুরুষের অধ্যাসই জন্মাদিদুঃখের মূল হেতু।

[কোন বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর কল্পনাকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যাস (Illusion) বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান, অনুরূপ প্রকারে আত্মাতে দেহবুদ্ধিই সর্ব দুঃখের আকর বা উৎপত্তিস্থান।]

অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্॥ ১৮২॥

সেইজন্য তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তি মনকেই অবিদ্যা বলেন। বায়ুদ্বারা মেঘ-মণ্ডল যেমন ভ্রাম্যমান হইয়া থাকে তেমনই সম্পূর্ণ বিশ্ব এই অবিদ্যাদ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

[পূর্বে ১৭১ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, "হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতি-রিক্তা, মনোহ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।" মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নামে অন্য কিছু নাই, মনই ভববন্ধনের একমাত্র হেতু অবিদ্যা।]

তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্মুক্তিং করফলায়তে॥ ১৮৩॥

মুমুক্ষুর যত্নসহকারে ঐ মনের শোধন করা আবশ্যক। মনের শুদ্ধি হইলে মুক্তি তো হস্তামলকবৎ অর্থাৎ করতলস্থিত আমলকীর ন্যায় অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।

মোক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং
নির্মূল্য সংন্যস্য চ সর্বকর্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো
রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ॥ ১৮৪॥

মোক্ষের অনুরাগে যে ব্যক্তি বিষয়ের আসক্তি নির্মূল করিয়া এবং সর্বকর্ম-ত্যাগকরতঃ শুদ্ধ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণাদিতে তৎপর, তিনি বুদ্ধির রজোময় স্বভাব যে চঞ্চলতা তাহা নষ্ট করেন।

[শ্রবণাদি বলিতে এখানে আচার্যপাদ শ্রীশঙ্কর শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনকে লক্ষ্য করিতেছেন।]

মনোময়ো নাপি ভবেৎপরাত্মা
হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতো-
র্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ॥ ১৮৫॥

মনোময় কোশও আদ্যন্তবান্ অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল, পরিণামী, দুঃখদায়ক এবং বিষয়রূপ। উহা কখনও পরাত্মা হইতে পারে না, যে হেতু দ্রষ্টাকে কভু দৃশ্য হইতে দেখা যায় না।

বিজ্ঞানময় কোশ—

বুদ্ধির্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্॥ ১৮৬॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের সহিত বৃত্তিযুক্ত বুদ্ধিই কর্তৃত্বাভিমানী লক্ষণযুক্ত বিজ্ঞানময় কোশ। এই বিজ্ঞানময় কোশ ও পুরুষের অর্থাৎ জীবের জন্মমরণরূপ সংসারের কারণ।

[একই অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তি মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি। এই জন্য মনের করণত্ব এবং বুদ্ধির কর্তৃত্ব।]

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি-
র্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্বিকারঃ।
জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং
দেহেন্দ্রিয়াদিষভিমন্যতে ভৃশম্॥ ১৮৭॥

চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির অনুগমনকারী চৈতন্যের প্রতিবিম্বশক্তিই "বিজ্ঞান" নামক প্রকৃতির বিকার। উহা "আমি জ্ঞানবান্ ও ক্রিয়াবান্" এই প্রকার দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে নিরন্তর অভিমান করিতেছে।

অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো
জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ
পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি॥ ১৮৮॥

ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজ-
ন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্ধ্বমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎ—
স্বপ্নাদ্যবস্থা সুখদুঃখভোগঃ॥ ১৮৯॥

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্ম—
গুণাভিমানং সততং মমেতি।
বিজ্ঞানকোশোঽয়মতিপ্রকাশঃ
প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য
যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥ ১৯০॥

এই অহংস্বভাব বিজ্ঞানময় কোশই অনাদিকাল হইতে জীব এবং সংসারের যাবতীয় নির্বাহকারী বা সম্পাদনকারী কর্তা। ইহা আপন পূর্ব-বাসনার দরুন পাপ-পুণ্যময় বহু কর্ম করে ও উহার ফল ভোগ করে; এবং বিচিত্র যোনিসমূহে ভ্রমণকরতঃ কখন নীচে আসে, আবার কখন উপরে গমন করে। জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি অবস্থা সকল, সুখ-দুঃখাদি ভোগ, দেহাদিতে আত্মাভিমান, আশ্রমাদির ধর্ম-কর্ম, গুণাদির অভিমান এবং মমতাদি এই বিজ্ঞানময় কোশেই সর্বদা অবস্থান করে। ইহা আত্মার অতি নিকটতার কারণ অত্যন্ত প্রকাশময়। অতএব এই বিজ্ঞানময় কোশ আত্মার উপাধি; যাহাতে ভ্রমবশতঃ আত্ম-বুদ্ধি করিয়া জীব জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রে পতিত হয়।

[বিজ্ঞানময় কোশের এই সব কর্তৃত্ব-লক্ষণ থাকিবার জন্য "পুংসঃ সংসার-কারণম্"। পুরুষের অর্থাৎ জীবের সংসারের কারণ হইয়া থাকে।]

আত্মার উপাধি হইতে অসঙ্গতা—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরৎস্বয়ংজ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৯১॥

এই যে স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা যিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রাণাদিতে স্ফুরিত হইতেছেন, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার আত্মা হওয়া সত্ত্বেও উপাধির কারণ কর্তা-ভোক্তার মতন যেন হইয়া যান।

[বিজ্ঞানময়-কোশদ্বারা উপহিত আত্মা নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ দেখে।]

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে-
স্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং
স্বতঃ পৃথক্‌ত্বেন মৃদো ঘটানিব ॥ ১৯২ ॥

সেই পরাত্মা মিথ্যা-বুদ্ধিবশতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া উপাধির সহিত একীভূত হইবার দোষে স্বয়ং সর্বাত্মা হইয়াও ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে নিজেকে পৃথক্ মনে করে তদ্রূপ আপনি আপনাকে নিজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে।

[ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কার্য ঘট স্বীয় কারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেই প্রকার উপাধির সংযোগে অনন্ত পরমাত্মা নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানময় কোশের মতন বলিয়া বোঝেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে—পরমাত্মাই।]

উপাধিসম্বন্ধবশাৎপরাত্মা
হ্যুপাধিধর্মাননু ভাতি তদ্‌গুণঃ।
অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ
সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥ ১৯৩ ॥

সেই পরাত্মা স্বরূপতঃ তো সদা একরূপেই বিদ্যমান আছেন তথাপি উপাধির সম্বন্ধহেতু উহার অর্থাৎ উপাধির গুণসমূহের সহিত যুক্তের মত হইবার দরুন উহার ধর্মের সহিত প্রকাশিত হইতে থাকেন; যেমন অবিকারী অগ্নি, বিকারী লৌহের সহিত ব্যাপ্ত হইয়া বিকারীর সদৃশ প্রকাশিত হয়।

[বিবিধ আকারের লৌহ অগ্নিতে তপ্ত হইবার ফলে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান ও দাহকত্ব শক্তিসম্পন্ন হয়। যদ্যপি অগ্নি স্বভাবতঃ নিজে নির্বিকার তথাপি ঐ লৌহের সাথে তাদাত্ম্যকতার কারণ ঐ লৌহের আকারের ন্যায় প্রতিভাসিত

হয়। লৌহখণ্ড যদি গোলাকার হয় তাহা হইলে অগ্নি গোল দেখায়, ত্রিকোণ হইলে ত্রিকোণ এবং চতুষ্কোণ হইলে চতুষ্কোণ। নির্বিকার একরস, ষড়্‌ভাবাতীত অর্থাৎ ষড়্-বিকার রহিত হইয়াও পরমাত্মা উপাধির সংযোগ হেতু জীবের ন্যায় হইয়া যান।]

মুক্তি কি প্রকারে হইবে?

শিষ্য উবাচ

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।
তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে ॥ ১৯৪ ॥

শিষ্য বলিতেছে—ভ্রমবশতঃই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক পরমাত্মাই তো জীব-ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং উহার উপাধি অনাদি হইবার হেতু সেই অনাদি বস্তুর নাশ হইতে পারে না।

অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যো ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো বদ ॥ ১৯৫ ॥

অতএব এই আত্মার জীবভাবও নিত্য। এইরূপ হইবার দরুন ইহার জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রও কভু নিবৃত্ত হইতে পারে না; অতএব হে গুরুদেব! তাহা হইলে বলুন, ইহার মুক্তি কি প্রকারে হইবে।

আত্মজ্ঞানই মুক্তির উপায়—

শ্রীগুরুরুবাচ

সম্যক্‌পৃষ্টঃ ত্বয়া বিদ্বন্ সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥ ১৯৬ ॥

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুরু বলিতেছেন, হে বৎস! তুমি বড়ই বুদ্ধিমান্, তুমি ঠিক প্রশ্নই করিয়াছ। ভাল কথা—এখন সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। দেখ, মোহযুক্ত অজ্ঞান পুরুষের ভ্রমবশতঃ কল্পনা কখনও প্রমাণিক বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মানা যায় না অর্থাৎ স্বীকার করা যায় না।

ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৭ ॥

যেমন আকাশের সহিত নীলিমার সম্বন্ধ ভ্রমবশতঃ লোকে করিয়া থাকে, তেমনি যে অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় এবং নিরাকার, সেই আত্মার পরার্থের সহিত ভ্রমাতিরিক্ত কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতেই পারে না।

[অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার আকাশে মূঢ় ব্যক্তি নীল বর্ণের আরোপ করিয়া থাকে, আকাশে নীলিমা আছে, এই প্রকার বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষ আকাশ বর্ণরহিত, ব্যবধান-বশতঃ আকাশে বর্ণ প্রতিভাসিত হয়। অজ্ঞানের দরুন আকাশে যেমন নীলিমা হয় সেই প্রকার শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় জগৎ দেখায়।]

স্বস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য
প্রত্যগ্বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো
মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ ॥ ১৯৮ ॥

যে সাক্ষী, নির্গুণ, অক্রিয় এবং প্রত্যগ্‌জ্ঞানানন্দস্বরূপ সেই আত্মায় বুদ্ধির ভ্রমেই জীবভাব আসিয়াছে, উহা কিন্তু বাস্তবিক নহে, কারণ উহা অবস্তুরূপ হইবার কারণ, মোহ বা অজ্ঞান দূর হইলে স্বভাবতঃই উহা আর থাকে না।

[প্রতিশরীরে অনুভবকারী যে আত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা কহে। তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।]

যাবদ্ ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা
মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব
ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ ॥ ১৯৯ ॥

যেমন ভ্রম বা অজ্ঞানের স্থিতিকালপর্যন্ত রজ্জুতে সর্প প্রতীত হইয়া থাকে, ভ্রম বা অজ্ঞান নাশ হইলে সর্পপ্রতীতি যেমন আর থাকে না, তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম বা অজ্ঞান আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভুল বা প্রমোদবশতঃ মিথ্যা জ্ঞানের দ্বার' প্রকটিত এই জীবভাবের সত্তা থাকে। অজ্ঞান বা ভ্রম দূর হইলে ঐ জীবভাব আর থাকে না।

[আত্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাধির প্রতীতি হয় না, যেমন রজ্জু দেখিবার পর সর্পের অভাব হইয়া যায়। তখন স্বরূপভূত আত্মার অনুভব হয়।]

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি ॥ ২০০ ॥
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি।

এই সংসারে অবিদ্যা এবং উহার কার্য জীবভাবের অনাদিত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু জাগ্রৎ হইলে যেমন সম্পূর্ণ স্বপ্ন-প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্বাপ্নিক জগৎ স্বীয় মূলসহিত নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে অবিদ্যাজনিত জীবভাবের নাশ হয়।

অনাদ্যপীদং না[১] নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্ ॥ ২০১ ॥
অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।

এই জীবভাব অনাদি হইলেও প্রাগভাবের সমান নিত্য নহে অর্থাৎ অনিত্য, কারণ অনাদি যে প্রাগভাব তাহারও নাশ হইতে দেখা যায়।

[‘প্রতিযোগিতা—সত্তাপূর্বকালিকোঽভাবঃ প্রাগভাবঃ’। ঘট নির্মাণের পূর্বে মৃত্তিকাতে তাহার যে সত্তা, তাহা যেমন ঘট নির্মাণের পর নাশ হইয়া যায় তেমনি জীবভাবও নাশ হয়।]

যদ্বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎপরিকল্পিতমাত্মনি ॥ ২০২ ॥
জীবত্বং ন ততোঽন্যত্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণম্।
সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥ ২০৩ ॥

বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং শ্রুতের্মতম্ ॥ ২০৪ ॥

অতএব যে জীবত্বের বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্বন্ধের দ্বারাই আত্মাতে কল্পনা করা হইয়াছে, উহা স্বরূপতঃ ঐ আত্মা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যা জ্ঞানেরই কারণ অর্থাৎ আত্মার সহিত বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাহা অজ্ঞান কল্পিত ছাড়া আর কিছু নহে। যথার্থ জ্ঞান হইলে ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে আর অন্য কোন উপায়ে ইহা হইতে পারে না। ব্রহ্ম এবং আত্মার একতার জ্ঞানই বাস্তবিক জ্ঞান—এই প্রকার শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

[অতএব ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান হইলে জীবভাবের নিবৃত্তি হইয়া যায়।]

---

১ কোন সংস্করণে “না”য়ের স্থানে “নো” আছে।

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্বিবেকেনৈব সিধ্যতি।
ততো বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ ॥ ২০৫ ॥

আত্মা এবং অনাত্মার উত্তমরূপে বিবেকের দ্বারা পার্থক্য-জ্ঞান হইলে ঐ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যগাত্মা এবং মিথ্যাত্মার বিচার উত্তমরূপে করা প্রয়োজন।

[প্রত্যগাত্মা বলিতে এখানে জীবের অন্তরে যে আত্মা নিবাস করেন তাঁহাকে বুঝাইতেছে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার হইতে ইহা পৃথক্ বস্তু।]

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥ ২০৬ ॥

অত্যন্ত পঙ্কিল (কর্দমাক্ত) জলও পঙ্ক (কর্দম) নীচে বসিয়া গেলে যেমন স্বচ্ছ জলে পরিণত হয় তদ্রূপ দোষ রহিত হইলে আত্মাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে।

[এখানে দোষ বলিতে উপাধির সঙ্গদোষকে বুঝাইতেছে। উপাধিমুক্ত আত্মা এবং ব্রহ্ম একই বস্তু।]

অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং
প্রতীতিরেতস্য ভবেৎপ্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এবা-
সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ ॥ ২০৭ ॥

সত্যস্বরূপ আত্মার বিচারের দ্বারা অসতের নিবৃত্তি হইলে এই প্রত্যগাত্মার স্পষ্ট প্রতীতি বা উপলব্ধি হইতে থাকে। অতএব অহংকারাদির অসদাত্মা-সমূহের অর্থাৎ অসদ্বস্তুর উত্তমরূপে দূরীকরণ অতি আবশ্যক।

অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে ॥ ২০৮ ॥

অতএব বিজ্ঞানময় শব্দের দ্বারা যে বিজ্ঞানময় কোশকে অভিহিত করা যাইতেছে উহাও বিকারী, জড়, পরিচ্ছিন্ন (একদেশব্যাপী, সসীম), দৃশ্য এবং

ব্যভিচারী (চঞ্চল) হইবার দরুন পরাত্মা হইতে পারে না; কেন না ইহা অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য পরাত্মা হইতে পারে না।

আনন্দময় কোশ—

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুর্বৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতা
স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতনামানন্দরূপঃ স্বয়ং
ভূত্বা নন্দতি যত্র সাধুতনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা॥ ২০৯॥

আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বদ্বারা চুম্বিত এবং তমোগুণের দ্বারা প্রকটিত বৃত্তি আনন্দময় কোশ। উহা প্রিয়াদি অর্থাৎ প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ— এই তিন গুণযুক্ত এবং আপন অভীষ্ট-পদার্থ প্রাপ্তিতে প্রকাশিত। পুণ্যকর্মের পরিপাক হইলে উহার ফলস্বরূপ যে সুখ তাহা অনুভব করিবার সময় ভাগ্যবান্ পুরুষের ঐ আনন্দময় কোশের স্বয়ংই ভান হইয়া থাকে; যাহাদ্বারা দেহধারী জীবমাত্রই বিনা প্রয়াসে অতিশয় আনন্দিত হয়।

আনন্দময়কোশস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসংদর্শনাদিনা॥ ২১০॥

আনন্দময় কোশের উৎকট অর্থাৎ তীব্র প্রতীতি সুষুপ্তিতে হয়; জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঈপ্সিত বস্তুর দর্শনাদিদ্বারা উহার যৎকিঞ্চিৎ ভান হইয়া থাকে।

নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা
সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ।
কার্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়া
বিকারসঙ্ঘাতসমাহিতত্বাৎ॥ ২১১॥

এই আনন্দময় কোশও কিন্তু পরাত্মা নহে, কারণ ইহা উপাধিযুক্ত, প্রকৃতির বিকার, শুভ কর্মের কার্য বা ফল এবং প্রকৃতির বিকার সমূহের অর্থাৎ স্থূল শরীরের আশ্রিত।

পঞ্চানামপি কোশানাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥ ২১২॥

শ্রুতির অনুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা পঞ্চ কোশের নিষেধ করিবার পর ঐ নিষেধের শেষে বোধস্বরূপ এক সাক্ষী আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা ॥ ২১৩ ॥

এই প্রকার যে আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ,অন্নময়াদি পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থার সাক্ষী হইয়াও নির্বিকার, নির্মল, এবং নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহাকেই বিদ্বান্ পুরুষ আপনার আত্মা বলিয়া জানিবেন।

আত্মস্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন—

শিষ্য উবাচ

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোশেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো।
বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্র বিপশ্চিতা ॥ ২১৪ ॥

শিষ্য বলিলেন—হে গুরুদেব! এই পঞ্চকোশ মিথ্যাস্বরূপ বলিয়া নিষিদ্ধ হইবার পর আমার তো সর্বাভাবের অর্থাৎ শূন্যের অতিরিক্ত আর কিছুই প্রতীতি অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে না। অতএব আপনার কথনানুসারে বুদ্ধিমান্ পুরুষ কোন্ বস্তুকে স্বীয় আত্মা বলিয়া জানিবেন?

আত্মস্বরূপনিরূপণ—

শ্রীগুরুরুবাচ

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্নিপুণোঽসি বিচারণে।
অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু ॥ ২১৫ ॥

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—হে বিদ্বন্! তুমি ঠিক কথাই বলিতেছ, তুমি বিচারে বড়ই নিপুণ। দেখ, যেমন অহংকারাদি তোমার বিকার, তেমনি উহাদের অভাবও আছে।

সর্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া ॥ ২১৬ ॥

এই সকল যাহাদ্বারা অনুভব করা যায় এবং যে স্বয়ং কাহারও দ্বারা অনুভূত হয় না অর্থাৎ যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা সেই সকলের সাক্ষীকেই তুমি তোমার আত্মা বলিয়া জান।

তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্যদ্যদ্যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে ॥ ২১৭ ॥

যাহা-যাহাদ্বারা যাহাকে যাহাকে অনুভব করা যায় সে সব উহারই সাক্ষিত্বে হইয়া থাকে ; কিন্তু অননুভবগম্য পদার্থ কাহারও সাক্ষী হওয়া কদাপি মান্য নহে।

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ ॥ ২১৮ ॥

নিজের আত্মা স্বয়ংই নিজের সাক্ষী, কেন না ইহা স্বয়ং নিজেকেই নিজে অনুভব করে। এই জন্য ইহা হইতে অপর আর কেহ সাক্ষাৎ অন্তরাত্মা নাই।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে
প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্নৈকধা।
নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহংধীমুখান্
নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি ॥ ২১৯ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতে যিনি অন্তঃকরণের মধ্যে থাকিয়া সদা অহং—অহং (আমি—আমি) রূপে বহু প্রকারে স্ফুরিত হইয়া প্রত্যগাত্মরূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইতেছেন এবং অহংকার হইতে প্রকৃতির এই নানা বিকারকে সাক্ষীরূপে দেখিয়া নিত্য চিদানন্দরূপে স্ফুরিত হইতেছেন, হে বৎস! তাঁহাকেই তুমি তোমার অন্তঃকরণে বিরাজমান আত্মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

[প্রত্যগাত্মা বলিতে প্রতি শরীরে অনুভবকারী যে আত্মা বিরাজমান তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই সকলে অজ্ঞাতভাবে সদা "আমি, আমি" বলিয়া থাকে।]

ঘনোদকে বিম্বিতমর্কবিম্ব-
মালোক্য মূঢ়ো রবিমেব মন্যতে।
তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং
ভ্রান্ত্যাহমিত্যেব জড়োঽভিমন্যতে ॥ ২২০ ॥

যেমন মূঢ় ব্যক্তি ঘড়ার জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যবিম্বকে দেখিয়া উহাকে সূর্যই মনে করে তদ্রূপ উপাধিতে স্থিত চিদাভাসকে (জীবাত্মাকে) অজ্ঞানী ভ্রমবশতঃ আত্মা অর্থাৎ আমি বলিয়াই মনে করে।

[চিদাভাসকে চিৎপ্রতিবিম্বও কহে। এই দুইয়ের দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝায়।]

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং
বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থ এতৎত্রিতয়াবভাসকঃ
স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা ॥ ২২১ ॥

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং
বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং
সর্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণম্ ॥ ২২২ ॥

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্ম-
মন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্ নিজরূপমেতৎ
পুমান্বিপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ ॥ ২২৩ ॥

বিদ্বান্ পুরুষ ঘড়া, জল এবং উহাতে স্থিত সূর্যের প্রতিবিম্ব—এই সবকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন এই তিনের প্রকাশক এবং ইহা হইতে পৃথক্ স্বয়ং প্রকাশ-রূপ সূর্যকে দেখেন, সেই প্রকার দেহ, বুদ্ধি ও চিদাভাস—এই তিন ছাড়া বুদ্ধিগুহাতে অবস্থিত সাক্ষীরূপ এই আত্মাকে অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকলের প্রকাশক এবং সৎ-অসৎ দুই হইতেই ভিন্ন, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী, সূক্ষ্ম, ভিতর-বাহির ভেদ রহিত এবং আপনা হইতে সর্ব প্রকারে অভিন্ন এই আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে স্বীয়রূপ জানিয়া পুরুষ পাপরহিত, নির্মল এবং অমর হইয়া যায়।

বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ
স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কস্যচিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তে-
র্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ ॥ ২২৪ ॥

সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ শোকরহিত এবং আনন্দঘনরূপ হওয়ার ফলে কখনও কাহা হইতে ভীত হন না। মুক্তিকামী পুরুষের জন্য আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির আর অন্য কোন পন্থা নাই।

[উপনিষদের ঋষিও বলিতেছেন, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই।]

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ২২৫ ॥

ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদ জ্ঞানই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার কারণ, যাহা দ্বারা বুদ্ধিমান্ পুরুষ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করেন।

[ব্রহ্ম এবং আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার অভেদজ্ঞানই অর্থাৎ একতাই বাস্তবিক জ্ঞান। ইহাই মানবের একমাত্র কাম্য বস্তু। এই জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ জন্ম-মরণ-রূপ দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। ইহা ছাড়া জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হওয়ার আর কোন উপায় নাই।]

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ ॥ ২২৬ ॥

ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ার পর বিদ্বান্ ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রে আর পতিত হয় না। এই জন্য ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া উত্তমরূপে জানা উচিত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি ॥ ২২৭ ॥

ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত; উহা শুদ্ধ, পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম, স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উহাকে সিদ্ধ করিবার জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, নিত্য, একমাত্র আনন্দস্বরূপ, প্রত্যক (সকলের অন্তরতম) ও অভিন্ন এবং নিরন্তর জয়যুক্ত হইতেছেন।

ব্রহ্ম এবং জগতের একতা—

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎসম্যক্‌পরমার্থতত্ত্ববোধে হি ॥ ২২৮ ॥

এই পরমাদ্বৈতই একমাত্র সত্যপদার্থ, কারণ এই স্বাত্মা হইতে অতিরিক্ত আর অন্য কোন বস্তুই নাই। এই পরমার্থ-তত্ত্বের পূর্ণ বোধ হইলে অপর কিছুই থাকে না।

[ব্রহ্মবেত্তার ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুরই বোধ হয় না। 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম'ই অনুভব হয়।]

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎসর্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্ ॥ ২২৯ ॥

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব, যাহা অজ্ঞানদ্বারা নানা রূপে প্রতীত হইতেছে, উহা সমস্ত কল্পনা দোষরহিত ব্রহ্মই।

[ইহার মর্ম হইল জগৎ হইতে নাম ও রূপ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ব্রহ্ম। নানা নাম ও রূপ মায়াদ্বারা কল্পিত, বস্তুতঃ জগৎ ব্রহ্মের অতিরিক্ত অপর আর কিছু নহে। ইহাই আর একটি উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন।].

মৃৎকার্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ
কুম্ভোঽস্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ
কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ২৩০ ॥

মৃত্তিকার কার্য হওয়া সত্ত্বেও ঘড়া মৃত্তিকা হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে, কারণ উহার সবদিকই মৃত্তিকা হইবার হেতু ঘড়ার রূপ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, অতএব মৃত্তিকাতে মিথ্যা কল্পিত নামমাত্র ঘড়ার সত্তা কোথায় ?

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং
ঘটস্য সংদর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহাৎ
মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্ ॥ ২৩১ ॥

মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘড়ার রূপ কেহ কখন দেখাইতে পারে না, অতএব ঘড়া তো মোহ বা অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত, বাস্তবিকপক্ষে সত্যবস্তু তো তত্ত্ব-স্বরূপ মৃত্তিকাই।

[ঘড়ার পূর্বে মৃত্তিকাই ছিল এবং ঘড়ার নাশের পশ্চাতেও মৃত্তিকাই

থাকিবে। অতএব যাহা আদিতে নাই এবং অন্তেও নাই, এই প্রকার ঘট বর্তমানেও নাই, উহা তো মৃত্তিকাই।]

সদ্ব্রহ্মকার্যং সকলং সদৈব
তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো
ন নির্গতো নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ ॥ ২৩২ ॥

সদ্ ব্রহ্মের কার্য বলিয়া এই সকল প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপই, কারণ এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তিনি ছাড়া আর কিছুই নহে। যে বলে তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ কিছু আছে, তাহার মোহ বা অজ্ঞান দূর হয় নাই। তাহার এই কথা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপের অর্থাৎ অর্থহীন বাক্যের সমান।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী
শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং
নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতস্য ॥ ২৩৩ ॥

"এই সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মই" এই প্রকার অতি শ্রেষ্ঠ অথর্ব-শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব এই বিশ্ব ব্রহ্মই, কারণ অধিষ্ঠান হইতে আরোপিত বস্তুর পৃথক সত্তা থাকিতেই পারে না।

[রজ্জু (অধিষ্ঠান) হইতে আরোপিত সর্পের কি পৃথক্ সত্তা কখন থাকিতে পারে ? কদাপিও নহে।]

সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনো-
ঽনন্তত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যা-
ন্নৈতত্ত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩৪ ॥

যদি এই জগৎ সত্য হয় তাহা হইলে আত্মার অনন্ততাতে দোষ আসে এবং শ্রুতি (বেদ) অপ্রামাণিক হইয়া যায় এবং ঈশ্বরও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হন। এই তিনটি কথাই সৎপুরুষদিগের জন্য শুভ এবং হিতকর নহে।

[পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন, "মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষব-

স্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" সর্ব ভূত আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু ভূত আমার অধিষ্ঠান নয়। ভূত আমাতে নাই, নাম-রূপাত্মক জগৎ আমাতে নাই, আমি কেবল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা। 'মৎস্থানি সর্বভূতানি' প্রথমে ইহা বলা, পশ্চাতে 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি' ইহা কহা। এই দুই কথা পরস্পর বিরোধী বচন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগৈশ্বর্য দেখ। ইহার তাৎপর্য হইল পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতে এই জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং আমা হইতে ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, 'নাধিষ্ঠানাৎ ভিন্নতা আরোপিতস্য'। এই কথা পরের শ্লোকে স্পষ্ট করা হইয়াছে।]

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভুতানীত্যেবমেব ব্যচীক্লৃপৎ ॥ ২৩৫ ॥

পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞাতা শ্রীভগবান্ নিঃসংশয়ে বলিতেছেন, "না তো আমিই ভূতমধ্যে স্থিত আছি আর না তাহারাই আমার মধ্যে স্থিত আছে"।

[ভূত অর্থাৎ জীব বলিয়া যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই তখন উহা আমার মধ্যে অথবা আমি উহার মধ্যে এই কথার কোন অর্থই হয় না।]

যদি সত্যং ভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎস্বপ্নবন্মৃষা ॥ ২৩৬ ॥

যদি বিশ্ব সত্য হইত তাহা হইলে সুষুপ্তিতেও উহার প্রতীতি অর্থাৎ উপলব্ধি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ঐ সময় ইহার কিছুই প্রতীতি হয় না; অতএব ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসৎ ও মিথ্যা।

অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎপরাত্মনঃ
পৃথক্প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাহিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তা-
ধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ ॥ ২৩৭ ॥

এই জন্য পরমাত্মা হইতে জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব মোটেই নাই, উহার পৃথক্ প্রতীতি তো রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির সমান মিথ্যাই। আরোপিত বস্তুর

আবার বাস্তবিকতা কোথায়? উহা তো অধিষ্ঠানই ভ্রমবশতঃ ঐ প্রকার ভাসমান হইতেছে।

[কোন সংস্করণে 'গুণাহিবৎ' স্থানে 'গুণাদিবৎ' দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ করিতে হইবে, উহার পৃথক প্রতীতি তো গুণী হইতে গুণের পৃথক্ প্রতীতির সমান উহার পৃথক্ প্রতীতি সর্বথা মিথ্যা।]

ভ্রান্তস্য যদ্যদ্ভ্রমতঃ প্রতীতং
ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদং তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে
ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্ ॥ ২৩৮ ॥

অজ্ঞানীর অজ্ঞানবশতঃ যাহা কিছু প্রতীতি হইতেছে উহা ব্রহ্মই, যেমন ভ্রমদ্বারা উপলব্ধ রজত বস্তুতঃ শুক্তি বা ঝিনুকই। 'ইদং'রূপে সদা ব্রহ্মকেই বলা হইয়া থাকে, ব্রহ্মেতে আরোপিত জগৎ তো কেবল নামমাত্রই।

[যাহাকে জগৎ বলা হইতেছে উহা প্রকৃতপক্ষে জগৎ নহে, উহা বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্মই। অজ্ঞানীর নিকট অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম প্রতীত না হইয়া উহা জগৎরূপে ভাসমান হইতেছে।]

ব্রহ্ম-নিরূপণ—

অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং—
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং
নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্ ॥ ২৩৯ ॥

অতএব পরব্রহ্ম সৎ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, নির্মল, শান্ত, আদি-অন্তরহিত, অক্রিয় এবং সর্বদা আনন্দরসস্বরূপ।

নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং
নিত্যং সুখং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং
জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদং চকাস্তি ॥ ২৪০ ॥

উহা সমস্ত মায়িক ভেদসমূহ (স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়) রহিত,

নিত্য, সুখস্বরূপ, কলারহিত অর্থাৎ পূর্ণ এবং প্রমাণাদির অবিষয় এবং উহা অরূপ, অব্যক্ত, অনাম ও অক্ষয় তেজ যাহা স্বয়ংই প্রকাশিত হইতেছে।

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্বিকল্পম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৪১ ॥

বুধজন অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী ঐ পরমতত্ত্বকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটী রহিত, অনন্ত নির্বিকল্প, কেবল এবং অখণ্ডচৈতন্যমাত্র বলিয়া জানেন।

অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণং মহন্মহঃ ॥ ২৪২ ॥

ঐ ব্রহ্ম ত্যাগ অথবা গ্রহণের অযোগ্য, মন-বাণীর অবিষয়, অপ্রমেয়, আদি-অন্তরহিত, পরিপূর্ণ এবং মহান্ তেজোময়।

মহাবাক্য-বিচার—

তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়ো-
ব্র্হ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োর্যদীত্থম্।
শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্য-
গেকত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ ॥ ২৪৩ ॥

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।৮) আদি মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের দ্বারা শোধন করিয়া উপযুক্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার শ্রুতিদ্বারা বারম্বার পূর্ণ একত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

[সার কথা হইল জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্পাদন করাই ছান্দোগ্যোপনিষদের অভিপ্রেত।]

ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়ো-
র্নিগদ্যতেঽন্যোন্যবিরুদ্ধধর্মিণোঃ।
খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ
কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ ॥ ২৪৪ ॥

(ব্রহ্ম এবং আত্মার) একত্ব কেমন, না যেমন সূর্য এবং খদ্যোত অর্থাৎ জোনাকি, রাজা এবং সেবক, সমুদ্র এবং কূপ তথা সুমেরু এবং পরমাণু সদৃশ

পরস্পর বিরুদ্ধ (বিপরীত) ধর্মীয় একত্র লক্ষ্যার্থে করা হইয়াছে বাস্তবিক বাচ্যার্থে নহে।

[আচার্যচরণ পরমপূজ্য শ্রীশঙ্কর যে ভাবে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচার করিয়াছেন তাহা এইরূপ। শ্রুতি "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যদ্বারা 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের অভিধীয়মান বা বাচক ব্রহ্ম এবং জীব এক বলিতেছেন! ইহারা বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মী কারণ 'তৎ' পদের বাচক ব্রহ্ম অসীম, বিভু এবং সর্ব-ব্যাপক এবং 'ত্বং' পদের বাচক জীব সসীম, ক্ষুদ্র এবং অল্পস্থান ব্যাপক। যেমন ভানু ও খদ্যোত, রাজা ও ভৃত্য, সমুদ্র ও কূপ এবং সুমেরু ও পরমাণুর ঐক্য হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একতা অসম্ভব। এই প্রকার শঙ্কা (সংশয়) হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক। দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মী বস্তুর একতা বা ঐক্য যে অসম্ভব, ইহা মানুষের মনে জাগা কিছু অস্বাভাবিক নহে। ভগবান্ আচার্য শ্রীশঙ্কর এই শঙ্কার নিরাকরণ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম বিরুদ্ধ ধর্মী হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধতা উপাধি কল্পিত, কেন না ঈশ্বরের উপাধি মায়া। এই মায়াই মহত্তত্ত্বাদির কারণ এবং জীবের উপাধি কার্যভূত পঞ্চ কোষ অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই গুলিই জীবের পর পর সূক্ষ্ম উপাধি বা পরস্পর ভেদক গুণ বা ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এই উপাধি যখন মায়া দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, তখন ইহাদ্বারা কৃত ভেদও মিথ্যা ইহা নিশ্চিত জানিবে। পরমাত্মা এবং জীবাত্মার এই উপাধিদ্বয় নিবৃত্ত হইলে কেহই পরমাত্মা নয় বা কেহই জীবাত্মা নয়। নরেন্দ্রের রাজা উপাধি এবং সৈনিকের খেটক বা ঢাল উপাধি যদি নিষেধ বা অপনীত করা যায় তাহা হইলে কি থাকে? রাজ্যের সহিত যুক্ত বলিয়াই মনুষ্য রাজা, খেটক যোগেই মানব সৈনিক, যদি উভয়ের উপাধি অপনোদন করা যায়, তাহা হইলে কেহই নৃপতি নহে এবং কেহই যোদ্ধা বা সৈনিক নহে। উভয়েই সাধারণ মানব মাত্র।

এই স্থলে "তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদদ্বয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, এই দুইয়ের অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে লক্ষণাবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক।

শব্দ উচ্চারণ মাত্রই স্বভাবতঃ যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে শব্দের শক্ত্যর্থ বা বাচ্যার্থ বলে। যেখানে শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থ

গ্রহণ করা যায় সেখানে লক্ষণাবৃত্তি হইয়া থাকে। উহা 'জহতী', 'অজহতী' এবং 'জহত্যজহতী' নামে তিন প্রকার। জহতীলক্ষণাতে শব্দের বাচ্যার্থের সর্বথা ত্যাগ করিয়া উহার একেবারে নূতন অর্থ করা হয়। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" অর্থাৎ গঙ্গায় ঘোষ বাস করিতেছে, কিন্তু ইহা সর্ব প্রকারে অসম্ভব, কারণ গঙ্গা প্রবাহের মধ্যে ঘোষ বাস করিতে পারে না। এই জন্য এখানে 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ 'গঙ্গ-প্রবাহ' না করিয়া 'গঙ্গার তীর' করা হয়। কিন্তু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ 'ঈশ্বর' এবং 'জীবের' সর্বথা ত্যাগ করিয়া দিলে উহাদের চৈতন্যেরও ত্যাগ হইয়া যায় এবং ইহা অভীষ্ট বা অভিলষিত নহে বরং চৈতন্যের একতাই ঈপ্সিত। এই জন্য জহতীলক্ষণাদ্বারা এই পদদ্বয়ের অর্থের একতা হইতে পারে না। অজহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের ত্যাগ না করিয়া উহার সাথে অন্য অর্থেরও গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা করিও। এই বাক্যের অভিপ্রায় কেবল কাক হইতে দধি রক্ষা করাই নহে বরং উহার সঙ্গে কুকুর, বিড়ালাদি অন্য জীব হইতেও দধি সুরক্ষিত করা বুঝায়। অপর আরও একটি উদাহরণদ্বারা ইহা পরিপুষ্ট করা যাইতেছে। যদি বলা যায় "শোণঃ ধাবতি"। "শোণ" শব্দে এখানে রক্তবর্ণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ দৌড়াইতেছে। এইস্থলে রক্তবর্ণের ধাবন বা দৌড়ান অসম্ভব বলিয়া "শোণ" শব্দে শোণগুণবিশিষ্ট অশ্ব বুঝাইতেছে নতুবা অর্থের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হয় না, সুতরাং "শোণ" শব্দের অর্থ থাকিয়া অন্যার্থের গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থে বিরোধ আছে, অতএব অন্য অর্থ সম্মিলিত বা যোগ করিলেও ঐ বিরোধ দূর হইবার নহে। এইজন্য অজহল্লক্ষণাদ্বারা উহাদের অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই উভয় লক্ষণার অতিরিক্ত যেখানে কিছু অর্থ রাখা যায় এবং কিছু অর্থ ছাড়া যায়, উহাকে 'জহত্যজহতী, বা 'ভাগত্যাগ' লক্ষণা কহে। যেমন "সোঽয়ম্" অর্থাৎ "ইহা উহাই", এই বাক্যে 'অয়ম্' পদদ্বারা কথিত পদার্থের অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা এবং 'সঃ' পদের বাচ্য পদার্থের পরোক্ষতা বা অপ্রত্যক্ষতার ত্যাগ করিয়া, এই উভয় ব্যতিরিক্ত যে নির্বিশেষ পদার্থ উহার একতা বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার মহাবাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্য ঈশ্বরের গুণ সর্বজ্ঞতাদি এবং 'ত্বং' পদের বাচ্য জীবের গুণ অল্পজ্ঞতাদির ত্যাগ করিয়া কেবল উভয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের এবং জীবের চৈতন্যাংশে একতা বলা হয়।

এই কথাই আর একটি উদাহরণদ্বারা অধিক পরিস্ফুট বা সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে। যদি বলি "সঃ অয়ম্ দেবদত্তঃ, যো অয়ং ময়া বিংশতিবর্ষপূর্বং কাশ্যাং দৃষ্টঃ স এব ইদানীং বর্তমানসময়ে প্রয়াগনগরে বিদ্যতে", এই সেই দেবদত্ত যাহাকে আমি বিংশতি বর্ষ পূর্বে কাশীতে দেখিয়াছিলাম, সেই দেবদত্ত এখন বর্তমানকালে প্রয়াগনগরে অবস্থান করিতেছে। এই বাক্যে বিরুদ্ধাংশ দেশ এবং কাল পরিত্যাগ করিলে কাশীর পূর্বের দেবদত্ত, প্রয়াগের বর্তমান দেবদত্ত একই ব্যক্তি। সেই প্রকার "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে 'তৎ' এবং 'ত্বং' এই দুই পদের বাচ্যার্থ মায়া এবং অবিদ্যা, এই দুই উপাধি বিরুদ্ধ ধর্মী হইলেও ঈশ্বর এবং জীব উভয়ে চৈতন্যাংশে সমান। ঈশ্বরের চৈতন্যাংশকে ব্রহ্ম বলে এবং জীবের চৈতন্যাংশকে কূটস্থ বা সাক্ষী বলে। বস্তুতঃ উভয়ই এক বা সমান। জীব এবং ঈশ্বরের একতা মহাবাক্যের বাচ্যার্থের দ্বারা সম্ভব নহে পরন্তু লক্ষ্যার্থের দ্বারা সম্ভব। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বগুণপ্রধান অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের উপাধি বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়া—অতএব বাচ্যার্থ দৃষ্টিতে এই দুইয়ের একতা হইতে পারে না। কিন্তু জীবের এবং ঈশ্বরের উপাধি ত্যাগ করিলে উভয়ের মধ্যে একই চৈতন্য বিদ্যমান অর্থাৎ চৈতন্যাংশে দুইয়ের মধ্যে একতা বর্তমান। অতএব দীন, দুঃখীরূপে পতিত যে জীব, সে পরমার্থ দৃষ্টিতে অনন্তবৈভবসম্পন্ন, মন ও বাণীর অবিষয় নিরুপাধিক ব্রহ্মই।]

তয়োর্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো
 ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।
ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং
 জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোশম্॥ ২৪৫॥

দুইয়ের এই বিরোধ কিন্তু উপাধিজন্য এবং এই উপাধিও বাস্তবিক নহে। ঈশ্বরের উপাধি মহত্তত্ত্বাদির কারণরূপা মায়া এবং জীবের উপাধি কার্যরূপ পঞ্চকোশ।

[এই উপাধি না থাকিলে ঈশ্বরও থাকেন না, জীবও থাকে না। কেবল চৈতন্যই চৈতন্য থাকে।]

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ
 সম্যঙ্‌নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটক-
 স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥ ২৪৬॥

এই মায়া এবং পঞ্চকোশ পরমাত্মা এবং জীবের উপাধি। ইহাদের উত্তমরূপে বাধ বা নিষেধ হইয়া গেলে না পরমাত্মাই থাকেন না জীবাত্মাই। যেমন রাজ্য রাজার উপাধি এবং ঢাল সৈনিকের উপাধি। এই দুই উপাধি না থাকিলে অর্থাৎ রাজার রাজ্য না থাকিলে এবং সৈনিকের ঢাল না থাকিলে, না কেহ রাজা আর না কেহ যোদ্ধা বা সৈনিক। উভয়েই মানুষ মাত্র।

অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমানুগৃহীতযুক্ত্যা
তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এব ॥ ২৪৭ ॥

ব্রহ্মে দ্বৈতের কল্পনা। ['অথাত আদেশো নেতি নেতি' (বৃহদারণ্যকো-পনিষৎ ২।৩।৬) বলিয়া] শ্রুতি স্বয়ং নিষেধ করিতেছেন ; অতএব শ্রুতি-প্রমাণানুকূল যুক্তিদ্বারা উপরোক্ত উপাধি সকলের বাধ বা নিষেধ করা উচিত।

নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং
রজ্জৌ দৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।
ইত্থং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যা* ব্যপোহ্য
জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ ॥ ২৪৮ ॥

এই দৃশ্য কল্পিত হইবার কারণ রজ্জুতে সর্প প্রতীতির ন্যায় এবং স্বপ্নে ভাসমান বিবিধ পদার্থের মত সত্য নহে। এই প্রকারসাধু যুক্তিদ্বারা বা প্রবল যুক্তিদ্বারা দৃশ্যের নিষেধ বা বাধ করিবার ফলে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বভাব অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই জানিবার যোগ্য।

ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ
তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাজহত্যা
কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

জীবাত্মার এবং পরমাত্মার অখণ্ডৈকরসতার সিদ্ধির জন্য মহাবাক্যে লক্ষণা করিলেই উহার জ্ঞান হয়। উহার যথার্থ জ্ঞান না তো জহতী লক্ষণা-

---

* পাঠান্তর সাভিযুক্ত্যা

দ্বারাই সিদ্ধ হয় আর না তো অজহতীর দ্বারাই। অতএব এই স্থানে জহত্য-জহতী উভয় লক্ষণারই প্রয়োগ করা আবশ্যক। [২৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা
বিরুদ্ধধর্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে
বিরুদ্ধধর্মানুভয়ত্র হিত্বা ॥ ২৫০ ॥

(জহতী এবং অজহতী লক্ষণা এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণন করা হইতেছে।) 'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে 'সেই' শব্দের পরোক্ষত্ব এবং 'এই' শব্দের অপরোক্ষত্ব এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মীয় বাধ বা নিষেধ করিলে যেমন দেবদত্তের একতাই নিষ্পন্ন হয়; সেই প্রকার "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে 'তৎ' পদের বাচ্য ঈশ্বরের উপাধি 'মায়া' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্য জীবের উপাধি 'অন্তঃকরণ বা পঞ্চকোশ বা অবিদ্যা'—এই দুইয়ের বিরুদ্ধ ধর্মের বাধ বা নিষেধ করিলে শুদ্ধচৈতন্যাংশের একতা সিদ্ধ হয়।

[ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে পুনরায় দেওয়া হইল না।]

সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনো-
রখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে
ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ॥ ২৫১ ॥

এই প্রকার লক্ষণাদ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার চেতনাংশের একতার নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাদের অখণ্ডভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই-ভাবে শত শত মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম এবং আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অখণ্ডভাবরূপ একতা স্পষ্ট কথিত হইয়া থাকে। [সাধারণতঃ আমরা চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের সহিতই পরিচিত যথা সামবেদের তত্ত্বমসি, ঋগ্বেদের প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, যজুর্বেদের অহং ব্রহ্মাস্মি এবং অথর্ববেদের অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যথা—কালত্রয়াবাধিতং ব্রহ্ম, সত্যাত্মকং ব্রহ্ম, অখণ্ডাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, স্বয়ং প্রকাশাত্মকং ব্রহ্ম, সতং জ্ঞানমনন্তং

ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, অস্তিভাতিপ্রিয়াত্মকং ব্রহ্ম, সগুণ-নির্গুণ-স্বরূপং ব্রহ্ম, জগদধিষ্ঠানাত্মকং ব্রহ্ম, প্রমাতৃচৈতন্যাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যাদি।]

ব্রহ্ম-ভাবনা—

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য
সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্।
যতো মৃষামাত্রমিদং প্রতীতং
জহীহি যৎস্বাত্মতয়া গৃহীতম্।
ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা
বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্॥ ২৫২ ॥

[অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৮।৭) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা] অসৎ স্থূলতাদির দূরীকরণের পর আকাশের সমান ব্যাপক অতর্ক্য বস্তু অর্থাৎ যাহাকে তর্ক-যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, স্বয়ংই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য আত্মরূপে গৃহীত এই দেহাদি মিথ্যাই প্রতীত হয়, এই সকল মিথ্যা বস্তুতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার শুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা অখণ্ডবোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে জান।

মৃৎকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাভিত-
স্তদ্বৎসজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্॥ ২৫৩ ॥

যেমন মৃত্তিকার কার্য ঘটাদি সর্ব প্রকারে মৃত্তিকাই, তেমনি সৎ হইতে উৎপন্ন এই সৎস্বরূপ সম্পূর্ণ জগৎ সন্মাত্রই; কারণ সৎ অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ঐ সত্যই স্বয়ং আত্মা, অতএব যাহা শান্ত, নির্মল এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা তুমিই।

নিদ্রাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞাত্রাদি সর্বং যথা
মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎস্বাজ্ঞানকার্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৪ ॥

যেমন স্বপ্নে নিদ্রাদোষে কল্পিত দেশ, কাল বিষয় এবং জ্ঞাতাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও এই জগৎ, স্বীয় অজ্ঞানের কার্য হওয়ায় মিথ্যাই। যে হেতু এই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অহংকারাদি সকলই অসত্য, তুমিই সেই শান্ত, নির্মল এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।*

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং
নামরূপগুণদোষবর্জিতম্।
দেশকালবিষয়াতিবর্তি যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৫ ॥

যাহা জাতি, নীতি, কুল এবং গোত্রের পরপারে ; নাম, রূপ, গুণ এবং দোষরহিত এবং দেশ, কাল ও বস্তু হইতেও পৃথক্, তুমি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ আপন অন্তঃকরণে চিন্তা কর।

যৎপরং সকলবাগগোচরং
গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদিবস্তু যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৬ ॥

যাহা প্রকৃতিরও উর্ধ্বে এবং বাণীর অবিষয়, নির্মল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যাহাকে জানা যাইতে পারে এবং যে শুদ্ধ চিদ্ঘন অর্থাৎ নিবিড় জ্ঞানস্বরূপ অনাদিবস্তু, তুমি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ আপন অন্তঃকরণে চিন্তা কর।

---

* ইহার পর কোনও সংস্করণে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্বিবেকে তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
স্বপ্নে নষ্টে স্বপ্নবিশ্বং বিচিত্রং স্বস্মাদ্ভিন্নং কিন্তু দৃষ্টং প্রবোধে॥

যাহাতে ভ্রমবশতঃ কোন বস্তু কল্পিত হইয়া থাকে, বিচার করিবার পর উহা তদ্রূপই প্রতীত হয়, উহা হইতে পৃথক্ কিছু হয় না। স্বপ্ন নষ্ট হইবার পর অর্থাৎ স্বপ্ন ভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থাতে কি বিচিত্র স্বপ্ন-প্রপঞ্চ আপনা হইতে পৃথক্ দৃষ্টিগোচর হয়?

ষড়্‌ভিরূর্মিভিরযোগি যোগিহৃদ্-
ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যভূতি যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৭ ॥

যিনি (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু) এই ছয় ঊর্মি বর্জিত, যোগিজন যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, যাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা গ্রহণ করা যায় না এবং যিনি বুদ্ধিরও অগম্য তথা স্তুতি করিবার যোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্ম—এই প্রকার চিত্তে চিন্তা কর।

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং
স্বাশ্রয়ং চ সদসদ্বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানমৃদ্ধিমদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮ ॥

যিনি এই ভ্রান্তি কল্পিত জগদ্রূপ কলার বা শিল্পের আধার, স্বয়ংই আপনার আশ্রয় স্থিত, সৎ এবং অসৎ উভয় হইতে ভিন্ন এবং যিনি নিরবয়ব, উপমা রহিত এবং পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সেই পরব্রহ্মই তুমি—চিত্তে এইরূপ চিন্তা কর।

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়-
ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যবনঘাতকারণং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৯ ॥

যিনি জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় (হ্রাস), ব্যাধি ও নাশ—শরীরের এই ছয় বিকাররহিত ও অবিনাশী এবং বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের কারণ সেই ব্রহ্মই তুমি—এই প্রকার স্বীয় মনে চিন্তা কর।

অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং
নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্তি যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬০ ॥

যিনি ভেদরহিত এবং অপরিণামস্বরূপ, তরঙ্গহীন জলরাশির সমান নিশ্চল, নিত্যমুক্ত এবং বিভাগরহিত সেই ব্রহ্মই তুমি—এইরূপ মনে বিচার কর।

একমেব সদনেককারণং
কারণান্তরনিরাসকারণম্।
কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬১ ॥

যিনি এক হইয়াও অনেকের বা বহুর কারণ এবং অন্য কারণেরও যিনি নিষেধের কারণ, কিন্তু যিনি স্বয়ং কার্য-কারণভাব হইতে পৃথক্ সেই ব্রহ্মই তুমি—এই প্রকার মনন কর।

নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং
যৎক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬২ ॥

যিনি নির্বিকল্প, ভূমা এবং অবিনাশী, ক্ষর (শরীর) ও অক্ষর (জীব) হইতে ভিন্ন এবং অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয় ও অবিনাশী, আনন্দস্বরূপ ও নিষ্কলঙ্ক, সেই ব্রহ্মই তুমি—এইরূপ হৃদয়ে চিন্তা কর।

যদ্বিভাতি সদনেকধা ভ্রমা-
ন্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা।
হেমবৎস্বয়মবিক্রিয়ং সদা
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৩ ॥

যিনি সর্বদা সৎ এবং সুবর্ণের ন্যায় নির্বিকার হইয়াও ভ্রমের দ্বারা হার-কুণ্ডল-বলয়াদির সমান নাম, রূপ, গুণ এবং বিকাররূপে প্রতিভাসমান হন, সেই ব্রহ্মই তুমি—এইরূপ আপন চিত্তে চিন্তা কর।

যচ্চকাস্ত্যনপরং পরাৎপরং
প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৪ ॥

যাঁহার পরে আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবে যিনি প্রকাশমান, অব্যক্ত প্রকৃতিরও পরপারে যিনি অবস্থিত, প্রত্যক্, একরস এবং সকলের অন্তরাত্মা

এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অনন্ত ও অব্যয় (অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল) সেই ব্রহ্মই তুমি—এই প্রকার আপন অন্তঃকরণে চিন্তা কর।

উক্তমর্থমিমমাত্মনি স্বয়ং
ভাবয় প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ
তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥ ২৬৫ ॥

এই পূর্বোক্ত বিষয়কে স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বেদান্তের প্রসিদ্ধ যুক্তির সহিত আপন চিত্তে স্বয়ং বিচার কর। ইহা হইতে করতলগত জলের ন্যায় সংশয়-বিপর্যয় রহিত তত্ত্ববোধ হইবে।

স্বং বোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং
বিজ্ঞায় সঙ্ঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাত্মনৈবাত্মনি সর্বদা স্থিতো
বিলাপয় ব্রহ্মণি দৃশ্যজাতম্ ॥ ২৬৬ ॥

সৈনিক মধ্যে অবস্থিত নৃপতির সমান ভূতগণের সংঘাতরূপ (সমষ্টিরূপ) শরীরের মধ্যে স্থিত স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ তত্ত্বকে জ্ঞাত হইয়া সত্ত্ব তন্ময়ভাবে স্বস্বরূপে স্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ দৃশ্যবর্গকে ঐ ব্রহ্মে লীন কর।

[সাধককে কি ভাবে আত্ম-চিন্তা করিতে হইবে তাহার সঙ্কেত এখানে আচার্যচরণ করিতেছেন।]

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং
ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্ গুহায়াং
পুনর্ন তস্যাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ ॥ ২৬৭ ॥

সেই সৎ-অসৎ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ অদ্বিতীয় সত্য পরব্রহ্ম বুদ্ধি-রূপ গুহাতে বিরাজমান। যিনি এই গুহাতে উঁহার (পরব্রহ্মের) সহিত একরূপ হইয়া নিবাস করেন, হে বৎস! তাঁহাকে পুনরায় শরীররূপ কন্দরে আর প্রবেশ করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহাকে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—মুক্ত হইয়া যায়।

বাসনা-ত্যাগ—

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্না-
ন্মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ ॥ ২৬৮ ॥

জন্ম-মরণরূপ সংসারের হেতু 'আমি কর্তা এবং আমি ভোক্তা' ইহার দৃঢ়তার জন্য হইয়া থাকে, অতএব আত্মবস্তুর জ্ঞান হইয়া যাওয়ার পরও আন্তরদৃষ্টির দ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া প্রযত্নপূর্বক ঐ প্রবল অনাদিবাসনার পরিত্যাগ করা উচিত ; কারণ এই সংসারে বাসনার ক্ষীণতাকেই মুনিগণ মুক্তি কহিয়াছেন।

অহং মমেতি যো ভাবো দেহাক্ষাদাবনাত্মনি।
অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ২৬৯ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুসমূহে যে জীবের 'অহং-মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' ইত্যাকার ভাব তাহাই অধ্যাস। বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্তব্য আত্মনিষ্ঠার দ্বারা ইহাকে দূর করিয়া ফেলা।

জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসাক্ষিণম্।
সোঽহমিত্যেব সদ্‌বৃত্ত্যানাত্মন্যাত্মমতিং জহি ॥ ২৭০ ॥

প্রত্যগাত্মরূপ (দেহ মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামি আত্মাকে প্রত্যগাত্মা কহে) নিজেকে বুদ্ধি এবং উহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী জানিয়া "আমিই সেই" এই প্রকার সমীচিন বা যথার্থ বৃত্তিদ্বারা অনাত্ম-বস্তুতে ব্যাপক যে আত্মবুদ্ধি তাহা ত্যাগ কর।

লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭১ ॥

লোকবাসনা, দেহবাসনা এবং শাস্ত্রবাসনা—এই তিন বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মাতে যে সংসার-অধ্যাস তাহা পরিত্যাগ কর।

[লোকবাসনা বলিতে এখানে আচার্যপাদ স্বর্গাদিলোক বা বিষ্ণুলোকাদির ইচ্ছাকে লক্ষ্য করিতেছেন।]

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥ ২৭২ ॥

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা—এই তিন বাসনার কারণই জীবের ঠিক-ঠিক জ্ঞান হয় না অর্থাৎ প্রকৃত যে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তাহা হয় না।

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছো—
রয়োময়ং পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ পটুবাসনাত্রয়ং
যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্ ॥ ২৭৩ ॥

সংসাররূপ কারাগার হইতে মুক্তীচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই বাসনা-ত্রয়কে পায়ের লোহবেষ্টনী বা বেড়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তিনি মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম।

[যিনি লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মুক্তির দ্বারে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন জানিবে।]

জলাদিসম্পর্কবশাৎপ্রভূত-
দুর্গন্ধধূতাগুরুদিব্যবাসনা।
সঙ্ঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্য-
গ্বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে ॥ ২৭৪ ॥
অতঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা-
ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসঙ্ঘর্ষণতো বিশুদ্ধা।
প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎস্ফুটা ॥ ২৭৫ ॥

যেমন জলাদির সংসর্গে অন্য কোন অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর প্রলেপ অগুরু-কাষ্ঠের উপর দিলে উহার দিব্য সুগন্ধ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং ঘর্ষণদ্বারা উহার বাহ্য দুর্গন্ধ দূর হইবার পর সুগন্ধ উপলব্ধি হয়, তেমনি অন্তঃকরণে স্থিত অনন্ত দুর্বাসনারূপী ধূলার দ্বারা আচ্ছন্ন পরমাত্মবাসনা বুদ্ধির অত্যন্ত সঙ্ঘর্ষণে শুদ্ধ হইয়া চন্দনের গন্ধের সমানই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনাত্মবাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটা ॥ ২৭৬ ॥

অনাত্ম বাসনাসমূহের দ্বারা আত্মবাসনা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; অতএব নিরন্তর আত্মনিষ্ঠায় স্থিত থাকিলে অনাত্মবাসনার নাশ হইবার ফলে আত্ম-বাসনা স্পষ্ট ভাসমান হইতে থাকে।

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন-
স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাঃ।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানা-
মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥ ২৭৭ ॥

মন যেমন যেমন অন্তর্মুখ হইতে থাকে, তেমন তেমন উহা বাহ্য বাসনা-সমূহকে ছাড়িতে থাকে। যখন বাসনানিচয় হইতে মন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন প্রতিবন্ধশূন্য অর্থাৎ অবাধিত আত্মার অনুভব হয়।

[সার কথা হইল—বাসনা ক্ষয় হইলে মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলে উপাধি রহিত স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অনুভব হয়।]

অধ্যাস-নিরসন—

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্যা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৮ ॥

চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া নিরন্তর আত্মস্বরূপেই স্থিত থাকিলে যোগীর মন নষ্ট হইয়া যায় এবং বাসনাসমূহেরও ক্ষয় হয়; অতএব আপন অধ্যাস দূর কর।

[অর্থাৎ আত্মাতে যে দেহবুদ্ধি অথবা দেহে যে আত্মবুদ্ধি তাহা ত্যাগ কর।]

তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯ ॥

রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা তমঃ, সত্ত্বগুণদ্বারা রজঃ এবং শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা সত্ত্বগুণের নাশ হয়, অতএব শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়ে আপন অধ্যাস দূর কর।

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥

প্রারব্ধই শরীরকে পোষণ করে; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চলভাবে ধৈর্য ধারণ করতঃ যত্নপূর্বক আপন অধ্যাস দূর কর।

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১ ॥

আমি জীব নহি, আমি পরব্রহ্ম, এই প্রকার আপনাতে জীবভাবের নিষেধ-পূর্বক, বাসনাত্রয়ের বেগ হইতে প্রাপ্ত জীবত্বের অধ্যাস পরিত্যাগ কর।

[বাসনাত্রয়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে যথা লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা।]

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১ ॥

শ্রুতি, যুক্তি এবং আপন অনুভবদ্বারা আত্মার সর্বাত্মতাকে জানিয়া, কোন সময়ে ভ্রমবশতঃ প্রাপ্ত আপন দেহে যে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যাস তাহা ত্যাগ কর।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩ ॥

প্রবোধিত মুনির কোনই বস্তু গ্রাহ্য না ত্যাজ্য না থাকায় তাঁহার কোনও কর্তব্য নাই। অতএব নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাদ্বারা আত্মাতে অবস্থিত হইয়া অধ্যাস ত্যাগ কর।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৪ ॥

'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন ব্রহ্ম এবং আত্মার একতাজ্ঞানে ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অধ্যাস দূর কর।

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্নিঃশেষবিলয়াবধি।
সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৫ ॥

এই দেহে যে অহংভাব হইতেছে, উহার যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিলয় না হইয়া যায় ততক্ষণ সাবধানতাপূর্বক যুক্তচিত্ত হইয়া আপন অধ্যাস ত্যাগ কর।

প্রতীতির্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৬ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ন্যায় জীব ও জগতের প্রতীতি বা উপলব্ধি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হে বিদ্বন! আপন আত্মাতে যে অধ্যাস হইতেছে তাহা নিরন্তর ত্যাগ কর।

[স্বপ্নের দৃশ্য বস্তু স্বপ্নাবস্থায় সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্বপ্নভঙ্গের পর যেমন মিথ্যা বলিয়া উহা অনুভব হয়, তদ্রূপ জ্ঞান না হওয়ায় জীব ও জগৎ সত্য বলিয়া ধারণা হয়, জ্ঞান হইতে উহা সর্বথা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।]

নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।
ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি॥ ২৮৭॥

নিদ্রা, লৌকিক কথাবার্তা অথবা শব্দাদিদ্বারা আত্মবিস্মৃতির অবসর না দিয়া [অর্থাৎ কোন কারণেই স্বরূপানুসন্ধান না ভুলিয়া] স্বীয় অন্তঃকরণে সতত আত্মচিন্তন কর।

মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।
ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতি ভব॥ ২৮৮॥

পিতা-মাতার মল হইতে উৎপন্ন এবং মল এবং মাংসদ্বারা পূর্ণ এই শরীরকে চণ্ডালের ন্যায় দূর হইতেই ত্যাগ-করতঃ এবং ব্রহ্মভাবে স্থিত হইয়া কৃতকৃত্য হও।

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তুষ্ণীং ভব সদা মুনে॥ ২৮৯॥

হে মুনে! ঘটাকাশ নাশ হইলে যেমন মহাকাশে মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করিয়া সর্বদা অখণ্ডভাবে মৌন হইয়া স্থিত থাক।

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ॥ ২৯০॥

জগতের অধিষ্ঠান যে স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্ম, সেই সৎস্বরূপের সহিত এক হইয়া পিণ্ড অর্থাৎ দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জগৎ এই দুই উপাধিকেই মলপূর্ণ ভাণ্ডের সমান পরিত্যাগ কর।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহরূঢ়ামহংধিয়ম্।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্বদা॥ ২৯১॥

দেহে ব্যাপ্ত অহংবুদ্ধিকে নিত্যানন্দস্বরূপ চিদাত্মাতে স্থিত করিয়া লিঙ্গ-শরীরের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অভিমান ত্যাগান্তে সদা অদ্বিতীয়রূপে স্থিত থাক।

যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃ পুরং যথা।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৯২ ॥

যাঁহাতে এই জগতের আভাস (অস্পষ্ট বা ক্ষীণ প্রকাশ) দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরের তুল্য প্রতীত হইতেছে, সেই ব্রহ্মই আমি, এইরূপ জ্ঞান হইলে তুমি কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

[এই উপমাটিই শ্রীদক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে দেওয়া হইয়াছে—
বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং,
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথানিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ম্,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥]

যৎসত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং
চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।
তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেত-
চ্ছৈলূষবদ্বেষমুপাত্তমাত্মনঃ ॥ ২৯৩ ॥

যে চেতন, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং আপনারই আদ্য বা মূল স্বরূপ, উহাকে প্রাপ্ত হইয়া নটের (অভিনেতার) ন্যায় পোষাকপরা এই শরীররূপী মিথ্যা বেশের আস্থা বা ভরসা পরিত্যাগ করে।

[সার কথা হইল অভিনেতা যেমন অভিনয় শেষ হইলে তাহার বেশভূষার উপর মমত্ব না রাখিয়া ও ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া উহাকে ত্যাগ করে তদ্রূপ মুমুক্ষুর কর্তব্য এই মিথ্যা শরীরের উপর আস্থা বা বিশ্বাস না রাখিয়া অবিলম্বে ইহার উপর হইতে মমত্ব ত্যাগ করা।]

অহংপদার্থ-নিরূপণ—
সর্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব
নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্বমিতি প্রতীতিঃ
কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিদ্ধেৎ ॥ ২৯৪ ॥

এই দৃশ্য-জগৎ সর্বপ্রকারে মিথ্যাই। ইহার ক্ষণিকতা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা অহংপদার্থ হইতে পারে না। অতঃ এই ক্ষণস্থায়ী অহংকারের 'আমি সব জানি'—এইরূপ প্রতীতি বা উপলব্ধি কি করিয়া হইতে পারে?

অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী
নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজো নিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
তৎপ্রত্যগাত্মা সদসদ্বিলক্ষণঃ ॥ ২৯৫ ॥

অহংপদার্থ তো অহংকারাদির সাক্ষী, কারণ উহার সত্তা বা অস্তিত্ব সুষুপ্তি অবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং শ্রুতিও উহাকে 'অজো নিত্যং'—এই প্রকার বলেন। অতএব উহা প্রত্যগাত্মা এবং সৎ-অসৎরূপ মায়া হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন।

[প্রত্যগাত্মা বা সাক্ষী-চৈতন্য সদসৎরূপ মায়া হইতে পৃথক্ পদার্থ। ইহা নিত্য ও অজ এবং মায়া ক্ষণস্থায়ী।]

বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা
নিত্যোঽবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং
পুনঃ পুনর্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ ॥ ২৯৬ ॥

অহংকারাদি বিকারী বস্তুসমূহের, সমস্ত বিকারের জ্ঞাতা নিত্য এবং অবিকারী হওয়া উচিত। মনোরথ-স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালে এই স্থুল-সূক্ষ্ম দুই শরীরের অভাব বারবার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় অতএব ইহা 'অহংপদার্থ আত্মা' কি করিয়া হইতে পারে?

[অর্থাৎ অহংকার কখনও 'অহংপদার্থ আত্মা' হইতে পারে না। সংকল্প করিবার সময়, স্বপ্ন দেখিবার সময় এবং সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময় এই স্থুল এবং সূক্ষ্ম শরীরের অভাব সর্বদাই দেখা যায় অতএব ইহা অহংপদার্থ হইতে পারে না। আত্মা বা দ্রষ্টা ইহা হইতে পৃথক্‌বস্তু। দৃশ্যবস্তু হইতে দ্রষ্টা সর্বদাই ভিন্ন হইয়া থাকে। দৃশ্যবস্তুসমূহ বিকারী বা পরিবর্তনশীল এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষী সর্বদাই অবিকারী এবং নিত্য।]

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে
পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।
কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিম্॥ ২৯৭ ॥

এই কারণে এই মাংসপিণ্ড অর্থাৎ দেহ এবং ইহার বুদ্ধি-কল্পিত অভিমানী জীবে অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মাকে যাহা তিনকালের দ্বারা অবাধিত অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান তিন কালেই যাহা সমানভাবে অবস্থিত এবং অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ জানিয়া শান্তিলাভ কর।

ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনাম-
রূপাশ্রমেষ্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্মানপি কর্তৃতাদীং-
স্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ॥ ২৯৮ ॥

এই জন্য মরণশীল এই তলতলে মাংসপিণ্ডের আশ্রিত কুল, গোত্র, নাম, রূপ ও আশ্রমের অভিমান ছাড় এবং কর্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি লিঙ্গদেহের কর্মকেও ত্যাগ করিয়া অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ হইয়া যাও।

[এই নশ্বর মাংসপিণ্ডরূপ স্থূল দেহটাকে আশ্রয় করিয়াই কুল, গোত্র, নাম, রূপ ও আশ্রমের অভিমান এবং সূক্ষ্মদেহটাকে আশ্রয় করিয়া হয় কর্তার ও ভোক্তার অভিমান। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার এই সকল অভিমান কদাপি হইতে পারে না।]

অহংকার-নিন্দা—

সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।
তেষামেকং মূলং প্রথমবিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ॥ ২৯৯ ॥

পুরুষের অর্থাৎ জীবের এই সংসার বন্ধনের কারণ আরও অনেক প্রতিবন্ধ বা বাধা আছে; কিন্তু ঐ সকলের মূল এবং প্রথম বিকার অহংকারই, কেন না অন্য সকল অনাত্মভাবের প্রাদুর্ভাব ইহা হইতেই হয়।

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা॥ ৩০০ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুরাত্মা বা দুর্বৃত্ত অহংকারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে ততক্ষণ মুক্তি তো দূরের কথা উহার লেশমাত্রও আশা রাখা উচিত নহে।

অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৩০১ ॥

অহংকাররূপ গ্রহ অর্থাৎ রাহু মুক্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় আত্মা নির্মল, পূর্ণ এবং নিত্যানন্দস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আপন স্বরূপপ্রাপ্ত হয়।

যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো
বুদ্ধ্যা বিক্লৃপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে
ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০২ ॥

অজ্ঞানদ্বারা অত্যন্ত মোহিত বুদ্ধির কল্পনা হইতে এই শরীরই যে "আমি" এই প্রকার প্রতীতি হইতেছে, উহা সর্বপ্রকারে বিনাশ হইয়া গেলে, ব্রহ্মে প্রতিবন্ধকশূন্য বা নির্বাধ আত্মভাব হয়।

[সার কথা হইল—দেহে যে 'আত্মবুদ্ধি' ইহাই হইল সকল অনর্থের মূল। ইহাই আত্মা বা স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়।]

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা দ্যুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ ॥ ৩০৩ ॥

ব্রহ্মানন্দরূপ পরমধনকে অহংকাররূপ মহাভয়ঙ্কর সর্প উহার (সত্ত্ব, রজঃ ও তমরূপ) তিন প্রচণ্ড মস্তকদ্বারা বেষ্টন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে; যখন বিবেকী পুরুষ আত্মানুভবরূপ উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ মহান্ জ্ঞানখড়্গদ্বারা এই তিন মস্তক ছেদন করিয়া এই ঘোর সর্পকে বিনাশ করেন, তখন তিনি অর্থাৎ বিবেকী পুরুষ এই পরমানন্দদায়িনী ধনরত্ন বা সম্পত্তি ভোগ করিতে সক্ষম হন।

যাবদ্বা যৎকিঞ্চিদ্বিষদোষস্ফূর্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ ॥ ৩০৪ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে বিষের কিঞ্চিৎও দোষ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা শরীরকে কি প্রকারে নিরোগ থাকিতে দিবে? সেই প্রকার যোগীর মুক্তির পথে অহংকারের যৎকিঞ্চিত বা লেশমাত্রও অত্যন্ত প্রতিবন্ধক বা বাধা হইয়া থাকে।

অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাদয়মহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্ ॥ ৩০৫ ॥

অহংকার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে, উহা হইতে উৎপন্ন নানা প্রকারের বিকল্প বিনাশ হইয়া গেলে, আত্মতত্ত্বের বিবেকে, 'এই আত্মাই আমি' এইরূপ তত্ত্ব-বোধ প্রাপ্ত হয়।

অহঙ্কর্তর্য্যস্মিন্নহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা
বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলজুষি স্বস্থিতিমুষি।
যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরা দুঃখবহুলা
প্রতীচশ্চিন্মূর্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্ ॥ ৩০৬ ॥

আত্মপ্রতিবিম্বযুক্ত স্বরূপের আবরক বা আচ্ছাদক এই বিকারাত্মক অহংকারে যে অহংবুদ্ধি তাহা শীঘ্রই ত্যাগ কর। ইহার অধ্যাসের ফলে চৈতন্যমূর্তি, আনন্দস্বরূপ প্রত্যগাত্মা এমন যে তুমি, তোমাকে জন্ম, জরাদি নানা প্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ এই সংসারবন্ধন ক্লেশ প্রদান করিতেছে।

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভো-
রানন্দমূর্তেরনবদ্যকীর্তেঃ।
নৈবান্যথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে
বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ ॥ ৩০৭ ॥

সর্বদা একরূপ, চিদাত্মা, ব্যাপক, আনন্দস্বরূপ, পবিত্রকীর্তি এবং অবিকারী আত্মার, এই অলংকাররূপ অধ্যাসব্যতীত আর অন্য কোন প্রকারে সংসার-বন্ধন হইতে পারে না।

তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং
ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎপ্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং
ভুঙ্‌ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্ ॥ ৩০৮ ॥

অতএব হে বিদ্বন্! ভোজন পরায়ণ ব্যক্তির কণ্টকবিদ্ধ গলদেশে কণ্টক বেঁধার মত এই অহংকাররূপ আপন শত্রুকে বিজ্ঞানরূপ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ মহাখড়্গদ্বারা উত্তমরূপে ছেদন করিয়া আত্ম-সাম্রাজ্য-সুখ ইচ্ছা মত প্রচুর ভোগ কর।

ততোঽহমাদের্বিনিবর্ত্য বৃত্তিং
সন্ত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তুষ্ণীং সমাস্স্বাত্মসুখানুভূত্যা
পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ॥ ৩০৯॥

পুনঃ অহংকারাদির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি বৃত্তিসমূহকে অপসারণ করিয়া, পরমার্থতত্ত্ব প্রাপ্তিদ্বারা রাগশূন্য অর্থাৎ আসক্তিরহিত হইয়া আত্মানন্দের অনুভবে, ব্রহ্মভাবে পূর্ণ স্থিত হইয়া নির্বিকল্প অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বভেদশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে একাগ্রচিত্তে অবস্থান করতঃ মৌন হইয়া যাও।

সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুন-
র্ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্যদি চেতসা ক্ষণম্।
সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি
নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা॥ ৩১০॥

এই প্রবল অহংকার সমূলে নষ্ট করিয়া দিলেও যদি ক্ষণকালের জন্যও চিত্তের সম্পর্ক প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পুনরায় ইহা প্রকট হইয়া শত শত উৎপাত সৃষ্টি করিয়া দেয়; যেমন বর্ষাকালে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মেঘ নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া থাকে।

[অহংকার নষ্ট হইয়া গেলেও মুমুক্ষুর পক্ষে সাবধান থাকা উচিত যাহাতে পুনরায় উহা চিত্তের সম্পর্কে আসিয়া উদিত না হয়।]

ক্রিয়া, চিন্তা এবং বাসনা ত্যাগ—

নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ
ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
স এব সঞ্জীবনহেতুরস্য
প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু॥ ৩১১॥

এই অহংকাররূপ শত্রুর নিগ্রহ করা সত্বেও বিষয়চিন্তাদ্বারা ইহাকে মাথা খাড়া করিবার অবসর কখনও দেওয়া উচিত নহে। কারণ নষ্টীভূত জম্বীরবৃক্ষ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জীবিত হয় তদ্রূপ বিষয়চিন্তাদ্বারা অহংকার পুনরুজ্জীবন লাভ করে অর্থাৎ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে।

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী
বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব
ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ॥ ৩১২॥

যে পুরুষ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে স্থিত আছে সেই কামনাশীল হইয়া থাকে। যাঁহার দেহের সম্বন্ধ নাই, সে বিলক্ষণ আত্মা কি প্রকারে সকাম হইতে পারে? এই জন্য ভেদাসক্তির উৎপাদক বিষয়চিন্তাতে লিপ্ত হওয়াই সংসারবন্ধনের মুখ্য কারণ।

কার্যপ্রবর্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎকার্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১৩॥

কার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহার বীজেরও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইতে দেখা যায় এবং কার্যের নাশ হইলে বীজের নাশ হইয়া যায়; অতএব কার্যেরই নাশ করিয়া দেওয়া উচিত।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥ ৩১৪॥

বাসনার বৃদ্ধির সহিত কার্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কার্য বাড়িলে বাসনাও বাড়ে; এই প্রকারে মনুষ্যের সংসার-বন্ধন একেবারে নিবৃত্ত হয় না।

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥ ৩১৫॥

এই জন্য সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যতি এই দুইয়েরই নাশ করিবেন। বিষয়-চিন্তা এবং বাহ্য-ক্রিয়া—ইহা হইতেই বাসনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাং চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥ ৩১৬ ॥
সর্বত্র সর্বতঃ সর্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনম্।
সদ্ভাববাসনাদার্ঢ্যাত্তৎ ত্রয়ং লয়মশ্নুতে ॥ ৩১৭ ॥

এবং এই দুইয়ের অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা ও বাহ্য-ক্রিয়ার দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাসনা আত্মার জন্য সংসাররূপ বন্ধন উৎপন্ন করে। এই তিনের অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা, বাহ্য-ক্রিয়া ও বাসনা ক্ষয়ের বা নাশের উপায় সকল অবস্থায়, সর্বদা, সর্বত্র, সর্বপ্রকারে সবকে ব্রহ্মমাত্র দেখা। এই ব্রহ্মময় বাসনা দৃঢ় হইলে এই তিনের লয় হয়।

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৩১৮ ॥

ক্রিয়া নষ্ট হইলে চিন্তারও নাশ হইয়া থাকে। এবং চিন্তার নাশে বাসনার ক্ষয় হয়; এই বাসনার ক্ষয়ের নামই মোক্ষ, এবং ইহাকেই জীবন্মুক্তি কহে। [স্বামী শ্রীবিদ্যারণ্য তাঁহার জীবন্মুক্তি বিবেকে বলিয়াছেন মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়ই জীবন্মুক্তি।]

সদ্বাসনাস্ফূর্তিবিজৃম্ভণে সতি
হ্যসৌ বিলীনা ত্বহমাদিবাসনা।
অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং
বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা ॥ ৩১৯ ॥

সূর্যের অরুণপ্রভা উদয় হইতেই যেমন রাত্রির অত্যন্ত ঘোর অন্ধকারও সর্বথা (সর্বপ্রকারে) নাশ হইয়া যায় অথবা অত্যন্ত ঘোর অন্ধকার রাত্রি সর্বথা নাশ হইয়া যায় তেমনি ব্রহ্ম-বাসনার স্ফুরণ বা বিকাশ হইলে এই অহংকারা-দির বাসনাসমূহ লীন হইয়া যায়।

তমস্তমঃকার্যমনর্থজালং
ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ
নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥ ৩২০ ॥

সূর্যোদয় হইবার পর যেমন অন্ধকার এবং অন্ধকারে কৃত (চৌর্যাদি) অনর্থসমূহ কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ এই অদ্বিতীয় আত্মানন্দরসের অনুভব হইলে না তো সংসার-বন্ধন থাকে আর না উহা হইতে উৎপন্ন দুঃখের গন্ধই থাকে।

[অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া যায়।]

প্রমাদ-নিন্দা—

দৃশ্যং প্রতীতং প্রবিলাপয়ন্স্বয়ং
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।
সমাহিতঃ সন্বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্মবন্ধে ॥ ৩২১ ॥

যদি তোমার কর্মবন্ধন এখনও অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই প্রতীয়মান দৃশ্যকে লয় করতঃ এবং বাহিরে-ভিতরে সাবধান থাকিয়া আপন সত্তামাত্র আনন্দঘনস্বরূপের চিন্তা করিতে করিতে কাল-ক্ষেপ কর।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩২২ ॥

ব্রহ্মবিচারে কখন প্রমাদ বা অনবধানতা করা উচিত নহে, কারণ ব্রহ্মার পুত্র (ভগবান্ সনৎসুজাত) "প্রমাদই মৃত্যু" এই প্রকার বলিয়াছেন।

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ ৩২৩ ॥

বিচারবান্ পুরুষের পক্ষে আপন স্বরূপানুসন্ধানে প্রমাদ বা অনবধানতা বা অমনোযোগী হওয়ার চাইতে কোন বড় অনর্থ নাই, কেননা ইহা হইতেই মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে ব্যথার অর্থাৎ ক্লেশের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।
বিক্ষেপয়তি ধীর্দোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩২৪ ॥

যেমন কুলটা নারী স্বীয় প্রেমিক জার-পুরুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করতঃ পাগল করিয়া

দেয় তেমনি বিদ্বান্ পুরুষেরও বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আত্মবিস্মৃতি বুদ্ধিদোষে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

[সার কথা হইল—বিদ্বান্ পুরুষ যখন বিষয়চিন্তায় মগ্ন হয় তখন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায় এবং নিজেকে ভুলিয়া যায়।]

যথাপ্রকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্‌মুখম্ ॥ ৩২৫ ॥

যেমন শৈবাল (শেওলা) জল হইতে একবার সরাইয়া দিলেও ক্ষণকাল জল হইতে পৃথক্ থাকে না, অবিলম্বে পুনরায় উহাকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি আত্মবিচারহীন বিদ্বান্‌কেও মায়া আবার ঘেরিয়া ফেলে।

[এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরও কখন বিচার ত্যাগ করিতে নাই। সদাই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের অনুশীলন করা উচিত।]

লক্ষ্যচ্যুতং সত্যদি চিত্তমীষদ্—
বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥ ৩২৬ ॥

যেমন অসাবধানবশতঃ হাত হইতে চ্যুত সিঁড়ির উপরে পতিত খেলিবার বল এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়িতে পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ নীচে চলিয়া যায় তেমনি যদি চিত্ত স্বীয় লক্ষ্য (ব্রহ্ম) হইতে চ্যুত হইয়া একটুও বহির্মুখ হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় পর পর উহা নীচেই পতিত হইতে থাকে।

বিষয়েষ্বাবিশচ্চেতঃ সঙ্কল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্‌সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্ ॥ ৩২৭ ॥

বিষয়ে সংলগ্ন চিত্ত উহার গুণেরই চিন্তা করে, তদনন্তর নিরন্তর চিন্তার ফলে উহার কামনা মনে জাগ্রত হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।
সঙ্কল্পং বর্জয়েত্তস্মাৎ সর্বানর্থস্য কারণম্ ॥ ৩২৮ ॥

বিষয়-প্রবৃত্তিদ্বারা মানুষ আত্মস্বরূপ হইতে নীচে পতিত হয় এবং যে একবার স্বরূপ হইতে পতিত হইয়া যায়, তাহার নিরন্তর অধঃপতন হইতেই থাকে এবং পতিত ব্যক্তির নাশ বা পতন ছাড়া উত্থান তো প্রায় কখন দেখাই যায় না। অতএব সকল অনর্থের কারণরূপ সঙ্কল্প ত্যাগ করাই উচিত।

[সঙ্কল্প বলিতে পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য এখানে বিষয় বাসনাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।]

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যু-
র্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্
সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ ॥ ৩২৯ ॥

এই জন্য বিবেকী এবং ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের পক্ষে সমাধিতে প্রমাদ বা অসাবধান হওয়া অপেক্ষা বড় আর কোন মৃত্যু নাই। সমাহিত পুরুষই পূর্ণ আত্মসিদ্ধি প্রাপ্ত করিতে পারেন ; অতএব সাবধানতাপূর্বক চিত্তকে সমাহিত বা স্থির কর।

অসৎ-পরিহার—

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃ শ্রুতিঃ ॥ ৩৩০ ॥

যিনি জীবিতাবস্থাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার দেহান্তেও কৈবল্য মুক্তি হইয়া থাকে। ভেদদর্শীর কৈবল্যমুক্তি হয় না কারণ যে একটুও ভেদ দর্শন করে তাহার জন্য যজুর্বেদের শ্রুতি ভয় বলিতেছেন।

[যজুর্বেদে ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন "যদা হ্যে বৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭) যে জীব ব্রহ্মে কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ জানে, তাহার ভয় হয়। দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়, আপনা বা নিজ হইতে কখনও ভয় হয় না।]

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ
ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদৈব
যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ ॥ ৩৩১ ॥

যখন কভু এই বিদ্বান্ অনন্ত ব্রহ্মে অনুমাত্রও ভেদদৃষ্টি করেন তখনই তাহার ভয় প্রাপ্তি হয় কারণ স্বরূপের প্রমাদে বা ভুলেই অখণ্ড আত্মায় ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে।

[অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যখনই দ্বিতীয়ের কল্পনা বা প্রতীতি হয় তখনই ঘৃণা, লজ্জা ও ভয় হইয়া থাকে। নিজের কাছে কি কখন ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়াদি হয় ?]

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে
দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং
নিষিদ্ধকর্তা স মলিম্লুচো যথা ॥ ৩৩২ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি এবং শত শত যুক্তিদ্বারা নিষিদ্ধ এই দৃশ্যে বা দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি করে, সেই নিষিদ্ধ কর্ম-কর্তা চোরের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে।

সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো
মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যেদ্
দৃষ্টং তদেতদ্যদচোরচোরয়োঃ ॥ ৩৩৩ ॥

যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ সত্য পদার্থের সন্ধান করেন তিনি মুক্ত হইয়া স্বীয় নিত্য মহত্ত্বকে প্রাপ্ত করেন এবং যে মিথ্যা দৃশ্য পদার্থের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে সে নষ্ট হইয়া যায় ; এইরূপ সাধু ও চোর সম্বন্ধে দৃষ্টিগোচরও হয়। †

---

† এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।১৬।১-২) এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে ব্যক্তির উপর চুরি করার সন্দেহ হয় তাহার হস্তে রাজপুরুষ (রাজকর্মচারী) তপ্ত পরশু প্রদান করে। যদি সে চুরি করিয়া থাকে এবং বলে 'আমি চুরি করি নাই' এইরূপ বলিয়া মিথ্যা কথা বলে তাহা হইলে ঐ তপ্ত পরশুদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায় এবং তখন রাজপুরুষ উহাকে বধ করে। আর যদি ঐ ব্যক্তি চুরি না করিয়া থাকে তাহা হইলে সত্যদ্বারা সুরক্ষিত রহিবার জন্য সে তপ্ত পরশুদ্বারা দগ্ধ হয় না এবং রাজপুরুষও উহাকে ছাড়িয়া দেয়।

যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা
হরতি পরমবিদ্যাকার্যদুঃখং প্রতীতম্॥ ৩৩৪॥

যতি বা সন্ন্যাসীর উচিত অসৎ-পদার্থের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, 'এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার আত্মদৃষ্টিতেই স্থির হইয়া থাকা। স্বীয় অনুভবের দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠাই অবিদ্যার কার্যভূত এই প্রতীয়মান প্রপঞ্চের দুঃখ দূর করিয়া পরম সুখ প্রদান করে।

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্ধয়েৎ ফলং
দুর্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং
স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্॥ ৩৩৫॥

বাহ্য বিষয়সমূহের চিন্তা আপন দুর্বাসনারূপ ফলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে, অতএব বিবেকপূর্বক আত্মস্বরূপকে অবগত হইয়া বাহ্য বিষয়সমূহকে পরিত্যাগকরতঃ নিত্য আত্মানুসন্ধান বা ব্রহ্মচিন্তাই করিতে থাক।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো
বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৬॥

বাহ্য পদার্থসকলকে নিরুদ্ধ বা নিষেধ করিলে মনে আনন্দ হয় এবং মনে আনন্দের উদ্রেক বা সঞ্চার হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং উহার সম্যক্ দর্শন হইলে সংসার-বন্ধনের নাশ হয়। এই প্রকার বাহ্য বস্তুর নিরোধই মুক্তির মার্গ।

কঃ পণ্ডিতঃ সন্সদসদ্বিবেকী
শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জানন্ হি কুর্যাদসতোঽবলম্বং
স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ॥ ৩৩৭॥

সৎ-অসৎবস্তুর বিবেকী, শ্রুতির প্রমাণসকলের জ্ঞাতা, পরমার্থতত্ত্বের অভিজ্ঞাত বা বিশেষজ্ঞ এমন কোন বুদ্ধিমান্ হইবেন, যিনি মুক্তির ইচ্ছা পোষণ করিয়াও এবং জানিয়া-শুনিয়া বালকের ন্যায় আপন পতনের হেতু অসৎপদার্থের গ্রহণ করিবেন।

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তি-
মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ
স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৩৩৮ ॥

যাহার দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আসক্তি আছে তাহার মুক্তি হইতে পারে না এবং যিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দেহাদিতে অভিমান থাকিতে পারে না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের অনুভব হইতে পারে না এবং জাগ্রৎ পুরুষের স্বপ্নের অনুভব হইতে পারে না ; কারণ এই দুই অবস্থা ভিন্ন গুণের আশ্রয়।

[সত্ত্বগুণের কার্য জাগরণ এবং রজোগুণের কার্য স্বপ্ন। গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য।]

আত্মনিষ্ঠার বিধান—

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু
জ্ঞানাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্ত্বাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ
পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ ॥ ৩৩৯ ॥

যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম বা চরাচর পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ এবং উহার আধারভূত দেখিয়া সকল উপাধিনিচয়কে পরিত্যাগ করতঃ অখণ্ড পরিপূর্ণরূপে স্থিত থাকেন তিনিই মুক্ত।

সর্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ
সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৩৪০ ॥

সংসার-বন্ধন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত হইতে হইলে সর্বাত্মভাব (সকলকে

আপন আত্মারূপে দেখার ভাব) হইতে বড় আর কোন হেতু বা উপায় নাই। নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাতে বা ব্রহ্মভাবে স্থিত থাকিলে দৃশ্যের অগ্রহণ বা বাধ হইয়া গেলে এই সর্বাত্মভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো
বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসস্তত্তৎক্রিয়াং কুর্বতঃ।
সংন্যস্তাখিলধর্মকর্মবিষয়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-
স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ ॥ ৩৪১ ॥

যাহারা দেহাত্মবুদ্ধিতে স্থিত থাকিয়া বাহ্যপদার্থের আসক্তি মনে পোষণ-করতঃ উহার জন্য সর্বদা কার্যে তৎপর থাকে ; তাহাদের দৃশ্যের অপ্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে ? এই জন্য নিত্যানন্দের ইচ্ছুক তত্ত্বজ্ঞানীর উচিত তিনি সমস্ত ধর্ম, কর্ম এবং বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাতে সচেষ্ট থাকিয়া স্বীয় আত্মায় প্রতীত এই দৃশ্য-প্রপঞ্চকে প্রযত্নপূর্বক বাধ বা নিষেধ করিবেন।

সার্বাত্ম্যসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪২ ॥

[বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিতেছেন "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি"। ৪ / ৪ / ২৩]

জ্ঞানী শান্ত (বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে বিরত), দান্ত (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত), উপরত (সমস্ত কামনাশূন্য), তিতিক্ষু (সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু), সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনার মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন। এই শ্রুতি যতি বা সন্ন্যাসীর জন্য বেদান্ত-শ্রবণের পর সার্বাত্ম্যভাবে সিদ্ধির জন্য সমাধির বিধান করিতেছেন।

আরূঢ়শক্তেরহমো বিনাশঃ
কর্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।
যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলা-
স্তানন্তরানন্ত ভবা হি বাসনাঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অহংকারের শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিদ্বান্ই উহার সহসা নাশ করিতে সক্ষম হয় না ; কেন না যিনি নির্বিকল্প-সমাধিতে অবিচলভাবে স্থিত হইয়া গিয়াছেন তাঁহার মধ্যেও বাসনাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ৩৪৪ ॥

মোহিত করিয়া দেয় এমন যে অহংবুদ্ধি উহার সহিত আপন আবরণশক্তির দ্বারা পুরুষের সংযোগ করাইয়া বিক্ষেপশক্তি ঐ অহংবুদ্ধির গুণে মানুষকে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করিয়া দেয়।

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ।
নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো
বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেন্মৃষার্থে ॥ ৩৪৫ ॥
সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো
বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং
যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ ॥ ৩৪৬ ॥

আবরণশক্তির পূর্ণ নিবৃত্তি বিনা বিক্ষেপশক্তির উপর বিজয় প্রাপ্তি অত্যন্ত সুকঠিন। দুগ্ধ ও জলের ন্যায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের (আত্মা ও অনাত্মার) পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট জ্ঞান হইবার ফলে আত্মাতে পরিব্যাপ্ত ঐ আবরণশক্তি স্বয়ংই নষ্ট হইয়া যায়।

[বলা হয় হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ অনাত্মবস্তু হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে দর্শন করিতে পারিলে, স্বয়ং প্রকাশ আত্মার শক্তির প্রভাবে আত্মাতে যে বর্তমান আবরণ অনুভব হইতেছে তাহা অনায়াসে নাশ হইয়া যায়।] যখন মিথ্যা পদার্থের কারণীভূত বিক্ষেপ থাকেনা তখন আত্মস্বরূপের অনুভূতির সকল বাধা নষ্ট হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অথবা আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ ভিন্নরূপে জানার ফলে, সংশয় রহিত জ্ঞান হইতে জাত সম্যক্ বিচার মায়াকৃত মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়। এই মায়ার বন্ধন নষ্ট হইলে মুক্ত পুরুষের আর সংসারে আসিতে হয় না। চিরদিনের জন্য জন্ম-মরণ ঘুচিয়া যায়।

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নি-
দহত্যবিদ্যাগহনং হ্যশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজ-
মদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য ॥ ৩৪৭ ॥

ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি অবিদ্যারূপ সকল অরণ্যকে ভস্ম বা দগ্ধ করিয়া দেয়। অবিদ্যার সর্বথা (সর্বপ্রকারে) নাশ হইবার ফলে যখন জীবের অদ্বৈতভাবের প্রাপ্তি বা উপলব্ধি হয় তখন উহার পুনঃ সংসার প্রাপ্তির বীজ বা কারণই কি হইতে পারে ?

[অর্থাৎ উহার আর জন্ম-মরণ হয় না।]

আবরণস্য নিবৃত্তি-
র্ভবতি চ সম্যক্পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশ-
স্তদ্বদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৪৮ ॥

আত্মবস্তুর যথার্থ সাক্ষাৎকার হইলে আবরণ নষ্ট হইয়া যায় এবং মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ ও বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

অধিষ্ঠান-নিরূপণ—

এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তু সতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥ ৩৪৯ ॥

[রজ্জুতে ভ্রমের কারণে সর্পের প্রতীতি হয় এবং ঐ মিথ্যা প্রতীতি হইতেই ভয়, কম্পাদি দুঃখের প্রাপ্তি ঘটে ; কিন্তু দীপাদির দ্বারা যেমন রজ্জুর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হওয়া মাত্রই রজ্জুর অজ্ঞান অর্থাৎ আবরণ, অজ্ঞানজন্য মিথ্যা সর্প (মল বা মিথ্যাজ্ঞান) এবং সর্প-প্রতীতিহেতু ভয়, কম্পাদি অর্থাৎ বিক্ষেপ] এই তিন একসাথেই নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেই প্রকার আত্ম-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইলে আত্মার অজ্ঞান, অজ্ঞানজন্য প্রপঞ্চের প্রতীতি এবং উহা হইতে উৎপন্ন দুঃখের এক সাথেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি তত্ত্ব-সহিত পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি অবশ্য কর্তব্য। পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান না হইলে ভ্রম দূর হয় না।

অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়া-
ন্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎকার্যমেতদ্‌দ্বিতয়ং যতো মৃষা
দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৫০॥

অগ্নির সংযোগে যেমন লৌহখণ্ড গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণাদি নানা প্রকারের রূপ ধারণ করে, তেমনি আত্মার সংযোগে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি অনেক প্রকারে প্রকাশিত হয়। এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ ঐ বুদ্ধিরই কার্য, অতএব মিথ্যা; কারণ ভ্রম, স্বপ্ন ও মনোরথের সময় ইহার প্রতীতির মিথ্যাত্ব স্পষ্ট দেখা যায়।

[মনের কল্পনায় প্রত্যক্ষ জগতের প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় না, যেমন দুষ্মন্তের ধ্যানে শকুন্তলার যোগিরাজ দুর্বাসার উপস্থিতির প্রতীতি হয় নাই। ভ্রমে সর্প ই দেখায় রজ্জু দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বপ্নেও স্বপ্নজগতের দৃশ্যই দর্শন হয় প্রত্যক্ষ জগতের হয় না।]

ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহংমুখা
দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্বে।
ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষা-
মসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫১॥

এইজন্য অহংকার হইতে দেহ পর্যন্ত প্রকৃতির যত বিকার বা বিষয় আছে সে সকল ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল হইবার ফলে অসত্য। আত্মা কখনও বদলায় না, উহা তো সদাই একভাবে থাকে।

নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ।
অহংপদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ
প্রত্যক্‌সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫২॥

'অহং' পদের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হয় সেই পরমাত্মা নিত্য, অদ্বিতীয়, অখণ্ড অর্থাৎ অবিভাজ্য, চেতন, একরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সৎ-অসৎ হইতে ভিন্ন, আনন্দস্বরূপ এবং সকলের প্রত্যক্ বা অন্তরাত্মা।

ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য
নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।

জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং
তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি ॥ ৩৫৩ ॥

বিচারশীল ব্যক্তি এই প্রকারে সৎ অসতের বিভাগ করতঃ [অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া] স্বীয় জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া এবং অখণ্ডবোধস্বরূপ আত্মাকে বা ব্রহ্মকে আপন স্বরূপ হইতে অভিন্ন জানিয়া অসৎপদার্থসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিসুখ অনুভব করেন বা শান্ত হইয়া যান।

সমাধি-নিরূপণ—

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনিঃশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনাবিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্মদর্শনম্ ॥ ৩৫৪ ॥

অজ্ঞানরূপ হৃদয়-গ্রন্থির নিঃশেষে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে নাশ তখনই হইয়া থাকে যখন নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অদ্বৈত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

[মুণ্ডক উপনিষৎ বলিয়াছেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" আত্মার সাক্ষাৎকারের ফলে সাধকের সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মের বীজ সকলকামনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।]

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্বিশেষে।
প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্বো বিকল্পো
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা ॥ ৩৫৫ ॥

অদ্বিতীয় এবং নির্বিকার পরমাত্মাতে বুদ্ধির দোষে, 'তুমি', 'আমি', এবং 'ইহা'—এই প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে এবং ঐ সকল বিকল্প সমাধিকালে বিঘ্নরূপে স্ফুরিত হয়, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর যথাবৎ অর্থাৎ ঠিকঠিক গ্রহণ হইলে ঐ সকল বিলয় হইয়া যায়।

শান্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং
কুর্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যাতিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্বিকল্পঃ ॥ ৩৫৬ ॥

যতি চিত্তের শান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিষয় হইতে উপরত এবং ক্ষমাযুক্ত হইয়া সমাধির নিরন্তর অভ্যাসকরতঃ স্বীয় সর্বাত্মভাবের অনুভব করেন এবং এই সর্বাত্মভাবের চিন্তনের ফলে অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন সমস্ত বিকল্প-সমূহের ধ্বংস করিয়া নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকল্প হইয়া আনন্দের সহিত ব্রহ্মকারা-বৃত্তিতে অবস্থান করেন।

[অবিদ্যানাশের ফলে এবং জ্ঞানের প্রকাশে যোগীর বা যতির পক্ষে আর কোন সকাম কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না।]

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ॥ ৩৫৭ ॥

যাঁহারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, চিত্ত ও অহংকার এই বাহ্য বস্তুনিচয়কে আত্মাতে লীন করিয়া সমাধিতে স্থিত থাকেন তাঁহারাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত, যাহারা কেবল পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ পড়িয়া বা কাহারও মুখ হইতে শুনিয়া) ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা মুখে আবৃত্তি করে অর্থাৎ আওড়ায় তাহারা কখনও মুক্ত হইতে পারে না।

[ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবের বিষয় উহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। মূকের রসাস্বাদনের ন্যায়—অনুভবের বস্তু।]

উপাধিভেদং স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান্
বসেৎ সদাকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া ॥ ৩৫৮ ॥

উপাধির ভেদেই আত্মায় ভেদের প্রতীতি হয় এবং উপাধির লয় হইলে কেবল স্বয়ংই থাকে ; অতএব উপাধির লয় করিবার জন্য বিচারবান্ পুরুষ সতত নির্বিকল্প—সমাধিতে স্থিত হইয়া অবস্থান করিবেন।

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥ ৩৫৯ ॥

একাগ্রচিত্তে নিরন্তর সৎস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত থাকিলে মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায়, যেমন ভয়পূর্বক ভ্রমরের ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে কীট অর্থাৎ কাঁচপোকা ভ্রমরস্বরূপই হইয়া যায়।

[ভ্রমর কাঁচপোকাকে ধরিয়া আপন থাকিবার ছিদ্রমধ্যে লইয়া যায় এবং হুল দ্বারা দংশনকরতঃ উহার চারিদিকে ঘুঁ ঘুঁ শব্দ করিয়া ডাকিতে থাকে। কাঁচপোকা ভীত হইয়া ভ্রমরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তীব্র চিন্তার প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচপোকা ভ্রমর হইয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অন্যজাতি প্রাপ্তিরূপ যে জাত্যন্তর পরিণাম তাহা প্রকৃতির অনুপ্রবেশ বশতঃ হইয়া থাকে।]

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্যথালিং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া ॥ ৩৬০ ॥

যেমন অন্য সকল প্রকার ক্রিয়ার আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রমরেরই ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে কীট (কাঁচপোকা) ভ্রমররূপ হইয়া যায় তদ্রূপ যোগী একনিষ্ঠ হইয়া পরমতত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে পরমাত্মভাবেরই প্রাপ্তি করিয়া থাকেন।

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা
জ্ঞাতব্যমার্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬১ ॥

পরমাত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম (দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সূক্ষ্ম ; বুদ্ধি প্রভৃতি হইতেও আত্মা সূক্ষ্ম), উহাকে স্থূলদৃষ্টিতে কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না, অতএব অতি শুদ্ধ-বুদ্ধি সৎপুরুষেরাই উহাকে সমাধিদ্বারা অতি সূক্ষ্মবৃত্তির সাহায্যে জানিতে সমর্থ হন।

যথা সুবর্ণং পুটপাকশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।

তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সন্ত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্ ॥ ৩৬২ ॥

যে প্রকার অগ্নিতে পুটপাকবিধিতে শোধিত স্বর্ণ সম্পূর্ণ মল ত্যাগ করিয়া আপন স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মন ধ্যানের দ্বারা সত্ত্ব-রজ-তমরূপ মল ত্যাগকরতঃ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করে।

[মৃত্তিকা নির্মিত মুচিতে (Crucible) ঔষধ নিহিত করিয়া অগ্নিতে দীর্ঘকাল দগ্ধ করার নাম পুটপাক।]

নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং
পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ স বিকল্পবর্জিতঃ
স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥ ৩৬৩ ॥

যখন নিরন্তর (সর্বদা) অভ্যাসদ্বারা পরিপক্ব হইয়া মন ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় তখন অদ্বৈত-ব্রহ্মানন্দরসের অনুভবযোগ্য ঐ নির্বিকল্পসমাধি স্বয়ংই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সমাধিনানেন সমস্তবাসনা-
গ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা
স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ ॥ ৩৬৪ ॥

এই নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা সকল বাসনা-গ্রন্থির নাশ হইয়া যায় এবং বাসনাসমূহের নাশের দ্বারা সম্পূর্ণ কর্মেরও বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎপর বাহির-ভিতর সর্বত্র বিনা চেষ্টায় নিরন্তর স্বরূপের স্ফূর্তি হইতে থাকে।

[এই নিম্ন শ্লোকে আচার্যাচরণ শ্রীশঙ্কর নির্বিকল্প-সমাধির ফল বর্ণনা করিয়াছেন।]

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্ ॥ ৩৬৫ ॥

বেদান্তের কেবল শ্রবণ হইতে মননকরা শতগুণ শ্রেয় এবং মনন অপেক্ষাও লক্ষগুণ শ্রেয়স্কর নিদিধ্যাসন। [আত্মভাবনাকে চিত্তে স্থিরকরাকে নিদিধ্যাসন কহে।] নিদিধ্যাসন হইতেও অনন্তগুণ ফলপ্রদ নির্বিকল্প-সমাধির মহত্ত্ব।

[এই নির্বিকল্পসমাধি হইতে চিত্ত পুনরায় আত্মস্বরূপ হইতে কভু চলায়-মানই হয় না।

নির্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং
ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ
প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ ॥ ৩৬৬ ॥

নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিশ্চয়ই অচল ব্রহ্মতত্ত্বের স্পষ্ট জ্ঞান হয়; এবং অন্য কোন প্রকারে তদ্রূপ বোধ হইতে পারে না, কেননা অন্য অবস্থাতে চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা থাকে বলিয়া উহাতে অন্যান্য প্রতীতিসমূহেরও মিশ্রণ থাকে। [অতএব মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাসকরা একান্তভাবে প্রয়োজন।]

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সদা
নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া
কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন ॥ ৩৬৭ ॥

অতএব সদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া শান্ত মনে নিরন্তর প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মে চিত্ত স্থির কর এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপন একতা অবলোকনকরতঃ অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানান্ধকারের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন কর।

যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা ॥ ৩৬৮ ॥

বাক্যের নিরোধ অর্থাৎ বাক্-সংযম, শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুর অতিরিক্ত ভোগার্থে দ্রব্য সংগ্রহ না করা, লৌকিক পদার্থসমূহের আশা পরিত্যাগ করা, কামনা ও চেষ্টা না করা এবং নিত্য একান্তে বাস করা—এই সকল যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রথম দ্বার বা যোগের প্রথম করণীয় বস্তু।

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।

তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-
স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্যঃ প্রযত্নান্মুনে ॥ ৩৬৯ ॥

একান্তবাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের সাধন হয়, ইন্দ্রিয়সংযম চিত্ত নিরোধের সহায়ক হইয়া থাকে, চিত্ত-নিরোধ হইতে বাসনার নাশ এবং বাসনা নাশের ফলে যোগীর ব্রহ্মানন্দরসের অবিচল অনুভব হয়। অতএব মুনি অর্থাৎ মনন-শীল ব্যক্তি সর্বদা প্রযত্ন সহকারে চিত্তের নিরোধ করিবেন।

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ
বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণী।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে
বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ৩৭০ ॥

বাণীর সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে মনে লয় কর, মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে সাক্ষী প্রত্যগাত্মায় এবং প্রত্যগাত্মা বা কুটস্থকে পূর্ণ ব্রহ্মে লয় করতঃ পরমশান্তি অনুভব কর।

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্ভাবোঽস্য যোগিনঃ ॥ ৩৭১ ॥

দেহ, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবর্গের মধ্যে যাহার যাহার সহিত যোগীর চিত্তবৃত্তির সংযোগ হয় সেই সেই ভাব উহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্বোপরমণং সুখম্।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ ॥ ৩৭২ ॥

যখন ঐ মুনির চিত্ত এই সব উপাধি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহার পূর্ণ উপরতির আনন্দ স্পষ্টতর প্রতীতি হয় এবং তাঁহার চিত্তে সচ্চিদানন্দরসানু-ভবের প্লাবন আসিতে থাকে।

বৈরাগ্য-নিরূপণ—

অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া ॥ ৩৭৩ ॥

বিরক্ত বা বৈরাগ্যবান্ পুরুষেরই আন্তর ও বাহ্য দুই প্রকারেরই ত্যাগ করা

উচিত। ঐ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই মুক্তির ইচ্ছায় আন্তর এবং বাহ্য সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৭৪ ॥

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহের অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদির সহিত বাহ্যসঙ্গ এবং অহংকারাদির সহিত আন্তর-সঙ্গ, এই দুইকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বিরক্ত ব্যক্তিই ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

[বিগত হইয়াছে রতি বা আসক্তি যাঁহার তিনি বিরক্ত।]

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ
পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং
তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি ॥ ৩৭৫ ॥

হে বিদ্বন্! বৈরাগ্য এবং বোধ বা জ্ঞান এই দুইটিকে পক্ষীর দুই পাখার ন্যায় মোক্ষকামী পুরুষের দুইটি পাখা মনে কর। এই দুইটির মধ্যে কোনও একটি বিনা কেবল একটি পাখার দ্বারা কেহ মুক্তিরূপ প্রাসাদের অগ্রভাগে বা শিখরে আরোহণ করিতে পারে না অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই দুইয়েরই আবশ্যক। [বৈরাগ্য এবং বিচার বা জ্ঞান দুই একসাথে না থাকিলে মুক্তি অসম্ভব।]

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ
সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-
র্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ ॥ ৩৭৬ ॥

অতিশয় বৈরাগ্যবান্ পুরুষেরই সমাধিলাভ হয়, সমাহিত ব্যক্তিরই অভ্রান্ত দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে এবং সুদৃঢ় তত্ত্বজ্ঞানীরাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি হয় এবং যিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত, তাঁহারই নিত্যানন্দের অনুভব হইয়া থাকে।

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-
স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্যধুক্।

এতদ্ দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাৎত্বমস্মাৎপরং
সর্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে ॥ ৩৭৭ ॥

জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে বৈরাগ্য হইতে অধিক সুখদায়ক বস্তু আমি আর কিছুই দেখি না এবং ঐ বৈরাগ্য যদি কভু শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে তো উহা স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের সুখ প্রদানকারী হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের সহিত বিশুদ্ধ-আত্মজ্ঞান অজস্র মুক্তিরূপ যুবতীর নিকট পৌছাইবার পক্ষে নিরন্তর উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। অতএব হে বৎস! তুমি তোমার কল্যাণের জন্য সর্ব প্রকারে ইচ্ছা রহিত হইয়া সব সময়ের জন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই স্বীয় বুদ্ধি স্থির কর।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ স্বতি-
স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুম্বাত্মনি
ত্বং দ্রষ্টাস্যমলোঽসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ ॥ ৩৭৮ ॥

বিষের ন্যায় দুঃসহ বিষয়ের আশা পরিত্যাগ কর, কারণ ইহা [আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতিরূপ] মৃত্যুর মার্গ এবং জাতি, কুল, আশ্রমাদির অভিমান ছাড়িয়া অতি দূর হইতেই কর্মকে পরিত্যাগ কর। দেহাদি অসৎপদার্থে আত্মবুদ্ধি ছাড় এবং আত্মায় অহংবুদ্ধি স্থাপন কর, কেন না তুমি তো বাস্তবিক পক্ষে এই সকলের দ্রষ্টা এবং মলাদি দোষ ও দ্বৈত রহিত যে পরব্রহ্ম, তাহাই তুমি।

ধ্যান-বিধি--

লক্ষ্যে [illegible]ণে মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভ্রমৈঃ ॥ ৩৭৯ ॥

চিত্তকে স্বীয় লক্ষ্য ব্রহ্মে দৃঢ়তার সহিত স্থির করতঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে উহাদের বিষয়সকল হইতে আকর্ষণ করিয়া আপন-আপন গোলকে অর্থাৎ স্থানে স্থির কর, শরীরকে নিশ্চল রাখ এবং দেহস্থিতির প্রতি ধ্যান বা লক্ষ্য দিও না। এই প্রকারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা করিয়া তন্ময়ভাবে অখণ্ড-বৃত্তি-দ্বারা অহর্নিশ মনে মনে আনন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দরসের পান কর। সারহীন এই বৃথা দ্বৈত প্রপঞ্চদ্বারা তোমার কি কল্যাণ সাধিত হইবে?

অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৮০॥

দুঃখের কারণ এবং মোহরূপ মলিন অনাত্ম-চিন্তা ত্যাগকরতঃ সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু আনন্দস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা কর।

[মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব প্রকার দুঃখের কারণ যে বিষয় চিন্তা তাহা ত্যাগ করিয়া সদা সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদানকারী যে আত্মচিন্তা তাহাতে স্বীয় মনকে লাগাইয়া রাখিবেন।]

এষ স্বয়ংজ্যোতিরশেষসাক্ষী
বিজ্ঞানকোশে বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণ-
মখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয়॥ ৩৮১॥

এই স্বয়ংপ্রকাশ সকলের সাক্ষী নিরন্তর বিজ্ঞানময়কোশে অবস্থিত, সকল অনিত্য পদার্থ হইতে ভিন্ন, এই পরমাত্মাকেই আপন লক্ষ্য স্থির করিয়া, ইহাকেই তৈলধারাবৎ অখণ্ড বৃত্তিতে, আত্মভাবে চিন্তা কর।

[ব্রহ্মই জীবের লক্ষ্য। অতএব মনকে বাহ্যবিষয়চিন্তা হইতে বিরত করিয়া, বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরন্তর অখণ্ড বৃত্তিতে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন।]

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্॥ ৩৮২॥

অন্য প্রতীতি হইতে রহিত অখণ্ড বৃত্তিতে এই এক আত্মারই চিন্তাকরতঃ যোগী ইহাকেই স্পষ্ট আপন স্বরূপ জানিবেন।

অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্নহমাদিষু সন্ত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠেদ্ ঘটপটাদিবৎ॥ ৩৮৩॥

এই প্রকারে এই পরমাত্মাতেই আত্মভাব দৃঢ় করিয়া এবং শরীর, মন, চিত্ত, অহংকারাদি অনিত্য বস্তুতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ, ঘটপটাদির ন্যায় ঐ সকলকে তুচ্ছ বোধে, সে সকল হইতে উদাসীন হইয়া যাও।

আত্ম-দৃষ্টি—

বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে
নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে
শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্
পূর্ণং স্বমেবানুবিলোকয়েত্ততঃ ॥ ৩৮৪ ॥

আপন শুদ্ধ চিত্তকে সকলের সাক্ষী এবং জ্ঞানস্বরূপ আত্মায় স্থির করিয়া, ধীরে-ধীরে নিশ্চলতা প্রাপ্তকরতঃ, অন্তে সর্বত্র আপনাকেই পরিপূর্ণ দেখিবে। [অর্থাৎ স্বস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিবে।]

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ
স্বাজ্ঞানক্লৃপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং
পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥ ৩৮৫ ॥

স্বীয় অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এবং অহংকারাদি সমুদয় উপাধি হইতে রহিত অখণ্ড আত্মাকে মহাকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিপূর্ণ অবলোকন করিবে।

[মহাকাশ যেমন সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তদ্রূপ আপন আত্মাকে সব স্থানে পরিপূর্ণরূপে দেখিবে।]

ঘটকলশকুশূলসূচিমুখ্যৈ—
র্গগনমুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং
পরমহমাদিবিমুক্তমেকমেব ॥ ৩৮৬ ॥

যেমন আকাশ ঘট, কলশ, কুশূল (অন্ন রাখিবার বড় পাত্র বা জালা), সূচ প্রভৃতি শত শত উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া এক অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান থাকে, নানা উপাধির কারণ উহা অর্থাৎ আকাশ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায় না, তেমনি অহংকার প্রভৃতি উপাধিসমূহ হইতে বিমুক্ত একই শুদ্ধ পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন।

[ঘট, কলশ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে উহাদের নাম-রূপ নাশ হইয়া যাওয়ার পর উহাদের মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে জীবের

উপাধিসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্ ॥ ৩৮৭ ॥

ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্যন্ত সমুদায় উপাধিই মিথ্যা। উপাধিসমূহকে মিথ্যা জানিয়া সদা আপনাকে একরূপে স্থিত পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ দেখিবে।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভ্রান্তিদৃষ্টাহি-তত্ত্বং
রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৩৮৮ ॥

যে বস্তু যে আধারে ভ্রমের দ্বারা কল্পিত হয়, সেই আধারের যথার্থ জ্ঞান হইবার পর সেই কল্পিত বস্তু তদ্রূপই নিশ্চিত হইয়া যায়, উহা হইতে অর্থাৎ অধিষ্ঠান হইতে উহার (কল্পিত বস্তুর) পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ হয় না। যেমন ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া গেলে রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত সর্প রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই প্রকার অজ্ঞানের নাশে সম্পূর্ণ বিশ্ব আত্মস্বরূপই জানা যায়।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৮৯ ॥

স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিব, স্বয়ং আত্মাই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব, আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই।

[এই কথাই নারায়ণোপনিষদে বলা হইয়াছে—অথো নিত্যো দেব একো-নারায়ণো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ। বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণো দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারায়ণঃ সর্ব ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ দিশশ্চ নারায়ণঃ অধশ্চ নারায়ণঃ উর্দ্ধং চ নারায়ণঃ। মূর্তামূর্তং চ নারায়ণোঽন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ এতদ্ যজুর্ব্বেদ-শিরোহধীতে। অথ নিত্যো নিষ্কলঙ্কো নিরাখ্যাতো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োস্তি কশ্চিৎ য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি, স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥]

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ং চ
স্বয়ং পরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং
তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ৩৯০ ॥

স্বয়ং আত্মাই ভিতরে, স্বয়ংই বাহিরে, স্বয়ংই সম্মুখে, স্বয়ংই পশ্চাতে, স্বয়ংই দক্ষিণে, স্বয়ংই বামে এবং স্বয়ংই উপরে, স্বয়ংই নীচে— [সর্বত্র এক আত্মাই বিরাজমান—আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই।]

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্বুদাদি
সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ
সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥ ৩৯১ ॥

যেমন তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত (ঘূর্ণি), বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি সবই জল, সেই প্রকার স্থূলদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম অহংকার পর্যন্ত এই সম্পূর্ণ বিশ্বও অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই।

—[চৈতন্য ব্যতিরিক্ত অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সর্বত্র এক চৈতন্যই চৈতন্য।]

সদেবেদং সর্বং জগদবগতং বাঙ্‌মনসয়োঃ
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।
পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলশঘটকুম্ভাদ্যবগতং
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া ॥ ৩৯২ ॥

মন ও বাণীর দ্বারা প্রতীত বা গ্রাহ্য এই সম্পূর্ণ জগৎ সৎস্বরূপই। যিনি প্রকৃতির রাজ্যের পরপারে অবস্থিত তাঁহার দৃষ্টিতে সৎ-ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু আর কিছুই নাই। মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন কি ঘটের, কলশের এবং কুম্ভের অস্তিত্ব কিছু আছে? মনুষ্য মায়ারূপ-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া 'আমি', 'তুমি' —এই প্রকার ভেদবুদ্ধিযুক্ত বাণী বলিয়া থাকে।

[জগতের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম থাকিবার দরুণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলই ব্রহ্ম দর্শন করেন। ব্রহ্ম ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।]

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ ॥
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৯৩ ॥

কার্যরূপ দ্বৈতের উপসংহার বা সমাপ্তি করিতে যাইয়া যেখানে আর কিছু দেখা যায় না এই প্রকার অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতি মিথ্যা অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্য বারংবার দ্বৈতের অভাব বলিতেছেন।

[ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।' ৭।২৪।১ যেখানে কেহ অন্য দেখে না, অন্য শোনে না এবং অন্য জানে না, সেই ভূমা আত্মা। মিথ্যা অধ্যাসের কারণই এ জগৎজ্ঞান। মিথ্যা-অধ্যাস নাশ হইলে এই জগৎ প্রতীতি থাকে না, তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটির বিনাশে কেবল ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।]

আকাশবন্নির্মলনির্বিকল্প-
নিঃসীমনিস্পন্দননির্বিকারম্।
অন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমদ্বয়ং
স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥ ৩৯৪ ॥

যে পরব্রহ্ম স্বয়ং আকাশের ন্যায় নির্মল, নির্বিকল্প, নিঃসীম (অসীম), নিশ্চল, বিকাররহিত, বাহির-ভিতর সর্বত্র শূন্য অভিন্ন এবং অদ্বিতীয়, তিনি কি কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন ?

[ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইলে অপর কাহাকেও জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন হইয়া যায়। জগৎ ব্যাপারে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তিন পৃথক্ বস্তু দেখা যায়। যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন, "পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" তখন আর তিন ভিন্ন বস্তু থাকে না—এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। এক ব্রহ্মই যখন অবশিষ্ট, তাঁহার আবার জ্ঞাতা কে থাকিবে ?]

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাততং নু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতেঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সন্ত্যক্তবাহ্যাং স্ফুটং
ব্রহ্মীভুয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈব ধ্রুবম্॥ ৩৯৫ ॥

এই বিষয়ে আর অধিক কি বলিবার আছে? জীব তো স্বয়ং ব্রহ্মই এবং ব্রহ্মই এই সম্পূর্ণ জগৎরূপে বিস্তৃত হইয়া আছেন, কেন না শ্রুতিও বলিতেছেন 'ব্রহ্ম অদ্বিতীয়ং' এবং ইহা অতিশয় সত্য কথা, যাঁহার ইহা বোধ হইয়াছে যে, "আমি ব্রহ্মই"। তিনি বাহ্য-বিষয় সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাবে সদা সচ্চিদানন্দস্বরূপেই স্থিত থাকেন।

জহি মলময়কোশেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।
নিগমগদিতকীর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ ॥ ৩৯৬ ॥

এই মলময়কোশে অর্থাৎ স্থূলশরীরে অহংবুদ্ধিদ্বারা উৎপন্ন আসক্তি ত্যাগ কর এবং পরে বায়ুরূপ লিঙ্গদেহে বা সূক্ষ্মদেহে যাহা অতি চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর তাহা হইতেও আত্মত্বাভিমান দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ কর। বেদ যাঁহার যশ গান করিতেছেন সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই আপন স্বরূপ অবগত হইয়া সদা সেই ব্রহ্মরূপেই স্থিত থাক।

শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ
পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।
যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং
তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রুতিও বলিতেছেন মনুষ্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই মৃত-তুল্য দেহে অহংবুদ্ধি করিয়া আসক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যন্ত অপবিত্র এবং জন্ম, মরণ, ব্যাধি প্রভৃতিরূপ দুঃখ এবং অপরের দ্বারাও অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু যখন তিনি স্বীয় কল্যাণস্বরূপ অচল এবং শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার করেন তখন তিনি সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া যান।

প্রপঞ্চের ত্যাগ—

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥ ৩৯৮ ॥

স্বীয় আত্মায় আরোপিত সমস্ত কল্পিত বস্তুসমূহের বাধ বা নিষেধ করিতে পারিলে জীব স্বয়ং অদ্বিতীয়, অক্রিয় এবং পূর্ণপর ব্রহ্মই।

[অজ্ঞান হইতেই দেহাদিতে 'আমি' বোধ হয় এবং শুদ্ধ আত্মা হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। অজ্ঞানের নাশ হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদবুদ্ধিও নাশ হইয়া যায়।]

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ
পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ
প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ ॥ ৩৯৯ ॥

সৎস্বরূপ নির্বিকল্প পরমাত্মা পরব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি হইয়া গেলে এই নাম-রূপাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চ বা সংসার কোথায়ও দেখা যায় না। সেই সময় ইহা অর্থাৎ জগৎ কেবল কথার কথা মাত্র থাকিয়া যায়।

[ব্রহ্মানুভূতির পর এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বা দৃশ্যপ্রপঞ্চের কোন প্রকার প্রাতি-ভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল পারমার্থিক সত্তা অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্মের সত্তাই থাকে।]

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০০ ॥

সেই একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে এই সংসার মিথ্যা বস্তুর ন্যায় কল্পনা মাত্র। আচ্ছা বল তো, নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ, [অপরিণামী, কার্যকারণরহিত এবং নাম-রূপ-জাতি-গুণ-ক্রিয়াশূন্য] ব্রহ্মে ভেদ কোথা হইতে আসিল?

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০১ ॥

সেই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনাদিভাবশূন্য, নির্বিকার, নিরাকার এবং নির্বিশেষ এক ব্রহ্মবস্তুতে বল তো ভেদ কোথা হইতে আসিল?

[আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না থাকিবার হেতু উহার দৃশ্য এবং দ্রষ্টাও নাই। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য না থাকিবার কারণ দর্শন ক্রিয়াও নাই। যখন দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন কিছুই নাই, একমাত্র স্বয়ংই আছেন, তখন তাহাতে ভেদও নাই।]

কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০২॥

নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ এবং প্রলয়কালীন মহাসমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে বল তো ভেদ কোথা হইতে আসিল?

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৩॥

আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকার লীন হইয়া যায়, তেমনি যাহাতে ভ্রমের কারণ অজ্ঞান বিলীন হয়, সেই অদ্বিতীয় নির্বিশেষে পরমতত্ত্বে ভেদ কোথা হইতে আসিল?

[নির্বিশেষে ব্রহ্মে কখনই ভেদ আসিতে পারে না, ইহা অজ্ঞান প্রসূত কল্পনামাত্র। এই ভেদের বাস্তব সত্তা তিন কালেই নাই অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই নাই।]

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং ভবেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ॥ ৪০৪॥

অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বে ভেদের কথা কি প্রকারে উঠিতে পারে? স্বপ্নশূন্য গাঢ় সুখরূপ সুষুপ্তিতে কেহ কখনও কি ভেদ দেখিয়াছে?

[পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্তের গ্রন্থে ভেদ তিন প্রকারের যথা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত।]

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ, তাহার নাম "স্বগত" ভেদ। সেই বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ, তাহার নাম "সজাতীয়" ভেদ। বৃক্ষের সহিত শিলা প্রভৃতির যে ভেদ, তাহার নাম "বিজাতীয়" ভেদ। অসদ্বস্তুর মধ্যেই এই তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতে এই তিন প্রকারের ভেদ নাই? কারণ ব্রহ্মে পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব নাই, সেই জন্য ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নাই। 'স্ব' শব্দের এখানে অর্থ অবয়ব। ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও নাই; কারণ ব্রহ্মজাতীয় অন্য কোন বস্তু না থাকিবার দরুন ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদের আত্যন্তিক অভাব। ব্রহ্ম

ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিবার হেতু তাঁহাতে বিজাতীয় ভেদও নাই। তাই ব্রহ্মকে ভেদ রহিত বলা হয়। জগতে যে ভেদ দর্শন হয়, তাহা সবই অজ্ঞান-কল্পিত।]

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
কালত্রয়ে নাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে
ন হ্যম্বুবিন্দুর্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৪০৫ ॥

পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার পর সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে বিশ্বের অস্তিত্ব অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিন কালে কখনও কি কেহ রজ্জুতে সর্প এবং মৃগতৃষ্ণাতে এক বিন্দু জল দেখিয়াছে?

[রজ্জুতে যেমন সর্পের অভাব, মরীচিকায় যেরূপ জলবিন্দুর অবিদ্যমানতা সেইরূপ ব্রহ্মেও জগতের সত্তাহীনতা।]

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রুতেঃ শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ৪০৬ ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন, ঐ যে দ্বৈত বা ভেদ উহা মায়ামাত্র, পরমসত্য এক অদ্বৈতই। ভেদ যে মিথ্যা এক অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুই যে সত্য, সুষুপ্তিকালে সকলেই অনুভব করেন।

[গাঢ় নিদ্রায় অপর কোন বস্তুর ভান বা জ্ঞান থাকে না। আমি যে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এই অনুভবটুকু মাত্র থাকে। অতএব সুষুপ্তি সময়ে যে কেহ এক অনুভবকর্তা থাকেন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। সেই এক অনুভব-কর্তাই সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা।]

অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈ রজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ ॥ ৪০৭ ॥

বুদ্ধিমান পুরুষেরা রজ্জু-সর্পাদিতে অধ্যস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে অভেদ স্পষ্ট দেখেন; অতএব ব্রহ্ম অধ্যস্ত এই সংসাররূপ বিকল্প অজ্ঞানজন্য ভ্রমের কারণই জীবিত বা স্থিত আছে।

[এখানে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান এবং সংসার অধ্যস্ত। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে ততক্ষণ সংসার, জ্ঞান হইবার পর অধিষ্ঠান ব্রহ্মে, অধ্যস্ত সংসার লীন হইয়া যায়।

যেমন রজ্জুর প্রকৃত জ্ঞান হইলে, অজ্ঞানজনিত যে সর্প-দর্শন তাহা আর থাকে না। ঐ অধ্যস্ত সর্প অধিষ্ঠান রজ্জুতে বিলীন হইয়া যায়।]

আত্মচিন্তার বিধান—

চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবে ন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি ॥ ৪০৮ ॥

এই বিকল্প বা দ্বৈতরূপ প্রপঞ্চ চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান আছে। চিত্তের অভাবে ইহার নাম-গন্ধও থাকে না। অতএব চিত্তকে প্রত্যক্-চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় সমাহিত কর।

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪০৯ ॥

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সমাধিযোগে স্বীয় অন্তঃকরণে মন-বাণীর অবিষয় কোন নিত্যবোধস্বরূপ, কেবলানন্দরূপ, উপমারহিত, কালাতীত, নিত্যমুক্ত নিশ্চেষ্ট, অসীম, আকাশের ন্যায় কলারহিত (নিরবয়ব), নির্বিকল্প পূর্ণ ব্রহ্মকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন।

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসম্বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১০ ॥

কারণ এবং কার্য হইতে রহিত, মানবীয় ভাবনার বা কল্পনার অতীত, একরস, উপমারহিত, দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে অসম্বন্ধিত অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যাঁহাকে সিদ্ধ করা যায় না, বেদবাক্যদ্বারা যিনি সিদ্ধ, নিত্য, অস্মৎ বা 'আমি' রূপে স্থিত, সেই পূর্ণব্রহ্মকে ব্রহ্মবিৎপুরুষ স্বীয় অন্তঃকরণে সাক্ষাৎরূপে অনুভব করিয়া থাকেন।

অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যামাখ্যাবিহীনম্।

শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১১ ॥

অজর, অমর, আভাসশূন্য অর্থাৎ দ্বৈতশূন্য, বস্তুস্বরূপ, নিশ্চল সাগরের ন্যায় প্রশান্ত, নাম-রূপ-রহিত, গুণের বিকার হইতে বর্জিত (নির্গুণ), নিত্য, শান্তস্বরূপ এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভব ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সমাধি অবস্থাতে আপন হৃদয়ে অনুভব করেন।

সমাহিতান্তঃকরণং স্বরূপে
বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।
বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং
যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ ॥ ৪১২ ॥

আপন স্বরূপে চিত্তকে সমাহিত বা স্থিরকরতঃ অখণ্ড-আনন্দ ও ঐশ্বর্য-সম্পন্ন আত্মাকে সাক্ষাৎকার কর, সংসার-গন্ধে-দুর্গন্ধিত বন্ধন সম্যক্প্রকারে ছিন্ন করিয়া ফেল এবং প্রযত্নসহকারে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য-জন্ম সফল কর।

[এই জন্মেই যদি পুরুষকারদ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিতে না পার তাহা হইলে জানিবে মহতী বিনষ্টি।]

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪১৩ ॥

সকল প্রকার উপাধি হইতে রহিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপন অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মার ভাবনা বা চিন্তা কর। এই আত্মচিন্তার ফলস্বরূপ তোমাকে পুনরায় সংসার-চক্রে পড়িতে হইবে না।

[এই সাধন করে কি হয়? না, ইহা 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়।]

দৃশ্যের উপেক্ষা—

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমান-
মাভাস্বরূপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরাস্তং
পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৪ ॥

মনুষ্যের ছায়ার ন্যায় কেবল আভাসরূপ পরিদৃশ্যমান এই শরীর, [যাহা প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং প্রারব্ধ ক্ষয়ে যাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী] সেই নিরর্থক শরীরকে ইহার ফল বিচারকরতঃ শবের মতন একবার ত্যাগ করিয়া দিলে মহাত্মাগণ পুনরায় ইহাকে স্বীকার বা গ্রহণ করেন না।

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।
অথ পুনরপি নৈষ স্মর্যতাং বান্তবস্তু
স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায় ॥ ৪১৫ ॥

আপনার নিত্য ও নির্মল চিদানন্দময় স্বরূপের প্রাপ্তিকরতঃ এই মলরূপ জড় উপাধিকে দূর হইতেই ত্যাগ করিয়া দেও এবং পুনরায় কভু ইহাকে ভুলেও স্মরণ করিও না, কেন না বমনকৃত বস্তুর স্মরণে উহা ঘৃণারই উৎপন্ন করিয়া থাকে।

সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধা-
নন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ ॥ ৪১৬ ॥

ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মাগণ এই স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎকে ইহার মূল-কারণ মায়া বা অবিদ্যার সহিত নির্বিকল্প সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্ম করিয়া তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ বোধানন্দস্বরূপ আত্মায় স্থিত থাকেন।

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং
প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গৌরিব স্রক্।
ন তৎপুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তা-
নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ ॥ ৪১৭ ॥

গাভী গলায় অর্পিত মালা থাকুক কি পড়িয়া যাক সেদিকে কিছুমাত্র যেমন সে দৃষ্টি দেয় না, তদ্রূপ প্রারব্ধ-সূত্র-দ্বারা প্রাপ্ত এই শরীর থাকে কিংবা যায়, যাহার চিত্তবৃত্তি একবার আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ ইহার দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না।

[গাভীর গলায় অর্পিত মালার প্রতি যেমন গাভীর কোন প্রকার গৌরব-

বোধ থাকে না সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার শরীরের প্রতি কোন মহত্ত্ব প্রদান করেন না। ইহা প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ইহার আবার মূল্য কি? এই দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে।]

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪১৮॥

অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই আপন স্বরূপ অবগত হইলে পর কোন ইচ্ছায় অথবা কি কারণে তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ এই শরীরের পোষণ করিবেন?

[ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে আত্মানুভব হইলে, সেই ব্রহ্মবেত্তার কি আর কোন ব্যক্তির প্রতি কিংবা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে, যাহার জন্য তিনি শরীর রক্ষার জন্য যত্নবান হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মরণ কামনা করেন না এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও যত্নশীল হন না। তাঁহার নিকট বাঁচা ও মরা দুইই সমান। জীবন ও মরণ শরীরের দৃষ্টিতে। যাঁহার ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ হইয়া গিয়াছে তাহার নিকট জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নই নাই।]

আত্মজ্ঞানের ফল—

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি॥ ৪১৯॥

আত্মজ্ঞানে সম্যক্ সিদ্ধ জীবন্মুক্ত যোগীর ইহাই লাভ যে তিনি স্বীয় আত্মার নিত্যানন্দরসের আস্বাদন অন্তরে ও বাহিরে সর্বক্ষণ করিয়া থাকেন।

[জীবন্মুক্ত পুরুষকে নিরন্তর আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেই দেখা যায়। কোন অবস্থাই তাঁহাকে আনন্দ হইতে চ্যুত করিতে পারে না। কারণ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ হইয়া যায়।]

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্॥ ৪২০॥

বৈরাগ্যের ফল বোধ এবং বোধের ফল উপরতি বা বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা এবং উপরতির ফল আত্মানন্দের অনুভবদ্বারা চিত্ত শান্ত হইয়া যাওয়া।

যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্বপূর্বং তু নিষ্ফলম্।
নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ॥ ৪২১॥

যদি পশ্চাতের বস্তুর প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রথমের কার্য নিষ্ফল (অর্থাৎ আত্মশান্তি বিনা উপরতি, উপরতি বিনা বোধ এবং বোধ বিনা বৈরাগ্য নিষ্ফল)। বিষয় হইতে নিবৃত্তি হইয়া যাওয়াই পরম তৃপ্তি এবং উহাই সাক্ষাৎ অনুপম আনন্দ।

[সার কথা হইল ঠিক ঠিক বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে জ্ঞানের উৎপত্তিতে উপরতি বা বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা আসিবে এবং উপরতি আসিলে জীবনে শান্তিলাভ হইবে। প্রথমটি হইলে, তাহার পরেরটি জীবনে না আসিয়া থাকিতে পারে না।]

দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্।
যৎকৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্
পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্তুমর্হতি॥ ৪২২ ॥

প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হওয়াই আত্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও সর্বপ্রথম ফল। ভ্রান্তির সময় অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় মানব নানা প্রকার নিন্দনীয় কর্ম করে, সেই সব জ্ঞান হইবার পর, তিনি বিচারপূর্বক কি প্রকারে করিতে পারেন ?

[জ্ঞানোদয়ের পূর্বে মানুষের হিতাহিত বিচার থাকে না, সেই জন্য নিন্দনীয় কর্মকরা সম্ভব হয়, কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার দ্বারা কখনও পূর্বের ন্যায় নিন্দনীয় কর্মকরা সম্ভব হয় না, কারণ তখন বিবেক বাধা দেয়।]

বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
তজ্‌জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ
নো চেদ্বিদো দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ॥ ৪২৩ ॥

বিদ্যার (জ্ঞানের) ফল অসৎ হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অবিদ্যার (অজ্ঞানের) ফল উহাতে (অসতে) প্রবৃত্ত হওয়া। এই দুই ফল জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর মধ্যে মৃগতৃষ্ণাদির প্রতীতিতে, উহাকে জানা অথবা না জানার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। [জ্ঞানী মৃগতৃষ্ণা দেখিয়া উহার প্রতি ধাবমান হন না কারণ তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে মরু-মরীচিকায় বালুকারাশি ভিন্ন এক ফোটা জলের নাম গন্ধও নাই এবং অজ্ঞানী উহাকে ভ্রমবশতঃ জল মনে করিয়া উহার দিকে

ধাবমান হইয়া বৃথাই পরিশ্রম করে। এমন কি কখন কখন জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে দেখা যায়।] যদি মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বানেরও অসৎ পদার্থে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফলই কি হইল?

[জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর নিকট এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকাশিত হইলেও জ্ঞানী ইহার মধ্যে কোন প্রকার পারমার্থিক সত্তা না দেখিয়া ইহা মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করে। অপরপক্ষে অজ্ঞানী ইহাকে সত্য মনে করিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।]

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিন্নু, প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ॥ ৪২৪ ॥

যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয় গ্রন্থি নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ ইচ্ছা-রহিত পুরুষের পক্ষে সাংসারিক বিষয় কি স্বতঃই প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে?

অজ্ঞান নাশের সাথে সাথে জ্ঞানীর কামনাও নষ্ট হইয়া যায়। কামনা বা বাসনা না থাকিলে জড়পদার্থ বিষয় কখনও কি সাধককে বা মুমুক্ষুকে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়? কদাপি নহে।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য পরোঽবধিঃ।
অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমোঽবধিঃ।
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্যাদোপরতেস্তু সা ॥ ৪২৫ ॥

ভোগ্য বস্তুসমূহে বাসনার উদয় না হওয়াই বৈরাগ্যের চরম সীমা বা পরিপক্ক অবস্থা। অহংকারের সর্বথা উদয় না হওয়াই বোধের বা জ্ঞানের চরম অবধি বা পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থা। লুপ্ত বৃত্তিসমূহের পুনরায় উৎপন্ন না হওয়াই উপরতির চরম সীমা।

যথার্থ বৈরাগ্যবান্ কিনা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহার মনে ভোগ্যবস্তুর প্রতি বাসনা উদয় হয় কিনা? যদি কামনার উদয় হৃদয়ে না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পরিপক্ক বৈরাগ্যবান্। এইরূপ জ্ঞানীর চিত্তে "আমি ও আমার" এই প্রকারের অহংকার উদয়ই হয় না। যাঁহার লুপ্ত বৃত্তিসমূহের উদয় মনে না হয় তাঁহার উপরতি পরিপক্ক অবস্থা লাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ—

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিতভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধী-
রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি ॥ ৪২৬ ॥

নিরন্তর ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতে স্থিত থাকিবার দরুন যাঁহার বুদ্ধি বাহ্য বিষয় হইতে অপগত (দূরীভূত) হইয়াছে এবং নিদ্রালু অথবা বালকের ন্যায় অপরের প্রদত্ত ভোগ্য পদার্থই গ্রহণ করেন এবং কখন বিষয়ে বুদ্ধি গেলেও যিনি এই সংসারকে স্বপ্নপ্রপঞ্চের সমান দেখেন, তিনি অনন্ত পুণ্যের ফলভোক্তা কোন জ্ঞানী মহাপুরুষ। এই পৃথিবীতে তিনিই ধন্য এবং সকলের মাননীয় ও পূজ্য হন।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ৪২৭ ॥

যে যতি পরব্রহ্মে চিত্তকে লীনকরতঃ নির্বিকার এবং কর্মত্যাগ করিয়া সদা আনন্দে ব্রহ্মে মগ্ন থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে।
সুস্থিতা সা ভবেদ্যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪২৮ ॥

('তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্যদ্বারা) শোধিত ব্রহ্ম এবং আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার একতাকে গ্রহণযোগ্য বিকল্পরহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞা কহে। এই চিন্মাত্র-বৃত্তি যাঁহার স্থির হইয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত।

[প্রজ্ঞা শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল গভীর জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। দার্শনিক-গণ ইহার অর্থ করিতেছেন 'জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিকারী বৃত্তি প্রজ্ঞা ইতি কথ্যতে'।]

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থের শোধন করিতে হইলে লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে গ্রহণ করিতে হইবে। বেদান্তশাস্ত্রে লক্ষণা তিন প্রকার। প্রথম জহতী, দ্বিতীয় অজহতী এবং তৃতীয় জহতী-অজহতী। ইহাকে

ভাগত্যাগ লক্ষণাও কহে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে জহতী লক্ষণা সম্ভব নহে। জহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থ সম্বন্ধীরই গ্রহণ করা যায়। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' গঙ্গায় ঘোষদের গ্রাম। গঙ্গা বলিতে প্রবাহকে বুঝায়। জলপ্রবাহের মধ্যে গ্রাম হওয়া অসম্ভব। অতএব জলপ্রবাহরূপ বাচ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহরূপ বাচ্যার্থের সম্বন্ধী গঙ্গাতটের লক্ষণা করিতে হয়। এই প্রকার 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞ, অল্পস্থানব্যাপক এবং অল্পশক্তিমান জীব। এই দুইয়ের পরিত্যাগ করিলে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ সম্বন্ধী 'মায়া' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ সম্বন্ধী 'অবিদ্যা'। এই উভয়ের 'অসি' পদের দ্বারা একতা সিদ্ধ হয়, ইহা অসংগত। মায়া এবং অবিদ্যার একতাদ্বারা বেদান্তের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না কারণ বেদান্ত অদ্বৈতবাদের অর্থাৎ অদ্বৈত-ব্রহ্মের প্রতিপাদক। মায়া এবং অবিদ্যার সত্যতায় বেদান্তের প্রয়োজন নাই। অতএব 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে জহতীলক্ষণা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

অজহতী লক্ষণাও সম্ভব নয় কারণ অজহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের সম্বন্ধীর সহিত বাচ্যার্থের গ্রহণ করা হয়, যথা 'শোণো ধাবতি' অর্থা লাল রং দৌড়া-ইতেছে। এখানে বাচ্যার্থ শোণ। লাল রং দৌড়াইতেছে বলিলে কোন অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। অতএব এখানে লক্ষণার সাহায্য লইলে লাল রংয়ের সম্বন্ধ ঘোড়ার সহিত। অতএব লাল রংয়ের ঘোড়া দৌড়াইতেছে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সম্বন্ধী 'মায়া' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ জীব এবং জীবের সম্বন্ধী 'অবিদ্যা'—এই দুইয়ের 'অসি' পদের দ্বারা একতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মায়া সহিত ঈশ্বর এবং অবিদ্যা সহিত জীব। মায়া সহিত ঈশ্বর এবং অবিদ্যা সহিত জীব এই উভয়ের একতা করিলে জীবের পরমপুরুষার্থ যে মুক্তি তাহা সিদ্ধ হয় না। বেদান্তশাস্ত্র অদ্বৈত ব্রহ্মের বিজ্ঞানে মোক্ষ স্বীকার করেন। ঈশ্বর জীবের জ্ঞানে নহে। অতএব 'তত্ত্বমসি' মহা-বাক্যে অজহতী লক্ষণাও অসংগত। এই দুই লক্ষণা ব্যতীত আর একটি লক্ষণাও আছে যাহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা কহে। উহাই এই স্থলে প্রযোজ্য কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

যদি বলা হয় 'ঐ দেবদত্ত এই'। এই বাক্যে 'ঐ' শব্দের পরোক্ষত্ব (অপ্রত্যক্ষত্ব) এবং 'এই' শব্দের অপরোক্ষত্ব (প্রত্যক্ষত্ব) এই দুই বিরুদ্ধ

ধর্মের বাধ করিলে যেমন দেবদত্তের একতা নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ হয় সেই প্রকার 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে 'তৎ' পদের বাচ্য ঈশ্বরের উপাধি 'মায়া' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্য জীবের উপাধি 'অবিদ্যা'—এই উভয়ের বিরুদ্ধ ধর্মকে নিষেধ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যাংশের একত্তা বলা হইতেছে। ঈশ্বরের উপাধি মায়া এবং জীবের উপাধি অবিদ্যা এই দুই উপাধি বাধ করিলে চৈতন্যাংশে দুইই সমান। ঈশ্বরের মধ্যে যে চৈতন্য জীবের মধ্যেও সেই চৈতন্যই। এই দৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্ম একই বস্তু।

যস্য স্থিতা ভবেৎপ্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪২৯ ॥

যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, যিনি সর্বদা আত্মানন্দের অনুভব করিতেছেন এবং যাঁহার প্রপঞ্চ বা সংসার বা বাহ্য জগৎ ভুলের মতন হইয়া গিয়াছে, সেই মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত নামে কথিত হইয়া থাকেন।

লীনধীরপি জাগর্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিতঃ।
বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩০ ॥

বৃত্তির লীন হওয়া সত্ত্বেও যিনি জাগিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবপক্ষে যিনি জাগ্রতির ধর্ম হইতে রহিত এবং যাঁহার বোধ সর্বপ্রকারে বাসনাশূন্য সেই মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত নামে কথিত হন।

'বৃত্তির-লীন হওয়া সত্ত্বেও যিনি জাগিয়া থাকেন' ইহার অভিপ্রায় এই, যদ্যপি তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ দৃশ্য পদার্থের বাধ বা নিষেধ করতঃ নিরন্তর ব্রহ্মেই লীন থাকে তথাপি তিনি নিদ্রিত পুরুষের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া যান না, সকল প্রকার ব্যবহার যথাবৎ তিনি করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবহার করা সত্ত্বেও উহা স্বপ্নবৎ বুঝিবার দরুন তাঁহার সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দৃশ্যপদার্থে সত্যতা বোধ থাকে না। অতএব বাস্তবপক্ষে 'জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জাগ্রতির ধর্ম হইতে রহিত'। এই প্রকার মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত জগতে একেবারে দুর্লভ নহে। অদ্যাপিও অন্বেষণ করিলে এইরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পাওয়া যায়।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩১ ॥

যাঁহার সংসারবাসনা শান্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি কলাবান্ হইয়াও কলাহীন

অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে বাহ্যিক বিকারবান্ মনে হইলেও যিনি নিরন্তর স্বীয় নির্বিকার স্বরূপেই স্থির থাকেন এবং যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও নিশ্চিন্ত সেই মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত পদবাচ্য।

বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্তিনি।
অহংতামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩২ ॥

প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছায়ার ন্যায় সত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে এই শরীর বর্তমান থাকিলেও ইহাতে অহং ও মমতাভাবের অভাব হওয়া—জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তে জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অতীতের কথা স্মরণ না করা, ভবিষ্যতের চিন্তা না ভাবা এবং বর্তমানে প্রারব্ধ কর্মবশতঃ প্রাপ্ত সুখদুঃখাদিতে উদাসীনতা—জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৪ ॥

আপন আত্মস্বরূপ হইতে সর্বপ্রকারে পৃথক্ এই গুণদোষযুক্ত সংসারে সর্বত্র সমদর্শী হওয়া জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

[জীবন্মুক্ত কাহারও গুণ কিংবা দোষের প্রতি চোখ খুলিয়াও দেখেন না। তিনি সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত আছেন যে এই সকল গুণ-দোষের কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। অতএব ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে। তিনি গুণের প্রতি রাগ এবং দোষের প্রতি দ্বেষ, এই দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে স্থিত। তিনি সর্বত্র ব্রহ্মই দেখেন।]

ইষ্টানিষ্টার্থসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৫ ॥

ইষ্ট (বাঞ্ছিত) অথবা অনিষ্ট (অবাঞ্ছিত) বস্তুর প্রাপ্তিতে সমদর্শিতার জন্য মনে সুখদুঃখের কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন না হওয়া জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৬ ॥

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদে চিত্তের আসক্তি থাকিবার কারণ বাহ্য এবং আন্তর বস্তুর কোন জ্ঞান না হওয়া জীবন্মুক্ত যতির লক্ষণ।]

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৭ ॥

যিনি দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে এবং কর্তব্যে মমতা ও অহংকারমুক্ত হইয়া এবং রাগদ্বেষাদিতে উদাসীনতার সহিত অবস্থান করেন তিনি জীবন্মুক্ত লক্ষণযুক্ত।

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্মুক্ত স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৮ ॥

যিনি শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া লইয়াছেন এবং যিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত সেই পুরুষ জীবন্মুক্তের লক্ষণদ্বারা সম্পন্ন।

দেহেন্দ্রিয়েষহংভাবঃ ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩৯ ॥

যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহংভাব এবং অন্য বস্তুতে ইদংভাব কখনও হয় না সেই পুরুষ জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

[জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সর্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, তাঁহার নিকট 'আমি' এবং 'আমা' হইতে পৃথক বস্তু 'ইহা' এই ভেদজ্ঞান কখনও উদিত হয় না।]

ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪০ ॥

যিনি স্বীয় প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বাবগাহিনী বুদ্ধিদ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মে এবং ব্রহ্ম ও সংসারে কোন ভেদ দর্শন করেন না সেই পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলা হইয়া থাকে। [একটি অতি সুন্দর প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ।
হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ।
ইতি যস্য মতিঃ পরমার্থগতিঃ।
স নরো ভবসাগরমুদ্ধরতি ॥

হরিই জগৎ এবং জগতই হরি। হরি এবং জগৎ ভিন্ন বস্তু নহে। যাঁহার

এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে তিনি পরমার্থগতি লাভ করেন এবং সেই মনুষ্য ভবসাগর হইতে উদ্ধার হইয়া যান।]

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪১ ॥

সাধু পুরুষদের দ্বারা শরীরের পূজা এবং দুর্জনদের দ্বারা পীড়িত হইলেও যাঁহার চিত্ত সমভাবে থাকে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে।

[গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিতেছেন—

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪।২৫

যিনি মান ও অপমানে সম এবং মিত্র ও শত্রুপক্ষেও সম, সকল প্রকার কর্মত্যাগ করাই যাঁহার স্বভাব, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। বাস্তবপক্ষে গুণাতীত না হইলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। গুণাতীত ও জীবন্মুক্তের একই লক্ষণ।]

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা
নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়া-
মুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪২ ॥

সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যেমন নদীর প্রবাহ সমুদ্ররূপই হইয়া যায় তেমনি অপরের দ্বারা প্রদত্ত বিষয়াদি বা ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি আপনার হইয়া গেলেও যাঁহার চিত্তে কোন প্রকার বিকার বা মানসিক চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে না তিনিই যতিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত।

[অর্থাৎ যেমন বহুনদীর জল সমুদ্রে পতিত হইলেও সমুদ্রে কোন বিকার দৃষ্টিগোচর হয় না—সমুদ্র ইহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং আপন বেলাভূমি অতিক্রমও করে না তদ্রূপ অদ্বৈতনিষ্ঠ ব্রহ্মবেত্তা মহাত্মার নিকট অপরের দ্বারা যে সকল ভোগ-সামগ্রী উপস্থিত হয় উহা তিনি ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করেন কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যবস্তু বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই, সবই তিনি স্বয়ং। তিনি ছাড়া অপরের অস্তিত্ব কোন কালেই নাই। এইরূপ সন্ন্যাসীই বাস্তবিকপক্ষে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।]

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ ॥ ৪৪৩ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব জানা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় যেমন সংসারে সত্য-বুদ্ধি থাকে, তেমন আস্থা-বুদ্ধি আর থাকে না। যদি সংসারে আস্থা বা সত্যবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে তখনও সাসারীই আছে ; উহার তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়ই নাই।

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।
ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভবতি বাসনা ॥ ৪৪৪ ॥

যদি বল ইনি ব্রহ্মজ্ঞ বটে, তবে পূর্বের বাসনার প্রবলতার কারণ ইহার এখনও সংসারে প্রবৃত্তি আছে। ইহা কখনও হইতে পারে না, কেন না জীব ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হইলে পর তাঁহার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যাইবেই।

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ ॥ ৪৪৫ ॥

যেমন অত্যন্ত কামী পুরুষেরও কামবৃত্তি মাতাকে দেখিলে কুণ্ঠিত বা নষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকার পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির সংসারে প্রবৃত্তি আর থাকে না উহা চিরতরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

মাতৃদর্শনের প্রভাবে যেমন কামুকের কাম-প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবেও সেই প্রকার জ্ঞানীর সংসার-বাসনা নাশ হইয়া যায়।

প্রারব্ধ-বিচার—

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ঈক্ষতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৬ ॥

ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরও বাহ্যপদার্থের প্রতীতি বা অনুভব হইতে দেখা যায়, ফলভোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি উহাকে প্রারব্ধ বলিতেছেন।

পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যাহার ভোগ বর্তমান জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম কহে। এই জন্মের কর্ম যাহার ফলভোগ জন্মান্তরে করিতে হইবে তাহাকে ক্রিয়মাণ বা আগামী কর্ম বলে। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যাহার ভোগ জন্মান্তরে হইবে তাহাকে সঞ্চিত কর্ম কহে। কর্ম এই তিন প্রকারের।

সুখাদ্যনুভবো যাবৎ তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ ॥ ৪৪৭ ॥

যুক্তিদ্বারাও ইহা প্রমাণ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সুখদুঃখাদির অনুভব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে ইহা অনুমান করা যায়, কেননা ফলের ভোগ ক্রিয়ার জন্য হইয়া থাকে। বিনা কর্মে ফল ভোগ হয় না।

জ্ঞানীকেও যে দুঃখাদি ভোগ করিতে দৃষ্টিগোচর হয় ইহার উদাহরণ জগতে একেবারে বিরল নহে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রারব্ধ কর্ম মানিতে হয়। যদি প্রারব্ধ-কর্ম না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানীর দুঃখভোগ হয় কেন ? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন জ্ঞানীর জীবনে সুখ-দুঃখ উৎপাদক কতগুলি ঘটনা সংঘটিত হয় বটে কিন্তু তাঁহারা তাহার ফল অর্থাৎ সুখ-দুঃখ অনুভব করেন না।

অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ ॥ ৪৪৮ ॥

জাগ্রৎ হইবার পর যেমন স্বপ্নাবস্থার কর্ম বিলীন হইয়া যায় তেমনি "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান হইবামাত্র কোটি কোটি কল্পের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"। জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। এখানে সর্বকর্মাণি বলিতে শ্রীভগবান্ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ তিন প্রকারের কর্মকেই কি লক্ষ্য করিতেছেন না ?

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা ॥ ৪৪৯ ॥

স্বপ্নাবস্থায় যত বড় হইতে বড় পুণ্য অথবা পাপ করা যায়, জাগিয়া গেলে কি উহা স্বর্গ অথবা নরক প্রাপ্তির কারণ হয় ?

[স্বপ্নজগতের কর্ম স্বপ্নেই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, স্বপ্নভঙ্গের পর উহার নাম-গন্ধও থাকে না।]

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতে যতিঃ কিঞ্চিৎকদাচিদ্ভাবিকর্মভিঃ ॥ ৪৫০ ॥

যে যতি আপনাকে আকাশের ন্যায় অসঙ্গ এবং উদাসীন বলিয়া জানেন তিনি কোনও আগামী কর্মের দ্বারা কখনও একটুও লিপ্ত হইতে পারে না।

ন নভো ঘটযোগেন স্বুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
তথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্মৈর্নৈব লিপ্যতে ॥ ৪৫১ ॥

যেমন ঘড়ার সম্বন্ধ হেতু ঘড়ায় রক্ষিত মদিরার গন্ধদ্বারা আকাশের কোন সম্বন্ধ হয় না তেমনি উপাধির সংযোগ হেতু আত্মা উপাধির কর্মদ্বারা লিপ্ত হয় না। এই শ্লোকের এই ভাবেও অর্থ করা যাইতে পারে। যেমন মহাকাশই ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ হইয়াছে ; ঐ ঘটে রক্ষিত সুরার গন্ধদ্বারা মহাকাশের কোনও সম্বন্ধ হয় না, তেমনি উপাধির সংশ্রবদ্বারা আত্মা উপাধির ধর্ম সুখ-দুঃখাদির দ্বারা লিপ্ত হন না।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥ ৪৫২ ॥
ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫৩ ॥

লক্ষ্যের প্রতি পরিত্যক্ত বাণ যেমন লক্ষ্য ভেদ না করিয়া ছাড়ে না, তেমনি জ্ঞানোদয়ের পূর্বে আরম্ভিত কর্ম আপন ফল প্রদান না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় না ; যেমন ব্যাঘ্র মনে করিয়া গাভীর প্রতি ত্যক্তবাণ পশ্চাতে গাভী বলিয়া জানিলেও মধ্যপথে যেমন উহাকে স্তম্ভিত (গতিহীন) করা যায় না, উহা পূর্ণবেগে আপন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়াই দেয়।

[সেইরূপ জ্ঞানোদয়ের পূর্বের আরব্ধ কর্ম, যাহার দ্বারা বর্তমান দেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার ফল প্রদান না করিয়া ছাড়ে না। এই কারণে জ্ঞানীর শরীরেও ব্যাধি হইতে দেখা যায়। সাধারণ অজ্ঞানী যেমন ব্যাধিদ্বারা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, জ্ঞানী কিন্তু তদ্রূপ হন না। তিনি জানেন দেহ তিনি নহেন, দেহ হইতে পৃথক্ যে আত্মা তাহাই তাঁহার স্বরূপ। সেই আত্মা সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে রহিত।]

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ
সম্যগ্‌জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সংচিতাগামিনাম্।

ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতা-
স্তেষাং তৎ ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্ ॥৪৫৪॥

বিদ্বান ব্যক্তির প্রারব্ধ-কর্ম অবশ্যই অতি বলবান। উহার ক্ষয় ভোগের দ্বারাই হইতে পারে। প্রারব্ধ-কর্মের অতিরিক্ত পূর্বসঞ্চিত এবং আগামী কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীবাত্মার) একতা জানিয়া সদা ঐভাবে স্থিত থাকেন তাঁহার দৃষ্টিতে ঐ প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ, তিন প্রকারের কর্ম কুত্রাপিও নাই—তিনি তো সাক্ষাৎ নির্গুণ ব্রহ্মই।

[ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী ও কর্মরহিত এবং গুণাতীত।]

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীনকেবল-
ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।
প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা
স্বপ্নার্থসংবন্ধকথেব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৫ ॥

স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থের সহিত যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর জাগরিত অবস্থায় তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না তদ্রূপ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেত্তা যিনি উপাধির সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মাত্মভাবেই আপন স্বরূপে স্থিত থাকেন তাঁহারও প্রারব্ধকর্মের সহিত সম্বন্ধ থাকা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে।

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে
দেহোপয়োগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং
কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৬ ॥

প্রবুদ্ধ বা জাগ্রৎ পুরুষ স্বপ্নের প্রাতিভাসিক দেহ এবং দেহের উপযোগী স্বপ্ন-প্রপঞ্চে কখন অহংতা, মমতা এবং ইদন্তা অর্থাৎ 'আমি, আমার এবং ইহা' এইরূপ অনুভব করেন না। তিনি স্বপ্নের বিষয়সমূহের পর সত্যতা ত্যাগকরতঃ জাগরিত অবস্থাতেই অবস্থান করেন।

[ইহার তাৎপর্য জ্ঞানী ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় বিষয়সমূহ স্বপ্নের বস্তুর

ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সদ্য ব্রহ্মভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ-প্রপঞ্চ স্বপ্নতুল্য, অতএব ইহা তাঁহার চিন্তার যোগ্য নহে।]

ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা
ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে
ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫৭ ॥

তাঁহার না তো মিথ্যাবস্তুসমূহের সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা হয় এবং না তো তাঁহার নিকট সাংসারিক পদার্থনিচয়ের সংগ্রহই দেখা যায়। যদি উহার মিথ্যাপদার্থবর্গে প্রবৃত্তি বা আসক্তি থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার নিদ্রা ভঙ্গই হয় নাই।

তদ্বৎপরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ
সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে
তথা বিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ ॥ ৪৫৮ ॥

এই প্রকার সদা ব্রহ্মভাবে স্থিত পুরুষ ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে তেমনি বিদ্বানের বা জ্ঞানীর ভোজন এবং মলমূত্রাদিত্যাগ ক্রিয়া স্বভাববশতঃ আপনিই হইয়া থাকে।

কর্মণা নির্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্পতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্মনির্মিতঃ ॥ ৪৫৯ ॥

দেহ কর্ম হইতেই নির্মিত হইয়াছে, অতএব প্রারব্ধও উহারই অর্থাৎ দেহেরই হইবে। অনাদি আত্মাব প্রারব্ধ মানা ঠিক নহে, কারণ আত্মা কর্ম হইতে নির্মিত নহে।

[একজনের কৃত কর্মের ফল যেমন অপর কেহ ভোগ করে না, তেমনি দেহের প্রারব্ধ আত্মা ভোগ করে না।]

অজো নিত্য ইতি ব্রূতে শ্রুতিরেষা ত্বমোঘবাক্।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা ॥ ৪৬০ ॥

'আত্মা, অজন্মা, নিত্য এবং অনাদি' এই প্রকার অমোঘ অর্থাৎ সত্যবাণী ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন, তাহা হইলে ঐ আত্ম-স্বরূপেই সদা স্থিত বিদ্বান পুরুষের প্রারব্ধকর্ম কি প্রকারে অবশিষ্ট থাকার কল্পনা হইতে পারে ?

[জ্ঞানাগ্নি যখন সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম নাশ করে তখন বুঝিতে হইবে সাথে সাথে প্রারব্ধ কর্মও নাশ হইয়া যায়।]

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ ॥ ৪৬১ ॥

প্রারব্ধ ততক্ষণই সিদ্ধ হয় যতক্ষণ দেহে আত্মবুদ্ধি বা আত্ম-ভাবনা আছে, দেহে আত্ম ভাবনা মুমুক্ষুর জন্য ইষ্ট নহে বা কাম্য নহে ; অতএব জ্ঞানীর ও প্রারব্ধকর্ম ভোগ হয় এই প্রকার ধারণা ত্যাগ করা উচিত।

শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।
অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বমসত্ত্বস্য কুতো জনিঃ।
অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ ॥ ৪৬২ ॥

বাস্তবিকপক্ষে তো শরীরেরও প্রারব্ধ কল্পনা করা ভ্রমই, কারণ উহা তো স্বয়ং অধ্যস্ত অর্থাৎ ভ্রমদ্বারা কল্পিত এবং অধ্যস্তবস্তুর সত্তাই কোথায় ? (সত্য-বস্তুর বিদ্যমানতায় প্রকাশের অভাববশতঃ যে অন্য বস্তুর কল্পনা আরোপিত হয় তাহাকে অধ্যস্ত কহে। রজ্জুতে ভ্রমের কারণ সর্পের প্রতীতি হয় এবং ঐ মিথ্যা প্রতীতি হইতেই ভয়াদি দুঃখের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দীপাদির দ্বারা রজ্জুর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হওয়ায় কল্পনা আরোপিত সর্প-প্রতীতি দূর হইয়া যায়। এইস্থানে সত্যবস্তু রজ্জুকে অধিষ্ঠান এবং কল্পনা আরোপিত সর্পকে অধ্যস্ত কহে। অধিষ্ঠান হইতে অধ্যস্তের কোন পৃথক সত্তা নাই। ভ্রমের বা অজ্ঞানের হেতু এক বস্তুতে অপর বস্তুর কল্পনা হইয়া থাকে। অজ্ঞানের বা ভ্রমের নাশে কাল্পনিক বস্তুরও নাশ হইয়া যায়।) এবং যাহার সত্তাই নাই, উহার জন্ম কোথা হইতে হইল ? এবং যাহার জন্ম হয় নাই, উহার নাশ কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ যাহা সর্বথা সত্তাশূন্য উহার প্রারব্ধ কি প্রকারে হইবে ?

[জ্ঞানীর দেহের উপর অভিমান না থাকার দরুন, তিনি প্রারব্ধ-কর্মের ফলভোগ করিতেছেন, এই প্রকার বুদ্ধিও তাঁহার হয় না। অজ্ঞানীর জ্ঞানীর দেহচেষ্টাকে অর্থাৎ হাত পা নাড়া, ভোজন, শৌচাদি, গমন, উপবেশন ইত্যা-

দিকে প্রারব্ধ-কর্মের ফলভোগ বলিয়া মনে করে। এই সব ক্রিয়া জ্ঞানী কোন প্রকার অহংবুদ্ধির দ্বারা করেন না, ইহা প্রকৃতির স্বভাব ক্ষণেই হইয়া থাকে।।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমুলস্য লয়ো যদি।
তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্।
সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৬৩ ॥
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্।
যতঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ পরমার্থৈকগোচরঃ ॥ ৪৬৪ ॥

যাহার এই প্রকার শঙ্কা হয়—যদি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের মূলসহিত নাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানীর এই স্থূলদেহ কিরূপে থাকিতে পারে, ঐ জড়বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানীদের বুঝাইবার জন্য ভগবতী শ্রুতি বাহ্যদৃষ্টিতে প্রারব্ধ উহার কারণ ইহা বলিয়াছেন। তিনি অর্থাৎ শ্রুতি জ্ঞানীকে দেহাদির সত্যত্ব বুঝাইবার জন্য এই প্রকার বলেন নাই, কেননা শ্রুতির অভিপ্রায় তো একমাত্র পরমার্থবস্তুর সিদ্ধতা বর্ণন করাই।

[শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই অপর কিছু নহে। দেহ কখনও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। তাহা হইলে জনকাদি রাজর্ষিগণের এবং শুকাদি মুনিগণের জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় না।]

নানাত্বের নিষেধ—

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৫ ॥

শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন—বস্তুতঃ সর্বদা পরিপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, অপ্রমেয় এবং অবিকারী এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব নাই। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

সদ্ঘনং চিদ্ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥

যিনি ঘনীভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ; এই প্রকার এক নিত্য, অক্রিয় এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব নাই।

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৭ ॥

যিনি অন্তরাত্মা, একরস, পরিপূর্ণ, অনন্ত এবং সর্বব্যাপক ; এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন ; তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব নাই।

অহেয়মনুপাদেয়মনাধেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮ ॥

যিনি ত্যাজ্য নহেন, গ্রাহ্য নহেন এবং না তিনি কোন বস্তুতে স্থিত হইবার যোগ্য এবং যাঁহার কোন অন্য আধারও নাই, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তাঁহাতে কিছুমাত্র নানা পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৯ ॥

যিনি নির্গুণ, নিষ্কল (কলারহিত, নিরবয়ব), সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প এবং নির্মল, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁহাতে কিছুমাত্র নানাত্বের অস্তিত্ব নাই।

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭০ ॥

যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বা যাঁহার রূপ বর্ণন করা যায় না এবং যিনি মন ও বাণীর বিষয় নহেন অর্থাৎ যাহাকে মনদ্বারা চিন্তা এবং বাণীদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না ; এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তাঁহাতে কোন প্রকার কিঞ্চিন্মাত্রও নানাত্ব নাই।

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১ ॥

যিনি সত্য, বৈভবপূর্ণ, স্বতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাকে প্রমাণ করিবার জন্য অপর কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ এবং উপমারহিত, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব বা নানা পদার্থ নাই।

আত্মানুভবের উপদেশ—

নিরস্তরাগা নিরপাস্তভোগাঃ
শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমেতদন্তে
প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ ॥ ৪৭২ ॥

যাঁহার কোনও বস্তুতে রাগ বা আসক্তি নাই, ভোগেরও সর্বপ্রকার অন্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহার চিত্ত শান্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত সেই মহাত্মা সন্ন্যাসীই এই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া অন্তে এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা পরম-শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ
স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য।
বিধুয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং
মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৩ ॥

অতএব হে বৎস! তুমিও আত্মার এই পরমতত্ত্ব এবং আনন্দঘন-স্বরূপের বিচারকরতঃ স্বীয় মনঃকল্পিত মোহ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া যাও।

[এই শ্লোকে গুরু শিষ্যকে প্রথম আদরসূচক শব্দ ভবান্ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কারণ বেদান্ত শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা এখন তাহার পরোক্ষজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। অপরোক্ষজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জীবব্রহ্মের একতা রূপ পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। ইহা হইলেই মানবজন্ম সফল।]

সমাধিনা সাধু বিনিশ্চলাত্মনা
পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।
নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চে-
চ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্বিকল্পতে ॥ ৪৭৪ ॥

সমাধিরূপ সাধনদ্বারা উত্তমরূপে নিশ্চল চিত্ত হইয়া এবং বিকসিত জ্ঞাননেত্র-দ্বারা এই আত্মতত্ত্বকে অবলোকন কর, কারণ যদি শোনা কথা নিঃসন্দেহ হইয়া উত্তম প্রকারে দেখা যায় তাহা হইলে ঐ বিষয়ের আর সংশয় থাকে না।

[চিরতরে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। শোনা হইতে দেখারদ্বারা নিশ্চয়তা অধিক হয়।]

স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ
সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।
শাস্ত্রং যুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং
চান্তঃ সিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৫ ॥

আপন অজ্ঞানরূপ বন্ধনের সম্বন্ধ বা সংসর্গ ত্যাগ হইবার ফলে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়, এই বিষয়ে শাস্ত্র, যুক্তি ও গুরুবাক্য প্রমাণ। শুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা আপন অনুভব সর্বোপরি প্রমাণ।

বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্ ॥ ৪৭৬ ॥

বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, আরোগ্য, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাদি স্বয়ংই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় উহা তো কেবল অনুমানমাত্র।
[মুক্তি স্বসংবেদ্য বস্তু, উহা অন্য কাহারও দ্বারা অনুভব করা যায় না।]

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ ৪৭৭ ॥

শ্রুতির ন্যায় গুরু ও ব্রহ্মের কেবল তটস্থরূপেই অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকিয়াই বোধ করাইয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত আপনারই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত প্রজ্ঞাদ্বারা উহার সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া এই সংসারসাগর পার হইয়া যাওয়া।

[এই শ্লোকে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশঙ্কর চারিটি কৃপার কথা বলিয়াছেন—(১) গুরুকৃপা (২) শাস্ত্রকৃপা (৩) ঈশ্বরকৃপা এবং (৪) আত্মকৃপা। একটি প্রচলিত কথা আছে—

গুরুকৃপা শাস্ত্রকৃপা কৃষ্ণকৃপা হইল।
আত্মকৃপা বিনা জীব ছারেখারে গেল ॥

কেহ কেহ শাস্ত্রকৃপার স্থানে বৈষ্ণবকৃপা বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎ নিরূপণ কেহই করাইতে পারে না, কারণ উহা শব্দ-শক্তির বাহিরের বস্তু। শব্দ ঐ পর্যন্ত উপনীতই হইতে পারে না। উহার জ্ঞান তো লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই হইতে পারে। অতএব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য উহার

উপাধিরূপ নিখিল প্রপঞ্চের বাধ বা নিষেধ করিতে হয়; কেন না প্রপঞ্চই ব্রহ্মের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রপঞ্চের বাধ বা নিষেধ,উহাতে মিথ্যার বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত হইতেই পারে না এবং এই প্রকার বুদ্ধি মুমুক্ষু ঈশ্বর-কৃপার প্রভাবেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আত্মবোধ হইবার জন্য শাস্ত্রকৃপা এবং গুরুকৃপার ন্যায় ভগবৎ কৃপারও অত্যন্ত আবশ্যক।

এই সম্বন্ধে ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মণ্ডূকোপনিষৎ ৩।২।৩।। আত্মসাক্ষাৎকার লাভ ব্যাখ্যান, তর্ক এবং বহু শাস্ত্রপাঠ ও শ্রবণদ্বারা হয় না। যে সাধককে আত্মদেব স্বয়ং বরণ করেন তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যাঁহার প্রতি আত্মদেব কৃপা করেন তাঁহাকেই তিনি বরণ করিয়া থাকেন। গুরু, শাস্ত্র ও ঈশ্বর কৃপায় সাধকের ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যে আছেন এই জ্ঞান হয়। কিন্তু 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি তো মুমুক্ষুর আপন অনুভব দ্বারাই হয়। ব্রহ্ম স্বসংবেদ্য বস্তু অতএব উহাকে নিজেই অনুভব করিতে হইবে।]

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সম্সুখং তিষ্ঠেন্নির্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৮ ॥

আপন অনুভবদ্বারা অখণ্ড আত্মাকে স্বয়ং জানিয়া সিদ্ধপুরুষ নির্বিকল্পভাবে আনন্দের সহিত সদা আত্মাতেই স্থিত থাকিবেন।

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৯ ॥

বেদান্তের সিদ্ধান্ত তো এই কথাই বলেন, জীব এবং সম্পূর্ণ জগৎ কেবল ব্রহ্মই এবং ঐ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিরন্তর অখণ্ডরূপে স্থিত থাকাই মোক্ষ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়—এই বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

বোধোপলব্ধি—
ইতি গুরুবচনাচ্ছ্রুতিপ্রমাণাৎ
পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।

প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ ॥ ৪৮০ ॥

এই প্রকার গুরুদেবের শ্রুতি-প্রমাণযুক্ত বচন শ্রবণকরতঃ এবং আপনার যুক্তিদ্বারা পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইবার ফলে কোন এক শিষ্য নিশ্চল বৃত্তিদ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া গিয়াছেন।

[সমাধিলাভ করিবার জন্য শ্রীগুরুর, শ্রুতির এবং শ্রীভগবানের কৃপার সাথে সাথে নিজেরও পুরুষাকারের প্রয়োজন।]

কঞ্চিৎকালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৮১ ॥

এবং কিছুকাল চিত্তকে পরব্রহ্মে সমাহিত করতঃ পরে ঐ পরমানন্দময়ী স্থিতি হইতে উত্থিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুদেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি—
র্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে
কিং বা কিয়দ্বা সুখমস্ত্যপারম্ ॥ ৪৮২ ॥

হে গুরো! ব্রহ্ম এবং আত্মার একতার জ্ঞান হওয়ায় আমার দেহাত্ম-বুদ্ধিতো একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সকল প্রবৃত্তি বা স্পৃহা অপগত হইয়াছে। এখন না আছে আমার ইদংয়ের (প্রত্যক্ষবস্তুর) জ্ঞান, আর না আছে অনি-দংয়ের (অপ্রত্যক্ষবস্তুর)। এবং আমি ইহাও জানি না, সেই অপার আনন্দ কেমন এবং পরিমাণেই বা কত ?

[ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবের যে অসীম আনন্দ তাহা মূকের রসাস্বাদনের ন্যায় ব্যক্ত করা যায় না। শিষ্য সদ্‌গুরুর মুখকমল হইতে ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার কৃপায় অপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞান অনুভব করতঃ একেবারে মূক হইয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মানুভূতির যে অপরিসীম আনন্দ তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি-তেছেন না।]

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে
স্বানন্দামৃতপুরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্ ॥ ৪৮৩ ॥

সমুদ্রে পতিত হইয়া বর্ষাকালের গলিত হিমশিলা (হিমানী, তুষার) যেমন সাগরের সহিত এক হইয়া যায় তদ্রূপ আমার মন আনন্দামৃতসমুদ্রের এক অংশেরও অংশের এক কণিকায় বিলীন হইয়া আনন্দরূপে স্থিত হইয়াছে। সেই আত্মানন্দ-রূপ অমৃতপ্রবাহে পরিপূর্ণ পরব্রহ্মসমুদ্রের বৈভব বাণীদ্বারা বলা যায় না এবং না মনের দ্বারাই চিন্তা করা যায়।

[উহা কেবল অনুভবই করার বস্তু, বলা কহার বস্তু নহে।]

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮৪ ॥

সেই সংসার কোথায় চলিয়া গেল? উহাকে কে লইয়া গেল? কোথায় লীন হইল? আহা! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যে সংসার আমি এখনই (অর্থাৎ সমাধিলাভের পূর্বে) দেখিতেছিলাম, উহা কোথায়ও দেখা যাইতেছে না।

[সমাধির পূর্বে যাহার অস্তিত্ব ছিল, উহা হইতে ব্যুত্থিত হইবার পর আর উহার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না।]

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দপীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে ॥ ৪৮৫ ॥

এই অখণ্ড আনন্দামৃতপূর্ণ ব্রহ্ম-সমুদ্রে ত্যাজ্যই বা কি এবং গ্রাহ্যই বা কি? কোন বস্তু সামান্য এবং কোন বস্তু বিশেষ?

[এই ভেদ আমি ব্রহ্মে পাইতেছি না। ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ কিছুই নাই। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্।]

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৬ ॥

(ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভবের পর শিষ্য বলিতেছেন) এখন আমি এখানে কিছু দেখিতেছি না, শুনিতেছি না এবং অপর কিছু জানিতেছি না। আমি তো আপন নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মায় স্থিত হইয়া আপনার পূর্বাবস্থা হইতে সর্ব প্রকারে ভিন্ন হইয়া গিয়াছি।

[সমাধিলাভের পর মানুষ কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহাই উপর্যুক্ত পাঁচ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।]

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে
বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে
ভূম্নে সদাপারদয়াম্বুধাম্নে ॥ ৪৮৭ ॥
যৎকটাক্ষশশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৮ ॥

যাঁহার কৃপাকটাক্ষরূপ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার সংসর্গে সংসার-তাপ-জন্য শ্রম দূর হইয়া যাওয়ায় আমি ক্ষণকাল মধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্য এবং আনন্দময় অক্ষয় আত্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সঙ্গরহিত, সাধুশিরোমণি, নিত্য-অদ্বিতীয়-আনন্দস্বরূপ, অতি মহান এবং নিত্য-অপার-দয়ারসাগর মহাত্মা শ্রীগুরুদেবকে বারংবার প্রণাম করি।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং তদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৮৯ ॥

হে গুরুদেব! আপনার কৃপায় আজ আমি ধন্য, কৃতকৃত্য (অর্থাৎ যাহা আমার করণীয় ছিল তাহা করা হইয়াছে, এখন আমার আর কিছু কর্তব্য নাই), আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, নিত্যানন্দস্বরূপ এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছি।

অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমতান্তোঽহং চিরন্তনঃ ॥ ৪৯০ ॥

আমি অসঙ্গ, অশরীর, অলিঙ্গ, অক্ষয়, অত্যন্ত শান্ত, অনন্ত, অতান্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ এবং সনাতন।

[ব্রহ্মানুভূতির ফলে জীবের যে সকল লক্ষণ সেইগুলির স্থানে ব্রহ্মের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বোধ করিতেছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞেরই লক্ষণ বলা হইবে।]

অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।
শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ ॥ ৪৯১ ॥

আমি অকর্তা, অভোক্তা, অবিকারী, অক্রিয়, শুদ্ধবোধস্বরূপ, এক এবং নিত্য কল্যাণস্বরূপ।

দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্বক্তুঃ কর্তুর্ভোক্তুর্বিভিন্ন এবাহম্।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা ॥ ৪৯২ ॥

দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্তা, ভোক্তা—আমি এই সকল হইতে ভিন্ন। [তাহা হইলে আমি কি ? এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে।] আমি নিত্য, নিরন্তর অর্থাৎ পরিচ্ছেদশূন্য, নিষ্ক্রিয়, নিঃসীম অর্থাৎ অসীম, অসঙ্গ এবং পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা।

নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৩ ॥

আমি না ইহা (জগৎ), না উহা (ঈশ্বর)—আমি এই দুইয়ের অর্থাৎ জগৎ ও ঈশ্বরের প্রকাশক, কার্য কারণের অতীত, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, পূর্ণ, অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধপরব্রহ্মই। কেহ কেহ ইহার অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন। আমি না ইহা, না উহা কিন্তু এই দুইয়ের অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের প্রকাশক, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ ব্রহ্মই।

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥

যিনি উপমারহিত অনাদিতত্ত্ব, 'তুমি, আমি, ইহা, উহা' আদি কল্পনা হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থিত, সেই নিত্যানন্দ-এক-রসস্বরূপ, সত্য এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি।

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং
পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ ॥ ৪৯৫ ॥

আমি নারায়ণ, নরকাসুরের বিঘাতক (শ্রীকৃষ্ণ), ত্রিপুরদৈত্যের নাশক (শ্রীশিব), পরমপুরুষ এবং ঈশ্বর। আমি অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, আমার কেহ ঈশ্বর নাই অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র এবং অহংতা ও মমতা হইতে রহিত।

[এই সকল বর্ণন শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে অভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইয়াছে।]

সর্বেষু ভুতেষ্বহমেব সংস্থিতো
জ্ঞানাত্মনান্তর্বহিরাশ্রয়ঃ সন্।
ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্বং
যদ্যৎপৃথগ্‌ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা ॥ ৪৯৬ ॥

জ্ঞানস্বরূপে সকলের আশ্রয় হইয়া সমস্ত প্রাণিবর্গের বাহিরে ও ভিতরে আমিই স্থিত রহিয়াছি। প্রথমে যে-যে বস্তু বা পদার্থ ইদংবৃত্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হইয়াছিল এখন দেখিতেছি সেই ভোক্তা এবং ভোগ্য সব কিছু স্বয়ং আমিই।

[অর্থাৎ জ্ঞান হইবার পূর্বে ইদংরূপে প্রথমে আমা হইতে পৃথক্ পৃথক্ যাহা দেখা গিয়াছিল, এখন জ্ঞান হইবার পর দেখিতেছি সেই সবও আমিই। আমা ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুর কোন অস্তিত্বই নাই।]

ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুতবিভ্রমাৎ ॥ ৪৯৭ ॥

আমিরূপ অখণ্ড আনন্দসাগরে বিশ্বরূপ নানা তরঙ্গ মায়ারূপ বায়ুর বেগে উঠিতেছে এবং লীন হইয়া যাইতেছে।

[মায়িক সৃষ্টি এবং সংহারে শুদ্ধ-আত্মাকে চঞ্চল করিতে পারে না। তিনি অর্থাৎ শুদ্ধ-আত্মা সর্বাবস্থায় ক্ষোভশূন্য ভাবে সর্বদা বিরাজ করেন।]

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমা-
দারোপিতা নু স্ফুরণেন লোকৈঃ।
কালে যথা কল্পকবৎসরায়-
নর্ত্বাদয়ো নিষ্কলনির্বিকল্পে ॥ ৪৯৮ ॥

যেমন নিষ্কল এবং নির্বিকল্প অর্থাৎ বিভাগ ও ভেদরহিত অনন্ত কালের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন কল্প, বর্ষ, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং ঋতু আদির বিভাগ নাই, সেই প্রকার মনুষ্যেরা ভ্রমবশতঃ কেবল আরোপিত বস্তুর স্ফুরণের দ্বারা আমাতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি ভাবের কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মূঢ়ৈর্মতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীংকরোত্যূষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৪৯৯ ॥

বুদ্ধির দোষে দূষিত মূঢ় ব্যক্তিগণ কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতে যে সকল দোষ আরোপিত করে, সেই সকল দোষ আশ্রয়কে অর্থাৎ সেইবস্তু বা ব্যক্তিকে দূষিত করিতে পারে না; যেমন মৃগতৃষ্ণার মহা জলপ্রবাহ আপন আশ্রয় অনুর্বর মরুময় ভূমিখণ্ডকে কিঞ্চিৎমাত্রও আর্দ্র বা সিক্ত করিতে পারে না।

আকাশবল্লেপবিদূরগোঽহ-
মাদিত্যবস্তাস্যবিলক্ষণোঽহম্।
আহার্যবন্নিত্যবিনিশ্চলোঽহ—
মম্ভোধিবৎপারবিবর্জিতোঽহম্ ॥ ৫০০ ॥

আমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বা অসঙ্গ, সূর্যের ন্যায় অপ্রকাশ্য (সূর্যই সকলকে প্রকাশ করেন কিন্তু সূর্যকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না), পর্বতের ন্যায় নিত্য নিশ্চল এবং সমুদ্রের ন্যায় অপার-অসীম।

[এই একটি শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞানীর সুন্দর চারিটি লক্ষণ বলা হইয়াছে। তিনি আকাশের সমান নির্লিপ্ত, সূর্যের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ, পর্বতের তুল্য ধীর, স্থির, গম্ভীর এবং সাগরের মত অসীম ও অনন্ত।]

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ॥ ৫০১ ॥

যেমন মেঘের সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ আমারও শরীরের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইত্যাদি শরীরের ধর্ম আমাতে কি প্রকারে হইতে পারে?

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি
স এব কর্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।
স এব জীর্যন্ ম্রিয়তে সদাহং
কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥ ৫০২ ॥

উপাধিই আসে, উহাই যায় এবং উহাই কর্ম করে এবং উহাই কর্মের ফল ভোগ করে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে উহাই অর্থাৎ উপাধিই মরণ প্রাপ্ত হয়। আমি তো কুলাচলের ন্যায় অর্থাৎ সুমেরু পর্বতের সমান সদা নিশ্চলভাবেই স্থিত আছি।

ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ
সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য
একাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো
ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং নু চেষ্টতে ॥ ৫০৩ ॥

আমার ন্যায় সদা একরস এবং নিরবয়বের না কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে আর না কিছুতে নিবৃত্তিই আছে। তাহা হইলে বল, যে নিরন্তর একরূপ ঘনীভূত এবং আকাশের ন্যায় পূর্ণ সে কি প্রকারে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য
নিশ্চেতসো নির্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।
কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতে-
র্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ ॥ ৫০৪ ॥

ইন্দ্রিয়, চিত্ত, বিকার এবং আকৃতি রহিত, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আমাতে পাপ বা পুণ্য কি প্রকারে হইতে পারে? "অনন্বাগতং পুণ্যেনান্বাগতং পাপেন।" [বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৩।২২) ও শ্রুতি এই প্রকার বলিতেছেন।] এই আত্মা পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং পাপ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হইতে অসম্বন্ধ বা মুক্ত।

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎপুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ॥ ৫০৫ ॥
ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৬ ॥

যেমন শীত, উষ্ণ, ভাল-মন্দ—কোনও বস্তু ছায়ার সহিত স্পর্শ হইলেও উহা হইতে সর্বদা পৃথক্ পুরুষের কিছুমাত্রও স্পর্শ হয় না এবং গৃহের প্রকাশক দীপের উপর যেমন ঘরের (সুন্দরতা, মলিনতাদি দোষ-গুণাদি) কোন কিছুরই প্রভাব পড়ে না, সেই প্রকার শরীরাদি দৃশ্য পদার্থসমূহের ধর্ম, উহা হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন, উহার সাক্ষী, বিকাররহিত এবং উদাসীন আত্মাকে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শও করিতে পারে না।

রবের্যথা কর্মণি সাক্ষীভাবো
বহ্নের্যথা বায়সি দাহকত্বম্।

রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ-
স্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৭ ॥

মনুষ্যের কর্মে যেমন সূর্যের সাক্ষীভাব, তপ্তলৌহে যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি বা দাহকতা এবং আরোপিত সর্পাদির সহিত যেমন রজ্জুর সঙ্গ সেই প্রকার কূটস্থ চেতন আত্মার বিষয়সমূহে সাক্ষীভাব জানিবে।

কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং
ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং
সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৮ ॥

'আমি করিও না, করাইও না; আমি ভুগিও না, ভোগাইও না এবং আমি দেখিও না, দেখাইও না। আমি তো সব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্, স্বয়ংপ্রকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই আত্মা।

চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্য-
মৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং
কর্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি ॥ ৫০৯ ॥

যেমন জলাদি উপাধির চঞ্চলতা হেতু মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি ঔপাধিক প্রতিবিম্বের চঞ্চলতা বিম্বভূত সূর্যে আরোপিত করিয়া থাকে সেই প্রকার তাহারা অর্থাৎ অজ্ঞানীরা সূর্যের ন্যায় নিষ্ক্রিয় আত্মার চিত্তের চঞ্চলতার আরোপ হেতু 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, 'হায় আমি নিহত হইলাম' এইরূপ বলিয়া থাকে।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্মৈর্ঘটধর্মৈর্নভো যথা ॥ ৫১০ ॥

ঘড়ার ধর্মের সহিত যেমন আকাশের কোন সম্বন্ধ নাই তেমনি এই জড় দেহ জলে হউক অথবা স্থলে হউক যেখানেই পতিত হউক না কেন, তাহাতে আমি শুদ্ধ-আত্মা লিপ্ত হই না।

[দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীর শরীর-ত্যাগ যেখানেই হউক না কেন তাহাতে তাঁহার অর্থাৎ শুদ্ধ-আত্মার কিছু যায় আসে না]।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা-
জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ
স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে ॥ ৫১১ ॥

কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দুষ্টতা, উন্মত্ততা, জড়তা, বদ্ধ এবং মুক্ত—এই সকল বুদ্ধিরই কল্পনামাত্র। প্রকৃতি আদির অতীত কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে এই সকল বস্তুতঃ নাই।

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি।
কিং মেঽসঙ্গচিতেস্তৈর্ন ঘনঃ ক্বচিদম্বরং স্পৃশতি ॥ ৫১২ ॥

প্রকৃতিতে দশ, শত এবং সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য বিকার বা পরিবর্তন হইলেও উহার সহিত 'আমি' অসঙ্গ চেতন আত্মার কি সম্বন্ধ? মেঘ কখনও কি আকাশকে স্পর্শ করিতে পারে?

অব্যক্তাদিস্থূলপর্যন্তমেত-
দ্বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৩ ॥

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলাপ্রকৃতি হইতে স্থূলভূত পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে আভাসমাত্র প্রতীত হইতেছে এবং যিনি আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং আদি-অন্ত রহিত অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহাই আমি।

সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং
সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৪ ॥

যিনি সকলের আধার, সকল বস্তুর প্রকাশক, সর্বরূপ, সর্বব্যাপী অথচ সকল হইতে রহিত, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল অর্থাৎ শান্ত এবং বিকল্প রহিত অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহাই আমি।

যৎপ্রত্যস্তাশেষমায়াবিশেষং
প্রত্যগ্রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্তমানন্দরূপং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৫ ॥

যিনি সমস্ত মায়িক ভেদসমূহ হইতে রহিত, অন্তরাত্মারূপ এবং সাক্ষাৎ প্রতীতির অবিষয় অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা যায় না এবং সৎ, চিৎ, অনন্ত এবং আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহাই আমি।

নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ।
নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ ॥৫১৬ ॥

আমি ক্রিয়ারহিত, বিকাররহিত, কলারহিত অর্থাৎ অংশরহিত সদা পরিপূর্ণ, নিরাকার, নির্বিকল্প, নিত্য, নিরালম্ব এবং দ্বিতীয়রহিত।

সর্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরঃ ॥ ৫১৭ ॥

আমি সকলের আত্মা, সর্ব, সর্বাতীত এবং অদ্বয়, কেবল অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ এবং নিরন্তর অর্থাৎ দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদরহিত আনন্দরূপ।

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা
ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।
প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে
নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু ॥ ৫১৮ ॥

হে শ্রীগুরো। আপনার কৃপা ও মহিমার প্রসাদে আমি এই আত্মরাজ্যের সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য-বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাত্মন্! আপনাকে আমি নমস্কার, নমস্কার, বারংবার নমস্কার করিতেছি।

মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎপরমবিতবান্মামসি গুরো ॥ ৫১৯ ॥

আমি মায়াদ্বারা অনুভূত জন্ম, জরা এবং মৃত্যুর হেতু অত্যন্ত ভয়ানক মহাস্বপ্নে ভ্রমণকরতঃ প্রতিদিন নানা প্রকার তাপদ্বারা সন্তপ্ত হইতেছিলাম। হে গুরো! অহংকাররূপ ব্যাঘ্র হইতে ব্যথিত দীন আমাকে আপনি কৃপা করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রক্ষা করিয়াছেন।

[আমাদের জীবনটা একটা মহাস্বপ্ন। ইহাতে মোহিত হইয়া নানা প্রকার দুঃখাদি ভোগ করিতেছি। স্বপ্ন ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাপ্নিক দুঃখ দূর হইবার নহে। অতএব এই অজ্ঞানরূপ মহাস্বপ্ন ভঙ্গের জন্য যত্ন করা উচিত।]

নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ।
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ॥ ৫২০ ॥

হে গুরুরাজ! আপনার সেই মহান্ তেজকে নমস্কার, যাহা সৎস্বরূপ এবং সদা একরস হইয়াও বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

[গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে জ্ঞানমূর্তি মহামানবরূপে ভাবনা করিয়া ভবসাগর পার করিবার জন্য প্রার্থনাসহ প্রণাম করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে এখন শ্রীগুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম জ্যোতিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। জ্ঞানলাভের পূর্বে এবং পশ্চাতে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা বেশ পরিস্ফুট হইতেছে।]

উপদেশের উপসংহার—
ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্যং
সমাধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ
পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা ॥ ৫২১ ॥

এই প্রকার সমাধিগত আত্মানন্দ ও তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে প্রণাম করিতে দেখিয়া মহাত্মা শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন চিত্তে পুনরায় এইরূপ বচন বলিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জগদতো ব্রহ্মৈব সৎসর্বতঃ
পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যদবেক্ষিতুং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং বিদ্যতে
তদ্বৎ ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্ ॥ ৫২২ ॥

হে বৎস! আপন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা শান্তচিত্ত হইয়া সর্বাবস্থায় এইরূপ দেখ যে এই সংসার ব্রহ্ম-প্রতীতিরই প্রবাহমাত্র, অতএব ইহা সর্বপ্রকার সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মই। নেত্রবানের চতুর্দিকে দেখিবার জন্য রূপের অতিরিক্ত আর কি আছে? সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানীর বুদ্ধির বিষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে?

[ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় অপর কিছুর অস্তিত্ব অনুভবই করেন না।]

কস্তাং পরানন্দরসানুভূতি-
মুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমতে বিদ্বান্।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে
চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ ॥ ৫২৩ ॥

সেই পরমানন্দরসের অনুভব ত্যাগ করিয়া অন্য তুচ্ছ অসৎ বিষয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রমণ করিবেন? অতিশয় আনন্দদায়ক পূর্ণচন্দ্র আকাশে প্রকাশিত থাকিতে চিত্রলিখিত চন্দ্র দেখিতে কে ইচ্ছা করিবে?

[ভক্তরসিক শ্রীসুরদাস তাঁহার একটি মর্মস্পর্শী ভজনে বলিতেছেন,—
"কামধেনুকে ত্যাগ করিয়া কে এমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইবেন যিনি বৎসকে দোহন করিবেন।" "সুরদাস তজ কামধেনুকো ছেরি কৌন দুহাবে"।

অসৎপদার্থানুভবে ন কিঞ্চি-
ন্ন হ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা
তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৫২৪ ॥

অসৎ পদার্থের অনুভবদ্বারা না তো কিছু তৃপ্তি হয়, না দুঃখেরই নাশ হইয়া থাকে; অতএব ঐ অদ্বয়ানন্দরসের অনুভবদ্বারা তৃপ্ত হইয়া সত্যস্বরূপ আত্মনিষ্ঠায় সুখে স্থিত থাক।

স্বয়মেব সর্বথা পশ্যন্মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে ॥ ৫২৫ ॥

হে মহাবুদ্ধে! সর্বপ্রকারে চতুর্দিকে কেবল আপনাকেই দর্শন করিয়া,

আপনাকেই অদ্বিতীয় মনে করিয়া এবং আত্মানন্দেরই অনুভব করতঃ অবশিষ্ট জীবন যাপন কর।

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্বিকল্পে
বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরঃপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা
শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্ ॥ ৫২৬ ॥

অখণ্ডবোধস্বরূপ নির্বিকল্প আত্মায় বিকল্পের অর্থাৎ ভেদের ভাবনা আকাশে নগরকল্পনার ন্যায় মিথ্যা। অতএব সর্বদা অদ্বিতীয় আনন্দময় আত্মস্বরূপে স্থিত থাকিয়া পরম শান্তিলাভ করতঃ মৌন ধারণ কর অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থান কর।

তূষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তি-
র্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো
যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্ ॥ ৫২৭ ॥

ব্রহ্মবেত্তা মহাত্মার মিথ্যা বিকল্পের হেতুভূতা বুদ্ধি যে অবস্থায় ব্রহ্মভাবে লীন হইয়া যায় তাহাই পরমশান্তি বা উপশম। সেই উপশমাবস্থায় নিরন্তর অদ্বয় আনন্দের অনুভব হয়।

নাস্তি নির্বাসনান্ মৌনাৎপরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ ॥ ৫২৮ ॥

যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন, সেই স্বাত্মানন্দরসপায়ী পুরুষের পক্ষে বাসনারহিত মৌন হইতে অধিকতর উত্তম সুখদায়ক আর কিছুই নাই।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মরামঃ সদা মুনিঃ ॥ ৫২৯ ॥

আত্মতৃপ্ত বিদ্বান্ মুনি চলিতে-ফিরিতে, উঠিতে-বসিতে, শুইতে-জাগিতে অথবা যে কোন অবস্থাতেই হউন না কেন, সদা আত্মায় রমণকরতঃ স্বেচ্ছানুকূল অবস্থান করেন।

[ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কোন বিধি নিষেধের অধীন নহেন। তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন, বাধাহীন এবং বন্ধনহীন। তিনি মুক্ত।]

ন দেশকালাসনদিগ্যমাদি-
লক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ।
সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি
স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যপেক্ষা ॥ ৫৩০ ॥

যাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আত্মস্বরূপে স্থিত থাকে, যিনি আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের দেশ, কাল, আসন, দিক্, যম, নিয়ম, ধারণা ও ধ্যানের কোন আবশ্যকতা নাই। স্ব স্বরূপের জ্ঞান হইলে আর কোন নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে?

[সাধকের জন্যই বিধি-নিষেধের প্রয়োজন। সিদ্ধ হইয়া গেলে আর এই সবের কি আবশ্যকতা আছে?]

ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কো ন্বপেক্ষতে।
বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধী ঃ ॥ ৫৩১ ॥

'ইহা ঘট' এই প্রকার জানিবার জন্য, যাহা হইতে বস্তু জ্ঞান হয়, সেই উপযুক্ত প্রমাণের অতিরিক্ত আর কোন নিয়মের আবশ্যকতা থাকিতে পারে?

[একটা ঘটকে 'ইহা ঘট' এইরূপ অবগত হইবার জন্য চক্ষুর দর্শন শক্তির বিদ্যমানতা এবং প্রকাশ ব্যতীত আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতার প্রয়োজন হয়?]

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।
ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩২ ॥

আত্মা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উপযুক্ত প্রমাণ বা সাধন হইলেই উহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। আপন প্রতীতির জন্য উহা দেশ, কাল অথবা শুদ্ধি ইত্যাদির কাহারও অপেক্ষা রাখে না।

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্বদ্‌ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্ ॥ ৫৩৩ ॥

যেমন "আমি দেবদত্ত" এই জ্ঞান হইবার জন্য কোন নিয়মের বা প্রমাণের অপেক্ষা নাই, তেমনি ব্রহ্মবেত্তার "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান স্বতঃই অর্থাৎ আপনিই হইয়া থাকে, কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

["আমি অমুক" ইহা প্রত্যেক জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট স্বতঃসিদ্ধ। ইহা অনুভবের জন্য কোন প্রমাণ অথবা দেশ, কাল, শুদ্ধি আদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। "আমি আছি", ইহা যেমন নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লই, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী "আমি ব্রহ্ম" ইহা নির্বিচারে স্বতঃই অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন।]

ভানুনেব জগৎসর্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিং নু তস্যাবভাসকম্ ॥ ৫৩৪ ॥

সূর্যদ্বারা যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় তেমনি যাঁহার প্রকাশে সমস্ত অসৎ এবং তুচ্ছ অনাত্মপদার্থ সকল প্রকাশিত হয় তাঁহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য আর কে থাকিতে পারে?

[অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কেহই নাই, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ।]

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।
যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৩৫ ॥

বেদ, শাস্ত্র [অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র অথবা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত], পুরাণ এবং সকল ভূত যাঁহা হইতে বা যাঁহার দ্বারা অর্থবান অর্থাৎ সত্তাবান্ হইতেছে, সেই সর্বসাক্ষী পরমাত্মাকে আর কে প্রকাশ করিবে?

[বৃহদারণ্যকোপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "যেনেদং সর্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।" (২।৪।১৪) যাঁহার সাহায্যে মানব এই সকল ভূতবর্গ ও দৃশ্যজগতকে জানে, তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? হে প্রিয়ে! যাঁহার দ্বারা সকলকে জানা যায় সেই বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে? তাঁহাকে কিছুর দ্বারা জানা যায় না, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু।]

এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্তশক্তি-
রাত্মাপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো
জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ ॥ ৫৩৬ ॥

এই [সর্বসাক্ষী] আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ, অনন্তশক্তি সম্পন্ন, অপ্রমেয় অর্থাৎ কোন প্রমাণদ্বারা তিনি প্রমাণিত হন না—স্বতঃসিদ্ধ, এবং সর্বানুভবস্বরূপ, তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে সেই ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইয়া যান।

ন খিদ্যতে নো বিষয়ৈঃ প্রমোদতে
ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং
নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ ॥ ৫৩৭ ॥

ব্রহ্মবেত্তা বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইলে না দুঃখী হন, না আনন্দিত হন, না উহাতে আসক্ত হন আর না বিরক্তই হন। তিনি তো সদাসর্বদা আত্মানন্দ-রসে তৃপ্ত হইয়া স্বয়ং আপনাতে আপনি ক্রীড়া করেন এবং আনন্দিত হন।

[যিনি একবার ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছেন তিনি বিষয়ানন্দের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। যাহাকে দেখেনই না তাহার প্রতি আসক্ত বা অনাসক্তের কোন প্রশ্নই উঠে না।]

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্মমো নিরহং সুখী ॥ ৫৩৮ ॥

ক্ষুধা এবং শারীরিক ব্যথা ভুলিয়া বালক যেমন খেলার বস্তু খেলনাদিদ্বারা খেলিতে থাকে, তদ্রূপ অহংকার ও মমতাশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বান স্বীয় আত্মাতে আনন্দের সহিত রমণ করেন।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥ ৫৩৯ ॥

ব্রহ্মবেত্তাগণের চিন্তাশূন্য ও অনায়াসলব্ধ ভিক্ষান্নই ভোজন এবং নদীর জলই পানীয়। তাঁহাদের স্থিতি স্বতন্ত্রতাপূর্বক এবং নিরঙ্কুশভাবেই অর্থাৎ নিয়ম-শূন্য ও ইচ্ছামতই হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন প্রকার ভয় না থাকিবার দরুন তাঁহারা বনে অথবা শ্মশানে সুখে নিদ্রা যান। ধৌত ও শুষ্ক করিবার উপদ্রবের জন্য তাঁহারা দিক্ই বসন করিয়াছেন, ভূমিই শয্যা, বেদান্ত-বীথিতেই

তাঁহাদের গমনা-গমন হইয়া থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত মার্গেই তাঁহারা সর্বদা বিচারে তৎপর থাকেন এবং পরব্রহ্মেই তাঁহাদের ক্রীড়া হয়। অর্থাৎ তাঁহারা সদা ব্রহ্মস্বরূপেই লীন হইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন।

[সার কথা হইল ব্রহ্মবেত্তাগণ অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, গৃহের জন্য, শয্যার জন্য এবং পানীয়ের জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ অনুভব করেন না। সদা দুশ্চিন্তা-রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন।]

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ ॥ ৫৪০ ॥

প্রত্যক্ষ-চিহ্নরহিত (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বাহ্যচিহ্ন দণ্ড-কমণ্ডলু কাষায়বস্ত্র রহিত) এবং বাহ্যপদার্থসমূহে আসক্তিহীন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ এই শরীররূপ বিমানে বসিয়া (অর্থাৎ আপন সর্বাভিমানশূন্য শরীরের আশ্রয় লইয়া) অপরের দ্বারা আনীত বিষয় সকল বালকের ন্যায় ভোগ করিয়া থাকেন।

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥ ৫৪১ ॥

চৈতন্যরূপবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত মহাভাগ্যবান্ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ কখন বস্ত্র-হীন, কখন বসনপরিহিত অথবা মৃগচর্মাদি বা বল্কল ধারণকরতঃ উন্মত্তের ন্যায়, বালকের ন্যায় অথবা পিশাচের ন্যায় আপন ইচ্ছামত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

[ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা সদাই স্বতন্ত্র কখন পরতন্ত্র নহেন।]

কামান্নী কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।
স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্বাত্মনাস্থিতঃ ॥ ৫৪২ ॥

স্বয়ং সর্বাত্মভাবে স্থিত, সদা আপন আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং একা বিচরণশীল মুনি, আপন ইচ্ছানুসারে যখন খুশি তখন অন্ন গ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণকরতঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।...
ক্বচিৎপাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥ ৫৪৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কখন মূঢ়, কখন বিদ্বান্ এবং কখন রাজামহারাজার ন্যায় বৈভবযুক্ত দেখা যায়। তিনি কখন ভ্রান্ত, কখন শান্ত এবং কখনও বা অজগরের সমান একস্থানে নিশ্চলভাবে পতিত দৃষ্টিগোচর হন। এই প্রকার নিরন্তর পরমানন্দে মগ্ন বিদ্বান্ কোথায়ও সম্মানিত, কোথায়ও অপমানিত এবং কোথায়ও অজ্ঞান থাকিয়া অলক্ষিত গতিতে সুখে বিচরণ করিতে থাকেন।

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৫৪৪ ॥

তিনি নির্ধন হইলেও সদা সন্তুষ্ট, অসহায় হইলেও মহাবলবান্, ভোজন না করিলেও নিত্যতৃপ্ত এবং ব্যবহারে অসমতা দৃষ্ট হইলেও সমদর্শী হন।

অপি কুর্বন্নকুর্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্যপ্যশরীর্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্বগঃ ॥ ৫৪৫ ॥

সেই মহাত্মা সব কিছু করিলেও অকর্তা, নানা প্রকারের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে দেখিলেও অভোক্তা, শরীরধারী হইলেও অশরীরী এবং পারিচ্ছিন্ন হইলেও সর্বব্যাপী অর্থাৎ তাঁহাকে এক স্থানে অবস্থিত দেখিলেও তিনি সর্বব্যাপী হইয়াই আছেন।

অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে ॥ ৫৪৬ ॥

সদা অশরীরভাবে স্থিত থাকিবার দরুন এই ব্রহ্মবেত্তাকে প্রিয় অথবা অপ্রিয় এবং শুভ এবং অশুভ কখন স্পর্শও করে না।

[তিনি অশরীরীকে চিন্তা করিতে করিতে অশরীরী ব্রহ্মই হইয়া গিয়াছেন।]

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ
সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ।

বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ
কুতঃ শুভং বাপ্যশুভং ফলং বা ॥ ৫৪৭ ॥

যে দেহাভিমানীর স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহারই সুখ অথবা দুঃখ এবং শুভ অথবা অশুভ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; যাঁহার দেহাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই সৎস্বরূপ মুনির শুভ অথবা অশুভ ফলের প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে ?

তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জনৈঃ।
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্ ॥ ৫৪৮ ॥
তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ ॥ ৫৪৯ ॥

বাস্তবিক স্বরূপ না জানিবার জন্য যেমন রাহুদ্বারা গ্রস্ত না হইলেও গ্রস্তের মতন প্রতীত হইবার কারণ মানব ভ্রমবশতঃ সূর্যকে রাহুগ্রস্ত বলিয়া থাকে; তেমনি দেহাদি-বন্ধন হইতে মুক্ত ব্রহ্মবেত্তার আভাসমাত্র শরীর দেখিয়া অজ্ঞানী তাঁহাকে দেহাভিমানী সাধারণ মানবের ন্যায় মনে করে।

অহিনির্ল্বয়নীবায়ং মুক্তদেহস্তু তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎপ্রাণবায়ুনা ॥ ৫৫০ ॥

মুক্ত পুরুষের এই শরীর সর্পের কঞ্চুকের ন্যায় অর্থাৎ সাপের খোলসের মতন প্রাণবায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ (এখানে সেখানে) চালিত হইয়াও নিশ্চিন্ত-ভাবে পড়িয়াই থাকে।

[তাঁহাতে কর্তৃত্বাভিমানের অত্যন্ত অভাব হইবার জন্য বাস্তবিকপক্ষে কোন ক্রিয়া হয় না। শরীর সঞ্চলনমাত্র হইয়া থাকে--প্রাণবায়ুর কারণ।]

স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহো যথাকালোপভুক্তিষু ॥ ৫৫১ ॥

যেমন জল-প্রবাহদ্বারা কাষ্ঠখণ্ড উঁচু-নীচু স্থানে নীত হয় সেই প্রকার দৈবদ্বারাই মুক্ত-পুরুষের শরীর সময়ানুকূল ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[স্রোতে পড়া কাষ্ঠখণ্ডের যেমন কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া স্রোত যেখানে সেখানে লইয়া যায় তদ্রূপ দেহাভিমানশূন্য ব্রহ্মবেত্তার ভোগেও কোনরূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে না]

প্রারব্ধকর্মপরিকল্পিতবাসনাভিঃ
সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ংবসতি সাক্ষিবদত্র তুষ্ণীং
চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ ॥ ৫৫২ ॥

[অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে] মুক্ত পুরুষের শরীর প্রারব্ধকর্ম হইতে কল্পিত বাসনাসমূহের দ্বারা সংসারী মানবের ন্যায় নানা প্রকার ভোগাদি ভোগ করিয়া থাকে। সিদ্ধ পুরুষ স্বয়ং কুলাল-চক্রের (কুমারের চাকার) মূলদণ্ডের সমান সঙ্কল্প-বিকল্পশূন্য হইয়া সাক্ষীভাবে নীরবে অবস্থান করেন।

[অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সাধারণ মানবের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম হইতে উৎপন্ন ভোগাদি ভোগ করিয়া থাকেন। বাস্তবপক্ষে তিনি সুখ দুঃখাদি কিছুই ভোগ করেন না, তিনি তো সাক্ষীরূপে কেবল দেখিয়া যান।]

নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্ত এব
নৈবোপযুঙ্‌ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।
নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স
সানন্দসান্দ্ররসপানসুমত্তচিত্তঃ ॥ ৫৫৩ ॥

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ অত্যন্ত প্রগাঢ় আনন্দরসের পানকরতঃ বিহ্বল হইয়া দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয়সমূহে যুক্তও করেন না এবং উহাদিগকে বিষয়নিচয় হইতে নিবৃত্তও করেন না। তিনি আপন কর্মফলের দিকে দৃষ্টিপাতই করেন না—[সদা উদাসীনভাবে স্থিত থাকেন।]

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎকেবলাত্মনা।
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ ॥ ৫৫৪ ॥

যিনি লক্ষ্য (অর্থাৎ সাধন) এবং অলক্ষ্য (অর্থাৎ বিষয়চিন্তা) এই দুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক আত্মস্বরূপে সদা স্থিত থাকেন, তিনি ব্রহ্ম-বেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবই।

[যাঁহার গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলিয়া কিছু নাই—যিনি আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন—তিনি সাক্ষাৎ শিবই।]

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাধিনাশাদ্‌ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্ ॥ ৫৫৫ ॥

এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী জীবিত থাকিয়াও সদা মুক্ত এবং কৃতার্থই। শরীররূপ উপাধির নাশ হইলে তিনি ব্রহ্মভাবে স্থিত হইয়াই অদ্বয় ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।

["ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতিঃ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।৬ ব্রহ্মবেত্তার প্রাণ কোথায়ও যায় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন]

শৈলূষো বেষসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥ ৫৫৬ ॥

নট যেমন বিচিত্র বেশভূষা ধারণ করিলে অথবা উহা ত্যাগ করিলে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিই, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তা উপাধিযুক্তই হউন অথবা উপাধিমুক্তই হউন, সদা ব্রহ্মই ; অপর কিছু নহেন।

[দেহ কখন ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না।]

যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎপর্ণমিব তরোর্বপুষঃ পতনাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব হি তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্ ॥ ৫৫৭ ॥

যেখানে সেখানে বৃক্ষের পতিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় ব্রহ্মীভূত যতির শরীর যেখানেই পতিত হয় না কেন, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞের কিছুই যায় আসে না, কারণ দেহ ত্যাগের পূর্বেই ব্রহ্মজ্ঞের শরীর চৈতন্যাগ্নির দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া থাকে।

[মরণের পর ব্রহ্মজ্ঞের দেহ কি ভাবে সৎকার হইবে—পোড়ান হইবে কি, জলে প্রবাহিত হইবে অথবা ভূমিতে সমাধিস্থ হইবে সে বিষয় তিনি কোন চিন্তাই করেন না, কারণ তিনি শরীরটার উপর দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজনই বোধ করেন না।]

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ
পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিতপ্রতীক্ষা
ত্বঙ্মাংসবিট্পিণ্ডবিসর্জনায় ॥ ৫৫৮ ॥

সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সদাই পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় আনন্দরসে স্থিত মুনির এই ত্বক্, মাংস ও মল-মূত্রের পিণ্ড অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করিবার জন্য কোন বিশেষ শুভ দেশকালাদির অপেক্ষা থাকে না।

[এই বিষয়ে শিবগীতায় একটি অতি সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়—

"তীর্থে চাণ্ডালগেহে বা যদি বা নষ্টচেতনঃ।
পরিত্যজন্দেহমিমং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে॥" ১৩/৩৫

জীবন্মুক্ত যদি পুণ্যতীর্থে বা চণ্ডালগৃহে বা অজ্ঞানাবস্থায় এই দেহ যে কোন প্রকারে ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞানের মহিমায়ই মুক্ত হন।]

দেহস্য মোক্ষো নো মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ ॥ ৫৫৯ ॥

অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জড় ও চিতের গ্রন্থির নাশকেই প্রকৃত মোক্ষ কহে। দেহ অথবা দণ্ড-কমণ্ডলুর ত্যাগের নাম মোক্ষ নহে।

[দেহে আত্মবুদ্ধিই বন্ধন—ইহা অজ্ঞান প্রসূত। জ্ঞানোদয়ে এই ভ্রম নাশ হইলেই মুক্তি।]

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।
পর্ণং পতিত চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৬০ ॥

বৃক্ষের শুষ্ক ঝড়া পত্র নালীতে, নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা কোন চাতালে যেখানেই পড়ে না কেন, তাহাতে বৃক্ষের হানিই বা কি লাভই বা কি?

[সেই প্রকার আত্মজ্ঞানীর বা ব্রহ্মবেত্তার দেহ পবিত্র-অপবিত্র যে স্থানেই ত্যাগ হয় না কেন, তাহাতে তাঁহার কিছু হানি-লাভ নাই। তাঁহার মুক্তি তো জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। তাঁহার মুক্তি দেশ-কালের উপর নির্ভর করে না।]

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্
দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।
নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যা-
নন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬১ ॥

বৃক্ষের যেমন পত্র, পুষ্প এবং ফলের নাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং বুদ্ধি আদিরই নাশ হইয়া থাকে।

[পত্র পুষ্প-ফলাদির নাশে যেমন বৃক্ষ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-বুদ্ধি উপাধির নাশে জীবের নাশ হয় না। সদানন্দস্বরূপ স্বয়ং আত্মার নাশ কখনও হয় না, উহা তো সদাই বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল শান্ত।]

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অনূদ্যৌপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্ ॥ ৫৬২ ॥

"প্রজ্ঞানঘন" ইহাদ্বারা শ্রুতি আত্মার সত্যসূচক স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণন করিয়া উপাধি-কল্পিত বস্তুরই বিনাশ বলিতেছেন।

[শ্রুতি বলিতেছেন প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মা শুদ্ধ এবং শাশ্বত। উহার কখনও নাশ হয় না। অজ্ঞানবশতঃ সেই নিত্য অবিনাশী বস্তুকে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি উপাধির সহিত যুক্ত করিয়া জীব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বরূপের জ্ঞান হইলে এই কল্পিত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সাথে সাথে এই কল্পিত জীবভাবও দূর হয়। এই শ্লোকে পূজ্যপাদ আচার্য উপাধি-কল্পিত জীবভাবেরই নাশ বলিতেছেন। "অহংতা-মমতা" এই বিশেষ-জ্ঞান নষ্ট হয়, সত্য-স্বরূপের জ্ঞান কখন নষ্ট হয় না।]

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।
প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু ॥ ৫৬৩ ॥

"অরে, এই আত্মা অবিনাশী" ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। শ্রুতি ও বিকারী দেহাদির নাশে আত্মার অবিনাশিত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন।

["অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্মা"। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৫।১৪]

পাষাণবৃক্ষতৃণধান্যকটাম্বরাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।
দেহেন্দ্রিয়াসুমন আদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্ ॥ ৫৬৪ ॥

যেমন পাথর, বৃক্ষ, তৃণ, ধান্য, ভূষি এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ হইলে মৃত্তিকাই

হইয়া যায়, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনাদি সম্পূর্ণ দৃশ্য পদার্থ জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইলে, [নাম-রূপাদি ভেদ নাশে], পরমাত্মস্বরূপই হইয়া যায়।

বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে ॥ ৫৬৫ ॥

যেমন সূর্যের প্রকাশে উহার বিপরীত স্বভাব অন্ধকার উহাতেই লীন হইয়া যায়, সেই প্রকার সম্পূর্ণ দৃশ্য-প্রপঞ্চ জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে।

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৬৬ ॥

ঘটের নাশ হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশই হইয়া যায়, তদ্রূপ উপাধির নাশে ব্রহ্মবেত্তা স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান।

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা লিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ ॥ ৫৬৭ ॥

যেমন দুগ্ধে মিলিত হইয়া দুগ্ধ, তৈলে মিলিত হইয়া তৈল এবং জলে মিলিত হইয়া জল, একই হইয়া যায়, তেমনি আত্মজ্ঞানী মুনি নিরুপাধিক ব্রহ্মে লীন হইলে উহাই হইয়া যান।

[দৃষ্টান্ত সব সময় সর্বাঙ্গী হয় না একাঙ্গীই হইয়া থাকে। দুগ্ধে দুগ্ধ মিলিত হইবার অর্থ হইল প্রথম দুগ্ধ দ্বিতীয় দুগ্ধ হইতে পৃথক্ ছিল, মিলন ক্রিয়াদ্বারা দুই দুগ্ধ একতা প্রাপ্ত হইল। ইহা হইতে ইহাও বুঝায় যে দুগ্ধ জাতীয় বস্তু বহু আছে। আত্মা শরীর পাতের পূর্বেও এক এবং শরীর পাতের পরেও সেই একই থাকে। এইরূপ কেবল বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে। যদি আত্মার আত্মার সহিত মিলন বলা হয় তাহা হইলে আত্মায় বিকারদোষ আসিয়া যায় অর্থাৎ দুইটি আত্মা মানা হইয়া যায়—প্রথম আত্মা দ্বিতীয় আত্মার সহিত মিলিয়া তৃতীয় আত্মা হইল। ইহা বেদান্ত শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। এই উদাহরণের প্রয়োজন হইল উপাধির আবরণদ্বারা ব্রহ্মের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আনাবৃত ব্রহ্ম এবং আবৃত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই, যেমন তরঙ্গযুক্ত সাগর এবং নিস্তরঙ্গ সাগর একই।]

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৮ ॥

অখণ্ড সত্তামাত্রে স্থিত হওয়াই বিদেহ-কৈবল্য। এই প্রকার ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইয়া যতি পুনরায় সংসার-চক্রে পতিত হন না।

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ॥ ৫৬৯ ॥

ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীবাত্মার) একত্ব-জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা অবিদ্যা জনিত শরীরাদি উপাধির দগ্ধ হইলে এই ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মরূপই হইয়া যান এবং ব্রহ্মের আবার জন্ম বা উদ্ভব কি প্রকারে হয়?

মায়াক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ ॥ ৫৭০ ॥

বন্ধন এবং মুক্তি দুইই মায়াদ্বারা কল্পিত; শুদ্ধ আত্মায় এই দুইয়ের কোনটিই নাই অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মায় না আছে বন্ধন আর না আছে মুক্তি। [বন্ধ মোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্য মুক্তস্য চাত্মনঃ] যেমন ক্রিয়াহীন রজ্জুতে সর্প-প্রতীতি হওয়া না হওয়া ভ্রমমাত্র, বাস্তবিক নহে।

[মূঢ়জনের রজ্জুতে সর্প-প্রতীতি বা সর্পের অপ্রতীতি, এই দুই অবস্থাতেই রজ্জুর কোন পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ মায়াকল্পিত জীব নিজেকে বদ্ধ বা মুক্ত যাহাই মনে করুক না কেন তাহাতে শুদ্ধ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না—আত্মা সদা একরূপই থাকে। এই কথাই আরও একটু পরিষ্কাররূপে বলা যাইতে পারে—অল্প অন্ধকারে রজ্জুই সর্প প্রতীত হয়, প্রকাশ হইলে পর রজ্জুই থাকে; সর্প থাকে না। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি ও অপ্রতীতি এই দুই ক্রিয়াদ্বারা রজ্জু সম্বন্ধহীন অর্থাৎ রজ্জুতে কোন ক্রিয়া হয় না, সেই প্রকার আত্মার না বন্ধনের সহিত সম্বন্ধ আর না মুক্তির সহিত। উহা তো সর্বকালেই নিষ্ক্রিয় এবং অসঙ্গই থাকে।]

আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাদ্ দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ ॥ ৫৭১ ॥

অজ্ঞানের আবরণশক্তির অস্তিত্বে এবং অভাবেই ক্রমশঃ বন্ধন মুক্তি বলা হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মের কোন আবরণ হইতেই পারে না, কারণ উহার অর্থাৎ ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, যাহা উহাকে আবরণ করিবে। অতএব

ব্রহ্ম সৎ অনাবৃত—বন্ধনহীন—মুক্ত। যদি ব্রহ্মেরও আবরণ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না এবং দ্বৈত শ্রুতিও স্বীকার্য নহে।

[কারণ শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"]

বন্ধং চ মোক্ষং চ মৃষৈব মূঢ়া
বুদ্ধের্গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।
দৃগাবৃত্তিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ
যতোঽদ্বয়াসঙ্গচিদেকমক্ষরম্ ॥ ৫৭২ ॥

বন্ধন ও মুক্তি দুইই বুদ্ধির গুণ বা ধর্ম। যেমন মেঘদ্বারা দৃষ্টি আবৃত হইবার ফলে সূর্য আবৃত হইয়াছে বলা যায় সেই প্রকার মূঢ়জন তাহার কল্পনা বৃথাই আত্মতত্ত্বে প্রয়োগ করিয়া থাকে; কারণ ব্রহ্ম সদাই অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ এবং অবিনাশী।

[অতএব ব্রহ্মে কখনও বন্ধন সম্ভব নহে। যাঁহার বন্ধন নাই তাঁহার মুক্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যেমন মাথাহীনের মাথাব্যথা।]

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ ॥ ৫৭৩ ॥

পদার্থের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা ও না থাকা—এই প্রকার যে জ্ঞান উহা বুদ্ধিরই গুণ বা ধর্ম। নিত্যবস্তু যে আত্মা তাহার এইরূপ গুণ বা ধর্ম কদাপি সম্ভব নহে।

[কারণ নিত্য,শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মার কখনও বুদ্ধির গুণ থাকিতে পারে না।]

অতস্তৌ মায়য়া ক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎকল্পনা কুতঃ ॥ ৫৭৪ ॥

অতএব আত্মার যে বন্ধন ও মুক্তি দুইই মায়া কল্পিত, বাস্তবিক নহে। কারণ আকাশের ন্যায় নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, শান্ত, নিষ্কলঙ্ক, নির্মল এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বে কল্পনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, না কাহারও নাশ আছে, না উৎপত্তি আছে, না বন্ধন আছে আর না কেহ সাধক, না কেহ মুমুক্ষু এবং না কেহ

মুক্তই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কেবল এক সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন অপর আর কিছুই নাই।

সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং
পরমমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্মুক্তবুদ্ধিং
স্বসুতবদসকৃত্ত্বাং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্ ॥ ৫৭৬ ॥

হে বৎস! কলিযুগের দোষ হইতে রহিত [অর্থাৎ ছল, কপট, দম্ভ, অভিমান প্রভৃতি দোষ রহিত সরল স্বভাব জানিয়া], কামনাশূন্য, মুমুক্ষু তোমাকে আপন পুত্রের ন্যায় মনে করিয়া আমি বারংবার সকল বেদের শীর্ষ-স্থানীয় উপনিষদের সার অতি গুহ্য ও পরম সিদ্ধান্তরূপ ব্রহ্মবিদ্যা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

[এই স্থানেই গুরু-শিষ্য-সংবাদ নামক 'বিবেক-চূড়ামণি' সমাপ্ত হইল। গুরু শিষ্যকে উত্তম অধিকারী ও প্রকৃত মুমুক্ষু জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকরতঃ তাহার জীবন সার্থক করিলেন।]

শিষ্যের বিদায়—

ইতিশ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৫৭৭ ॥

শ্রীগুরুর এতাদৃশ বাক্য বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্য অতি নম্রতার সহিত তাঁহার চরণকমলে প্রণামকরতঃ এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

গুরুরেবং সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরম্ ॥ ৫৭৮ ॥

অতঃপর গুরুদেবও সচ্চিদানন্দসাগরে মনকে নিমগ্নকরতঃ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পবিত্র করিতে নিরন্তর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

[এই প্রকার ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাগণ লোকের হিতের জন্য বিশেষতঃ মুমুক্ষু-গণের পরম-কল্যাণ-হেতু ভূমণ্ডলে পর্যটন করেন।]

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়—

ইত্যাচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫৭৯ ॥

মুমুক্ষুদিগের সহজে বোধগম্যের জন্য এইরূপ গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে এই আত্মজ্ঞানের নিরূপণ করা হইয়াছে।

[এই শ্লোকে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য গ্রন্থের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অধিকারী মুমুক্ষু পুরুষ, বিষয় আত্মজ্ঞান, সম্বন্ধ নিরূপ্য-নিরূপক এবং প্রয়োজন মুমুক্ষুদিগের সহজে আত্মজ্ঞানসিদ্ধি। প্রত্যেক গ্রন্থে চারিটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। গ্রন্থের অধিকারী কে, বিষয় কি, সম্বন্ধ কি এবং প্রয়োজন কি? কোন গ্রন্থ রচনাকালে এই চারিটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।]

হিতমিদমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং
বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ
শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে ॥ ৫৮০ ॥

বেদান্তবিহিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা যাঁহার চিত্তের সমস্ত দোষ অপসারিত হইয়াছে এবং যিনি সংসারসুখে বিরক্ত, শান্তচিত্ত, শ্রুতিরহস্যরসিক এবং মোক্ষকামী সেই সব যতিজন এই হিতকারী উপদেশের আদর করিবেন।

গ্রন্থ-প্রশংসা—

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি শ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্বাণসন্দায়িনী ॥ ৫৮১ ॥

সংসারপথে নানা প্রকারের ক্লেশরূপ সূর্যের প্রচণ্ড কিরণসমূহের দ্বারা উৎপন্ন দহন-ব্যথা হইতে পীড়িত হইয়া মরুভূমিতে জলের ইচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত পুরুষের অতি নিকটেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ অত্যন্ত আনন্দ-

দায়ক অমৃতের অগাধ সমুদ্রের নির্দেশকারী এই শ্রীশঙ্করাচার্যের নির্বাণদায়িনী বাণী নিরন্তর বিজয় প্রাপ্ত হইতেছে।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতো বিবেক-চূড়ামণিঃ সমাপ্তঃ।